উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৭,৪১৪.৯২ (-১৯১.৫১)

নিফটি : ২৩,৫১৯.৩৫ (-৭২.৬০)

গণধর্ষণ হয়নি, দাবি সিবিআইয়ের

আরজি করের ঘটনায় গণধর্ষণ হয়নি বলে ফের দাবি করল সিবিআই। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে মুখবন্ধ খামে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ▸▸ ১০

২% বাড়ছে ডিএ

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য আবার খুশির খবর। আরও ২ শতাংশ বাড়ছে মহার্ঘ ভাতা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই অনুমোদন মিলেছে। ▸▸ ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৭°	৩৭°	৩৭°	৩৬°
সর্বনিম্ন	২১°	২০°	২০°	২১°

সংসদে ধনকরের ওয়াক-আউট ▸▸ ৮

১৫ চৈত্র ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 29 March 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 308

বসন্ত-দুপুরে বিপ্লব ও নবরত্ন

সাহিত্য সম্মান হাতে উত্তরের ৮ তারা। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে।

শুভ সরকার

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : আজ তারিখটা আঠাশে মার্চ। মার্চ? নাকি লং মার্চ?

না, লং মার্চের মতো কোনও বিপ্লব করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বিপ্লব তো করে ফেলেছেন হিমাংশুরা। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গার হিমাংশু রায় শুক্রবার মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের সব মানুষেরই গল্প থাকে। তবে সব মানুষ গল্প বলতে পারেন না। যিনি বলতে পারেন, তিনিই লেখক।'

এই যে সোজা কথাটা সরলভাবে বলা, সেটাই হয়তো একটা সার্থক ছোটগল্প লিখে ফেলার ইউএসপি। আর সেই কৌশল ধরতে পেরে রিসার্চ স্কলার হিমাংশু বিচারকদের চমকে দিয়ে লিখে ফেলেছেন সেরা গল্পটা।

কথা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ আয়োজিত 'সেরা উত্তরকে উত্তরের সেরার স্বীকৃতি' অনুষ্ঠানের। গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা- এই তিন বিভাগে উত্তরবঙ্গের নবীন প্রতিভাদের পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার একটা প্ল্যাটফর্ম খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় এই পত্রিকা। শীত যেতে না যেতেই ভরদুপুরে আজকাল যা তাপমাত্রার দাপট, তাতে এখন যে বসন্তকাল, মনে থাকছে না। বেশি করে মনে পড়ে যাচ্ছে, এখন চৈত্র মাস। আর কয়েকদিনের ব্যবধানেই হাঁ করে রয়েছে গনগনে বৈশাখ। তবে দুপুরে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মিত্র মঞ্চের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে ঢুকতে না ঢুকতেই বদলে গেল পরিবেশ। একে তো এসির হাওয়া, তারসঙ্গে বসন্তের মেজাজের সঙ্গে মিলিয়েই যেন সেই ঘরে হলুদরঙা আলো। ছিমছাম আয়োজনেই দুপুর সওয়া ১টার মধ্যে ঘর ভর্তি করে ফেললেন আত্মার আত্মীয়রা। বৃত্তাকারে সাজানো চেয়ার টেবিলে পরিচিত মুখ খুঁজেপেতে বসে পড়েছেন অতিথিরা। তাঁদের মধ্যে কে নেই! শিলিগুড়ি শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক শেখর চক্রবর্তী, শঙ্খ সেন থেকে শুরু করে আইনজীবী দীপজ্যোতি চক্রবর্তী, নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থ চৌধুরী, নৃত্যশিল্পী অদিতি দাস ঘোষ, শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মলয় করঞ্জাই, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার দিলীপ সরকার, পরিবেশকর্মী অনিমেষ বসু, সাহিত্যিক শুভময় সরকার, চিত্রশিল্পী সুদীপ্ত রায়ের মতো আরও অনেকে। ছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের বিচারকমণ্ডলীর

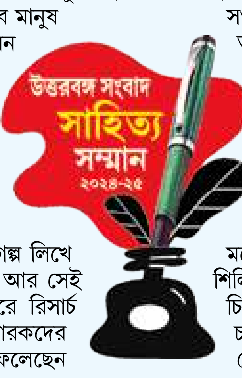

এরপর দশের পাতায়

পরপর ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত থাইল্যান্ড। ব্যাংককে নির্মীয়মাণ বাড়ি যেন ধ্বংসস্তূপ। ক্ষতি হয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমারেও। এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১৪৪। *▸▸ খবর নয়ের পাতায়*

জলকামান ● কাঁদানে গ্যাস ● লাঠি

বামেদের রুখতে সর্বশক্তি

রাহুল মজুমদার ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : ডিওয়াইএফআইয়ের উত্তরকন্যা অভিযানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল এশিয়ান হাইওয়ে। বাম ছাত্র-যুবদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান দাগা, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো থেকে লাঠিচার্জ কিছুই বাদ রাখল না শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। পুলিশকে লক্ষ্য করে পালটা ঢিল ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে ডিওয়াইএফআই কর্মীদের বিরুদ্ধে। একসময় পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ টোটো, ম্যাক্সিক্যাব চেপে পিছু ধাওয়া করে বাম কর্মী-সমর্থকদের লাঠিপেটা করে। গোটা ঘটনায় ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ ২৯ জন কর্মী-সমর্থককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সরকারি হিসেবেই পুলিশের লাঠিচার্জে ১৩ জন বাম যুব নেতা আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডিওয়াইএফআইয়ের ছোড়া ঢিলের ঘায়ে আহত হয়েছেন নিউ জলপাইগুড়ি থানার আইসি সোনম লামা সহ সাতজন পুলিশকর্মী।

এরপর দশের পাতায়

বারুণী স্নানে মৃত্যু নাবালকের

দুর্ঘটনার জেরে মেলা কমিটির ভূমিকায় প্রশ্ন

সৌরভ দেব ও অনসূয়া চৌধুরী

ঘটনার পর বিবেকের বাড়িতে শোকের ছায়া। শুক্রবার।

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : গৌরীহাটের বারুণীমেলায় স্নান করতে গিয়ে করলার জলে ডুবে এক নাবালকের মৃত্যু হল। শুক্রবার সকালে বারুণী স্নানের ঘাটে ঘটনাটি ঘটে। বিবেক রায় (৯) নামে ওই নাবালক বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মোহিতনগর বুরুজপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিল। এই দুর্ঘটনার জন্য মৃতের পরিবার মেলা কমিটির বিরুদ্ধে একাধিক গাফিলতি ও উদাসীনতার অভিযোগে সরব হয়েছে।

অভিযোগ, স্নানঘাটে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হলেও নদীর পাড়ে সিভিল ডিফেন্স কর্মী ও মেলা কমিটির স্বেচ্ছাসেবকদের দেখা মেলেনি। মেলা কমিটির তরফে নদীতে গভীর জলের জায়গাকেও সঠিক পদ্ধতি মেনে ঘিরে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। স্নানঘাটের নিরাপত্তার জন্য সিভিল ডিফেন্স কর্মী চেয়ে মেলা কমিটি আবেদন করেনি বলেও অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ মেনে নিয়ে মেলা কমিটির সভাপতি সঞ্জিত কর্মকারের বক্তব্য, 'খুবই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। জলে ডুবে এক নাবালকের মৃত্যু হয়েছে। আমরা সিভিল ডিফেন্স কর্মীর জন্য আগে থেকে প্রশাসনের কাছে কোনও আবেদন করিনি। এদিনের দুর্ঘটনার পর আমরা সিভিল ডিফেন্স কর্মী চেয়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছি। তবে নদীর ঘাটে আমাদের কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা রয়েছেন।' এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'এই মেলা এবং পুণ্যস্নানের জন্য যে ধরনের সিভিল ডিফেন্স কর্মী প্রয়োজন তার জন্য কোনও আবেদন আমাদের রেকর্ডে নেই।' গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রতি বছর চৈত্র মাসের এই নির্দিষ্ট তিথিতে পুণ্যস্নানের জন্য গৌরীহাটের বারুণীমেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। বৃহস্পতিবার থেকে এই পুণ্যস্নান শুরু হয়েছে। শনিবার পর্যন্ত তা চলবে। কমিটির দাবি, বৃহস্পতিবার মেলা এবং স্নানঘাটে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিলে। কমিটির দাবি অনুযায়ী শুক্রবার সকাল থেকে প্রায় ১০ হাজার মানুষের সমাগম হয়। এদিন সকালে বাবা-মা এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিবেক মেলার স্নানঘাটে এসেছিল। পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে সেও নদীর জলে স্নান করতে নেমেছিল।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সিন্ডিকেটের কাজিয়ায় থমকে রেলপ্রকল্প

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৮ মার্চ : শিলান্যাসের পর দু'বছর কেটে গিয়েছে, ধূপগুড়ি স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেজ-টু প্রকল্পের কাজ একচুলও এগোয়নি। দীর্ঘদিন নানা কারণে ঢিলেমির পর নির্মাণ সংস্থা জোরকদমে কাজ শুরু করতে চাইলেও ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা একাধিক সাপ্লাই সিন্ডিকেট তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ। রেলের নির্মাণস্থলে বালি, পাথর সাপ্লাই নিয়ে শুরু হওয়া জোর লড়াইয়ে যুযুধান সব পক্ষেই রয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের লোকেরা। এর জেরে উত্তপ্ত রয়েছে ধূপগুড়ি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা।

প্রায় ৩৫ কোটি টাকার প্রাথমিক পর্বের ওই নির্মাণকাজে সামগ্রী সরবরাহ নিয়ে লড়াইয়ে যাদের প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে তাদের মাথায় শাসকদলের কেষ্টবিষ্টুদের হাত থাকায় সমস্যা ক্রমে জটিল হচ্ছে বলে খবর। সমস্যা মেটাতে সম্প্রতি ধূপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল দপ্তরে যুযুধান সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনা হলেও সমাধান সূত্র খুঁজে দিতে পারেননি শাসকদলের নেতারা। এমনিতেই ধূপগুড়ি স্টেশনে দলের শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে জোরদার লড়াই সামাল দিতে হিমসিম অবস্থা তৃণমূল নেতাদের। তারওপর গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে সাপ্লাই নিয়ে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটের লড়াই।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্টেশনে শ্রমিক সংগঠনের মধ্যেকার সমস্যা সমাধানের দাবিতে একদল শ্রমিক শহরের নেতাজিপাড়ায় গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল দপ্তরে হাজির হয়। তৃণমূল নেতারা এদিনও দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে বিদায় করেন তাঁদের। স্টেশনে কাজ বন্ধ থাকা নিয়ে নিজেদের ক্ষোভের কথাও এদিন দলীয় নেতাদের জানান শ্রমিকরা। স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ নিয়ে সাপ্লাই সিন্ডিকেটের লড়াই মেটাতে হাজির সভায় উপস্থিত ধূপগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূল সভাপতি সাগ্নিক দাস বলেন, 'আমরা যেমন শ্রমিকদের পক্ষে তেমনি উন্নয়নমূলক কাজেরও পক্ষে। সমস্যা মিটিয়ে দ্রুত কাজ শুরু হোক এবং শ্রমিকরা কাজ পাক এই ভাবনাতেই সভায় ছিলাম। কোনও সিন্ডিকেট সম্পর্কে অবহিত নই।' সাপ্লাই সিন্ডিকটের কথা পৌঁছেছে সাংসদ জয়ন্ত রায়ের কাছে।

এরপর দশের পাতায়

জলদাপাড়া, মেন্দাবাড়ি, গরুমারা সহ কোনও জঙ্গলেই সাফারি গাইডদের হাতে ওয়াকি-টকি নেই। ফলে বুনোরা পর্যটকদের উপর হামলা করলে বন দপ্তরে জানানো মহা সমস্যার বিষয়। নতুন সমস্যা, জাতীয় সড়কে হাতির ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা। যদিও হাতি সরাতে বিশেষ বাহিনী রাখছে বন দপ্তর।

ওয়াকি-টকি চাই গাইডদের

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২৮ মার্চ : ওয়াকি-টকি ছাড়াই পর্যটকদের নিয়ে জঙ্গল সাফারিতে যেতে হচ্ছে গাইডদের। ফলে, পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এবিষয়ে দ্রুত বন দপ্তরের কার্যকরী পদক্ষেপ চাইছেন গাইডরা। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভির বক্তব্য, 'সমস্ত গাইডকে ওয়াকি-টকি দিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বিষয়টি আমাদের ভাবনায় রয়েছে। তবে যেসব এলাকায় সাফারি করা হয়, সেখানে বনকর্মীরা টহল দেন। জঙ্গলের সমস্ত টাওয়ারে আমাদের কর্মীরা পর্যটকদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন।'

উত্তরবঙ্গের জয়ন্তী, চিলাপাতা, জলদাপাড়া, মেন্দাবাড়ি, গরুমারা সহ কোনও ফরেস্টেই সাফারি গাইডদের হাতে ওয়াকি-টকি নেই। ফলে বন্যপ্রাণীর আক্রমণের মুখে পড়লে সময়মতো বন দপ্তরের কাছে সেই খবর পাঠানোর কোনও উপায় থাকছে না গাইডদের কাছে। ফলে একপ্রকার ঝুঁকি নিয়েই জঙ্গল সাফারিতে যেতে হচ্ছে গাইডদের। ২০২৩ সালের মার্চে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে গন্ডারের হামলার মুখে পড়তে হয়েছিল পর্যটকদের। তাছাড়াও নানা সময়ে জলদাপাড়া, গরুমারা, চিলাপাতায় বন্যদের হামলার সম্মুখীন হয়েছেন পর্যটকরা। সেক্ষেত্রেও গাইডরা ছিলেন নিরুপায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, মোবাইল ফোনে তো যোগাযোগ করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হল, জঙ্গলের কোর এলাকায় বেশিরভাগ সময়ই ফোনের নেটওয়ার্ক থাকে না।

জলদাপাড়া গাইড অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কল্যাণ গোপ বলেন, 'জঙ্গলে বেশিরভাগ এলাকায় মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক কাজ করে না। জলদাপাড়ায় গন্ডার, বাইসন ও হাতির হামলার ভয় থাকে। যদিও ২০২৩ সালের পর আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। ওয়াকি-টকি দিলে অঘটনের ব্যাপারে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বন দপ্তরকে জানাতে পারব। পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।'

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জয়ন্তীতে সাফারির জন্য ২২টি গাড়ি রয়েছে। মোট ৩৬ জন গাইড পর্যটকদের জঙ্গল সাফারির কাজে যুক্ত। জলদাপাড়ায় সাফারিতে রয়েছে ৩১টি গাড়ি। এখানে গাইড ৩৮ জন। এরমধ্যে শালকুমারের দিক থেকে ৬টি গাড়ি এবং জলদাপাড়া প্রধান গেট দিয়ে ২৫টি গাড়ি পর্যটকদের নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে। গরুমারায় সাফারিতে রয়েছে ৭৪টি গাড়ি। এরমধ্যে লাটাগুড়িতে ৪২ বাকি ৩২টি গাড়ি রয়েছে গরুমারাতে। লাটাগুড়িতে গাইড রয়েছেন ৩৬ জন এবং গরুমারাতে ৩৪ জন। কোথাও গাইডদের ওয়াকি-টকি দিতে পারেনি বন দপ্তর।

সাফারির গাড়িতে ভ্রমণ পর্যটকদের। জলদাপাড়ায়। -ফাইল চিত্র

> জঙ্গলে বেশিরভাগ এলাকায় মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক কাজ করে না। জলদাপাড়ায় গন্ডার, বাইসন ও হাতির হামলার ভয় থাকে। ওয়াকি-টকি দিলে অঘটনের ব্যাপারে আমরা দ্রুত বন দপ্তরকে জানাতে পারব। পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।
>
> - **কল্যাণ গোপ**, সভাপতি, জলদাপাড়া গাইড অ্যাসোসিয়েশন

হাতি রুখতে নজরদারি বনকর্মীদের। লাটাগুড়ির জাতীয় সড়কে।

রাস্তায় হাতি, টহল বনকর্মীদের

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৮ মার্চ : জাতীয় সড়কে বেড়েছে হাতির আনাগোনা। দিনে বেশ কয়েকবার হয় সড়কের ওপর, না হয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকছে হাতি। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বন দপ্তর। লাগাতার মাইকিং করে সচেতনতা প্রচারের পাশাপাশি আট কিমি জাতীয় সড়কে দিনভর বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা।

গত শনিবার লাটাগুড়ি ও গরুমারা জঙ্গলের মাঝখানে মহাকালধামের কিছুটা আগে বিকেল নাগাদ জাতীয় সড়কের ওপর উঠে পড়ে একটি দাঁতাল হাতি। এক ঘণ্টারও বেশি সময় হাতিটি রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিন একটি ছোট গাড়ির দিকে তেড়েও যায় সেটি। তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই একইরকম ঘটনা দেখা যাচ্ছে। শুক্রবারও জাতীয় সড়কে উঠে পড়েছিল একটি দাঁতাল। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে সে জঙ্গলে ফেরত যায়। এই পরিস্থিতিতে অঘটন এড়াতে উদ্যোগী হয়েছে বন দপ্তর।

জঙ্গলের মাঝ বরাবর চলে যাওয়া ওই রাস্তায় বনকর্মীরা সন্ধ্যা পর্যন্ত লাগাতার টহল দিচ্ছেন। কখনও হেঁটে, কখনও গাড়িতে চলছে নজরদারি। গরুমারা সাউথ রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজ্যোতি বিশ্বাস জানান, বনকর্মীরা বেশ কয়েকটি টিম গঠন করে লাগাতার জঙ্গলের এই পথে নজরদারি চালাচ্ছেন। সচেতনতা প্রচারে মাইকিংও করা হচ্ছে। তাঁর সংযোজন, 'শুধু হাতি নয়, জাতীয় সড়কের এই রুট বন্যদের করিডর। অন্যান্য বন্যপ্রাণীও রাস্তার ওপরে উঠে পড়ে। ওই এলাকায় কেউ যাতে অযথা দাঁড়িয়ে না থাকেন এবং গাড়ি যাতে ধীরে চালানো হয় সেজন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কাজ চলছে।' পুলিশের ট্যুরিস্ট বন্ধুর ভ্যানেও জঙ্গলের পথে বেশ কয়েকবার টহল চলছে প্রতিদিন।

রাজবংশী ভাষায় ক্যালেন্ডার তৈরির উদ্যোগ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৮ মার্চ : রাজবংশী ভাষাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে ওই ভাষায় ক্যালেন্ডার তৈরির সিদ্ধান্ত নিল রাজবংশী ভাষা আকাদেমি। সংস্থার নতুন চেয়ারম্যান হওয়ার পর শুক্রবার আকাদেমির প্রথম বোর্ড মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাজবংশী ভাষায় যে অভিধান তৈরির কাজ চলছে, সেটিকেও দ্রুত সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত এদিনের মিটিংয়ে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য সহ রাজবংশী ভাষায় ক্যালেন্ডার প্রকাশ হবে, এই কথা জানাজানি হতে রাজবংশী সমাজের মানুষের মধ্যে খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে।

বংশীবদন বর্মনকে সরিয়ে হরিহর দাসকে নতুন চেয়ারম্যান করার পর শুক্রবার কোচবিহারের সাগরদিঘির পাড়ে সংগঠনের অফিসে রাজবংশী ভাষা আকাদেমির প্রথম বৈঠক হয়। বৈঠকে ১৪ জন সদস্যের মধ্যে হরিহর দাস ছাড়াও সংস্থার অন্যতম সদস্য তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপককুমার রায়, সংস্থার সচিব দীপক কেরকেট্টা সহ নয়জন উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান বলেন, 'এমন ক্যালেন্ডার প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাজবংশীদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি মনীষীদের জন্ম-মৃত্যুদিবস সেখানে তুলে ধরা হবে।'

হারানো/প্রাপ্তি

I Ritu Mittal, D/o Jayaprakash Mittal, old Hasimara, PS.Jaigaon, dt. Alipurduar resident. I lost my class 10 Marksheet. However, someone finds that please contact 7602892782. (C/115712)

সভা/সমিতি

আগামী ৩০-০৩-২০২৫ সন্ধ্যা ৬টায় ক্লাব গৃহে দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। মদন ভট্টাচার্য, ষান্মাসিক সাধারণ সম্পাদক, সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। (C/115700)

অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা Ratan Thapa ও Hemant Thapa একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হল। (C/115718)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-63 2005 0939108 আমার নাম এবং পিতার নাম ভুল থাকায় গত 28.03.25 সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ashadul Haque এবং Asadul Hoque, S/o. Afaz Uddin Mia @ Afazuddin Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হাওয়ারগাড়ি, ঘুঘুমারি, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/114665)

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T. Memo No. 1410/ KCK-III Sl No-01 to 7, Dated-28-03-2025, invited by the E.O Kaliachak-IIIP Ps from Bonafide bidder. Last date of application on 04.04.2025 upto 17: 30 pm. Details are availble in the office notice board & https:// wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
Executive Officer
Kaliachak-III, P.S
Baishnabnagar, Malda

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ চুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল ভাইভ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ **অকশনের ক্যাটেগরিঃ** পার্সেল ভ্যানে স্পেসের লিজিং-প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (উভয় অভিমুখে)। **ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ এএসএন-পিএআরসি-১৪০৪২৫। ট্রেন নং.ঃ** ১৫৬২৫/১৫৬২৬ দেওঘর-আগরতলা-দেওঘর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ১৪.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা। প্রদত্ত শিডিউল অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে এবং সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য সকল সম্ভাব্য বিডদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ASN-394/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

F. No. BN/2-R/Auction/Bagdogra/Vol-XVI
Govt. of India, Min. of Defence,
Defence Estates Office, Siliguri Circle
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal, PIN-734001
Ph: 0353-2436418
E- AUCTION NOTICE

The intending bidders are invited to participate in E-Auction for cutting and removal of **06** Nos. of dangerously standing trees viz. Ghambhari, Sisoo, Mango & Jungle etc at Air Force Station Bagdogra, Darjeeling Dist., West Bengal through E-Auction portal **(www.eauction.gov.in) on 17.04.2025** between **09:00 hours on 17:00 hours.**

The intending bidders are requested to visit the above mentioned E-Auction website and follow the instructions for creating/registering profile for bidding. Terms and conditions of the sale are available in the Public Auction Notice. The participants may download the same from the website mentioned above and submit a Demand Draft/Banker's Cheque for **Rs 1600/-** (Rupees One thousand Six hundred only) in favour of **Defence Estates Officer, Siliguri Circle** as Earnest Money Deposit to this office for participating the auction, failing which they will not be allowed to participate in the auction. Bid auto extension will be 10 minutes.

BN/2-R/Auction/Bagdogra/Vol-XVI/18 — N. K. Pandey, IDES
Station: Siliguri. — Defence Estates Officer
Dated: 27 March, 2025 — Siliguri Circle

F. No. BN/2-R/Auction/AF Hasimara/FT/I
Govt. of India, Min. of Defence,
Defence Estates Office, Siliguri Circle
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal, PIN-734001
Ph: 0353-2436418
E- AUCTION NOTICE

The intending bidders are invited to participate in E-Auction for cutting and removal of **04** Nos. of dangerous standing green trees viz. Sal, Eucalyptus & Siris etc at Air Force Station Hasimara, Alipurduar Dist., West Bengal through E-Auction portal **(www.eauction.gov.in) on 16.04.2025** between **09:00 hours on 17:00 hours**.

The intending bidders are requested to visit the above mentioned E-Auction website and follow the instructions for creating/registering profile for bidding. Terms and conditions of the sale are available in the Public Auction Notice. The participants may download the same from the website mentioned above and submit a Demand Draft/Banker's Cheque for **Rs 21,000/-** (Rupees Twenty One thousand only) in favour of **Defence Estates Officer, Siliguri Circle** as Earnest Money Deposit to this office for participating the auction, failing which they will not be allowed to participate in the auction. Bid auto extension will be 10 minutes.

BN/2-R/Auction/AF Hasimara/FT/I/56 — N. K. Pandey, **IDES**
Station: Siliguri. — Defence Estates Officer
Dated: 27 March, 2025 — Siliguri Circle

আজ টিভিতে

আ রাইনোজ লাইফ রাত ৮.৪৪ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ নাগপঞ্চমী, ১০.০০ মস্তান, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ বিবাহ অভিযান, সন্ধে ৭.১৫ সেজবউ, রাত ১০.৩০ গ্যাঁড়াকল, ১.০০ আরশিনগর

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.১৫ লভ এক্সপ্রেস, সন্ধে ৭.১০ শাপমোচন, রাত ১০.০ মিডল ক্লাস বয়

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ স্বার্থপর, দুপুর ২.০০ অভিমন্যু, বিকেল ৫.০০ আশ্রয়, রাত ১০.০০ হীরক রাজার দেশে, ১২.৩০ সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মন নিয়ে, সন্ধে ৭.৩০ পরিবর্তন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, রাত ৯.০০ গ্রেফতার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দায়বদ্ধ

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪০ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, বিকেল ৪.৪১ অব তুমহারে হওয়ালে ওয়াতন সাথিয়োঁ, রাত ৮.০০ সনম তেরি কসম, ১১.০১ মার্ডার মুবারক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৪৬ কিসমত কানেকশন, বিকেল ৩.২৫ হোটেল মুম্বই, ৫.৩০ ট্র্যাপড, সন্ধে ৭.১৪ ভিড়, রাত ৯.০০ বাওয়াল, ১১.১৮ রশমি রকেট

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১২.৩০ আহিস্তা আহিস্তা, ২.৩০ মিস টনকপুর হাজির হো, বিকেল ৪.৪৫ দ্য গাজি অ্যাটাক, সন্ধে ৬.৪৫ মির্জা, রাত ৯.০০ বালা, ১১.১৫ তলবার

মুভিজ নাউ : দুপুর ২.০৫ এক্সমেন : ফার্স্ট ক্লাস, বিকেল ৪.১৫ রিও, সন্ধে ৭.২০ লেক প্লাসিড ভার্সেস অ্যানাকোন্ডা, রাত ১০.২০ আইস এজ

হীরক রাজার দেশে
রাত ১০.০০ জি বাংলা সিনেমা

মিস টনকপুর হাজির হো
দুপুর ২.৩০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

রিও বিকেল ৪.১৫
মুভিজ নাউ

মার্জনা গাঙ্গুলি রাঁধবেন হলুদ ইলিশ বিরিয়ানি।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

অ্যালেনের নতুন ব্যাচ

নিউজ ব্যুরো

৮ মার্চ : আইআইটি, জেইই ও নিটের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য আগামী ২ এপ্রিল থেকে কোটার অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট তাদের ব্যাচ শুরু করতে চলেছে। ইতিমধ্যে বহু পড়ুয়া ভর্তির জন্য কোটায় আসছে। পড়ুয়াদের ওই উৎসাহ দেখে অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট 'মহা আবসার' শুরু করেছে। এর মাধ্যমে পড়ুয়ারা অ্যালেনে ভর্তির জন্য নব্বই শতাংশ পর্যন্ত স্কলারশিপ পেতে পারে। অ্যালেন স্কলারশিপ অ্যাডমিশন টেস্টের মাধ্যমে পড়ুয়ারা এর সুবিধা পেতে পারে। কোটা সেন্টারে আয়োজিত ওই পরীক্ষায় অংশ নিতেও বহু পড়ুয়া আসছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর (বিজিপি), সবৌর (এসবিও), সুজনিপাড়া (এসপিএলই), নাথনগর (এনএটি) ও নিমতিতা (এনআইএলই) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্কিং-২৫-০৫। নিলাম শুরু ঃ ১৫.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। ক্র. নং.; লট নং. এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপ।**
(১) পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি - টিডব্লু-৭১-২৫-১ এবং ভাগলপুর।
(২) পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিও- এমএক্স-৩৫-২৩-১ এবং সবৌর।
(৩) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১ এবং সুজনিপাড়া।
(৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি- এমএক্স-২১-২২-২ এবং নাথনগর।
(৫) পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই- এমএক্স-৫৪-২৩-১ এবং নিমতিতা। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-263/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি (এনআইটি)

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), মালদা ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য **(ক)** সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অ্যাপেক্স ডেয়ারি কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ, **(খ)** ডেয়ারি কো-অপারেটিভ ফেডারেশন/অপারেশন ফ্লাড প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধানে উন্নত এবং/অথবা ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেয়ারি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনসিডিএফআই)-এর সদস্য, **(গ)** দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রির জন্য এফএসএসএআই কর্তৃক রেজিস্টার্ড/সার্টিফায়েড বডি/এজেন্সী থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল স্টেজ সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মালদা ডিভিসনে মিল্ক স্টলে ৫ বছর সময়সীমার জন্য দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা। **ক্রমিক নং ১, ইউনিট নংঃ** এমএলডিটি-জিএমইউ-এমপি-বিজিপি-০১, **বিড বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ** সি২৮-এমপি-এ১-বিজিপি_০১, **অবস্থানঃ** জামালপুর এন্ডে পার্সেল অফিসের নিকটে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-তে মিল্ক পার্লার স্টল নং. ৪। **ক্রমিক নং ২, ইউনিট নংঃ** এমএলডিটি-জিএমইউ-এমপি-বিজিপি-০২, **বিড বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ** সি২৮-এমপি-এ১-বিজিপি_০২, **অবস্থানঃ** মালদা টাউন এন্ডে প্ল্যাটফর্ম নং. ৪/৫-তে মিল্ক পার্লার স্টল নং. ৫। **স্টেশন ও ক্যাটেগরিঃ** ভাগলপুর, এ১ (প্রতিটির জন্য)। **ন্যূনতম লাইসেন্স ফি/আরপি প্রতি বছরঃ** ২,৭৩,১৯৭ টাকা (প্রতিটির জন্য)। **বায়না মূল্যঃ** ২৮,৫০০ টাকা (প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার ফর্ম ফিঃ** ২,৩৬০ টাকা (প্রতিটির জন্য)। **(১) বিড নথিপত্রঃ** আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবে এবং তা অফার জমা করার জন্য ডাউনলোড করা যাবে/দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা এনআইটি এবং টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে অনলাইনে জমা করবেন। **(২) বিড নথিপত্র জমাঃ** টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য বাবদ ই-পেমেন্ট রিসিপ্ট সহ আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে অনলাইনে বিড জমা করবেন অন্যথায় অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। **(৩) বায়নামূল্যঃ** সংশ্লিষ্ট টেন্ডারের সামনে উল্লিখিত অনুযায়ী বায়নামূল্য অবশ্যই বিডের সাথে সংলগ্ন থাকতে হবে। টেন্ডারদাতা টেন্ডারনথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী বায়নামূল্য আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে অনলাইনে জমা করবেন। **(৪) বিড গ্রহণঃ** বিডদাতারা প্রতি বিড বিজ্ঞপ্তির সামনে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩টের মধ্যে আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করবেন। আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে ওই দিনই দুপুর ৩টে ৩০ মিনিটে বিড খোলা হবে। **(৫)** কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সকল বিড গ্রহণ/বাতিল করার অধিকার রেলওয়ে কর্তৃক সংরক্ষিত। **(৬)** বিডদাতা কর্তৃক পূরণ করা যোগ্যতা মান এই বিড নথিপত্রে প্রদত্ত মূল্যায়ন মানের ভিত্তিতে মূল্যায়িত হবে। **(৭)** এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **(৮) যোগাযোগের জন্য ঠিকানাঃ** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), মালদা ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা-৭৩২১০২, জেলাঃ মালদা (পশ্চিমবঙ্গ)। MLD-261/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
P.O. Pundibari, Dist. Cooch Behar, West Bengal-736165
Advt. No. UBKV/Rect./01/2025
Dated 28.03.2025

Walk-in-Interview will be held on **22/04/2025** for the post of **Paramedic Staff** on purely temporary basis. Details are available at the University website **www.ubkv.ac.in**

Sd/- Registrar(Actg.)

নিলামের সময়সূচী তারিখ ঃ ১০-০৪-২০২৫ -এর সংশোধনী

রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে ম্যাটেরিয়ালস বিক্রয়ের জন্য ১০-০৪-২০২৫ তারিখের ই-নিলামের সময়সূচী প্রশাসনিক কারণে বাতিল করা হয়েছে।

ডেপুটি সিএমএম/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষা ও সম্পাদনের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/আরই-II/এমএলজি/০৬/২০২৫; তারিখ ঃ ২৫-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং.:** ইএল-সিওএন-১৫-২০২৪-২৫-এমএলজি.; **কাজের নাম ঃ** মালিগাঁওয়ের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৮৮ এইচপি এয়ার কন্ডিশনিং -এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সম্পাদনের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪২,২৩,২২৪/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৮৪,৫০০/- টাকা; টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০টা পর্যন্ত এবং খোলা ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিইই/সিওএন/এইচকিউ, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সাইবার সুরক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ন

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি -০৯-২৪-২৫ তারিখঃ ২৪-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি -০৯-২৪-২৫। কাজের নামঃ কারিগরি নির্দেশনা নং. টিআই/আইএল/০০৪৮, তারিখঃ ১৯-০৪-২০২৪ এবং আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. টিআই/এসপিসি/আরসিসি/এসসিএডিএ/০১৩৪, তারিখঃ ০৯-১১-২০২৩ অনুসারে আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিজি-I এবং বিজি-II খণ্ডে বিদ্যমান এসসিএডিএ সিস্টেমের সাইবার সুরক্ষা ব্যবস্থাপনির রূপায়ন। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,৭৩,০০,০০০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৩৬,৫০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোর্ষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০১১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০১২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যক্তিগত কাজে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। বন্ধু মহলে বুঝেশুনে কথাবার্তা বলুন। **বৃষ :** কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং বদলির খবর পেতে পারেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **মিথুন :** সন্তানের পড়াশোনার খরচ বাড়বে। জ্বর, সর্দিকাশিতে ভুগতে হতে পারে। প্রেমে সমস্যা। **কর্কট :** সমাজের কোনও কাজে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস গভীর হবে। **সিংহ :** খেলাধুলোয় সাফল্য পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করে প্রশংসিত হবেন। **কন্যা :** বাইরের কোনও লোকের কারণে সংসারে অশান্তি হতে পারে। চাকরির স্থানে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। **তুলা :** বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার চাইতে যাবেন না। অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। **বৃশ্চিক :** উচ্চশিক্ষার জন্য পড়ুয়াদের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। টাকাপয়সা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ মিটবে। **ধনু :** কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। স্ত্রীর সাহায্যে বড় কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। **মকর :** নতুন বাড়ি কেনার আগে বাড়ির গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। যেচে কাউকে উপকার করতে যাবেন না। **কুম্ভ :** ব্যক্তিগত কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুজনদের সাহায্য নিতে হতে পারে। ব্যবসায় বাধা কাটবে। **মীন :** ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন। তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ চৈত্র ১৪৩১, ভঃ ৮ চৈত্র, ২৯ মার্চ, ২০২৫, ১৫ চ'ত, সংবৎ ১৫ চৈত্র বদি, ২৮ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৩৮, অঃ ৫।৪৭। শনিবার, অমাবস্যা অপরাহ্ণ ৪।৫১। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৮।১১। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১১।৩। চতুষ্পাদকরণ প্রাতঃ ৫।৫৫ গতে নাগকরণ অপরাহ্ণ ৪।৫১ গতে কিন্তুঘ্নকরণ রাত্রি ৩।৪২ গতে ববকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৮।১১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, অপরাহ্ণ ৪।৫১ গতে। কালবেলাদি ৭।৯ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ২। ৪৫ মধ্যে ও ৪।১৬ গতে ৫।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৬ মধ্যে ও ৪।৯ গতে ৫।৩৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৮।১১ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৯ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভ কর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। অমৃতযোগ - দিবা ৯।৩৫ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১০ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১২।২ গতে ১।৩৫ মধ্যে ও ২।২১ গতে ৩।৫৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মোথাবাড়ির গোষ্ঠীসংঘর্ষে রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ২৮ মার্চ : মালদার মোথাবাড়িতে অশান্তির ঘটনায় জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। আইনজীবী কৌস্তভ বাগচি এই ঘটনায় জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। শুক্রবার বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দের ডিভিশন বেঞ্চ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

বৃহস্পতিবার মামলার পরবর্তী শুনানি। মোথাবাড়ির ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি করে আদালতে আর্জি জানানো হয়। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, রাজ্যের দায়িত্ব এলাকার মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।

আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী দাবি করেন, সম্প্রতি মোথাবাড়ি এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর দোকান, বাড়ি, গাড়ি ভাঙচুর করেছে। কিন্তু এই ঘটনায় পুলিশ উদাসীন। ওই এলাকা সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে বিএসএফ। আপাতত ওই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রেখে দেওয়ার আবেদন করছি। তবে রাজ্য জানায়, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকায় ৩০০ পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এদিকে, মোথাবাড়ির ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি করবেন বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন শ্যামবাজারে মিছিল করে উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি। সেই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু। তিনি জানান, মোথাবাড়ির পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। পুলিশ প্রশাসন যেভাবে নিষ্ক্রিয়, তাতে এনআইএ তদন্ত এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে ৩০ মার্চ মোথাবাড়ি যেতে পারেন সুকান্ত মজুমদার।

অপসারিত যাদবপুরের উপাচার্য

কলকাতা, ২৮ মার্চ : মার্চের শুরু থেকে উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে উঠল। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই শুক্রবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তকে অব্যাহতি দিয়েছে রাজভবন। বৃহস্পতিবারই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বিল রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাজ্যপাল ওই বিলে অনুমোদন না দিয়ে তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ নবান্ন। এরই মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অব্যাহতি দেওয়ার ঘটনায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে তোপ দেগেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডেডলক হওয়ার পথে। এবার যাদবপুরকেও শাটডাউন করা হল।' এই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে বলে জানিয়ে ব্রাত্য বলেন, 'উপাচার্যকে অবসরের তিনদিন আগে যেভাবে সরিয়ে দেওয়া হল, সেটা তাঁকে অপমান করা। এই বিষয়টি দেখার জন্য আমরা সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।'

চৈত্রের রোদেই ক্লান্ত শরীর। কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

রামনবমীতে গোলমালের শঙ্কা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ মার্চ : রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে ৬ এপ্রিল রাজ্যজুড়ে বিক্ষিপ্ত হাঙ্গামার আশঙ্কা করছে প্রশাসন। হাঙ্গামা মোকাবিলায় পুলিশ ও প্রশাসনের 'ব্লু-প্রিন্ট' তৈরির ছক কষাও শুরু হয়েছে।

শুক্রবার নবান্নে রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাকে উত্তেজনাপ্রবণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, মালদা, শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুরের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, বর্ধমান, দুর্গাপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, আসানসোল সহ কিছু অঞ্চলকে অতি উত্তেজনাপ্রবণ বলে চিহ্নিত করে পুলিশি ব্যবস্থা পাকা করে ফেলা হচ্ছে।

হাঙ্গামা হলে তা রুখতে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থার রূপরেখা চূড়ান্ত করতে চলেছে। দরকারে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীদের পাঠানোর ব্যবস্থা রাখার প্রক্রিয়া চলছে। এমনিতেই সাম্প্রতিককালে ধর্ম নিয়ে শাসক ও বিরোধীদের একটা সংঘাত চলছেই।

রাজ্য গোয়েন্দা সূত্রে বিক্ষিপ্ত গোলমালের আশঙ্কার কথা জেনেই প্রশাসন পদক্ষেপ করা শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লন্ডন থেকে ফিরে রাজ্যের ডিজি,

সিপি সহ শীর্ষ পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবেন বলে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রের খবর।

এদিন রাজ্য পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা জানান, গত বছর রামনবমীর দিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যা গোলমাল হয়েছে সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবার মোকাবিলার ছক কষতে শুরু করেছেন তাঁরা। হাওড়া, আসানসোল সহ বিভিন্ন জেলায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় রামনবমীর মিছিলে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হবে। আগাম জানিয়েই প্রশাসন এই পদক্ষেপ করবে। জোর করে কোনও রামনবমীর মিছিলকে ওইসব এলাকা দিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রামনবমীর মিছিলের সঙ্গে পর্যাপ্ত পুলিশ থাকবে।

দলের রাজ্য মুখপাত্র সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'রামনবমী মানুষের কাছে একটা আবেগ। তাকে মর্যাদা দিয়েই বিজেপিকে সবটা খেয়াল রাখতে হচ্ছে। তবে বিজেপির এটা কোনও অনুষ্ঠান নয় বলেই পার্টি সরাসরি এতে নেই।'

রাজ্য গোয়েন্দা সূত্রের খবর, এতেই কোথাও একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে তারা। সেই কারণেই যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় ৬ এপ্রিলের জন্য পুলিশ প্রশাসনকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হচ্ছে।

অক্সফোর্ডের ঘটনায় তর্জা

নিশানায় বামেরা, মমতার সফরে প্রশ্ন পদ্মের

কলকাতা, ২৮ মার্চ : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার মাঝে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে থামিয়ে দিয়ে বিক্ষোভকারীরা রাজ্যের বিনিয়োগ পরিস্থিতি থেকে শুরু করে আরজি কর প্রসঙ্গ তোলেন।

কিন্তু অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় মুখ্যমন্ত্রী ঝোড়ো ব্যাটিং করে তাঁদের পালটা আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'আমার বাম-অতিবাম, সাম্প্রদায়িক শক্তির বন্ধুদের বলব, আপনাদের আমি চকোলেট দেব, আপনাদের মতাদর্শকেও চকোলেট খাওয়াব।' মুখ্যমন্ত্রীকে বিদেশের মাটিতে 'অপমান'-এর ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের কিছুক্ষণের মধ্যেই সামাজিকমাধ্যমে কিছু ছবি ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রশ্নকর্তাদের অধিকাংশই সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর ইউকে ইউনিটের সদস্য। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই সমাজমাধ্যমে পালটা আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য, তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ প্রমুখ।

আবার মুখ্যমন্ত্রী বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভুল তথ্য দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে একটি চিঠি দিয়ে দাবি করেছেন, ভবিষ্যতে যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কখনও দেশের প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশ সফরের অনুমতি না দেওয়া হয়। চিঠিতে তাঁর অভিযোগ, মমতা লন্ডনে সাংবাদিকদের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে অসম্মানসূচক কথা বলেছেন।

দেবাংশুর দাবি, এসএফআই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে এই অনুষ্ঠান বাতিল করার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা না করায় তারা সভাঘরে ঢুকে অসভ্যতামি করেছে। দেবাংশু বলেন, 'বিদেশের মাটিতে সিপিএম যে নোংরামি করল, কলতলার স্টাইলে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করল, তাতে বাংলার মানুষের কাছে ওরা আরও ছোট হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী হাসিমুখে যেভাবে লন্ডনের উচ্চিংড়েগুলোর মুখে জুতো মারলেন, তা আদতে বাংলার সিপিএম নেতাদের গালেই এসে পড়ল।'

তবে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে রাজ্য সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছেন, তা রাজ্যের অপমান বলেই মনে করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'অভয়া কাণ্ডে নীরব কেন? হিন্দুদের ব্যাপারে চুপ কেন? টাটাদের তাড়িয়েছেন বলে যে প্রশ্নগুলি তাঁকে করা হয়েছিল, সেগুলি কি মিথ্যা? বাংলা এবং বাংলার বাইরের মানুষ তাঁর স্বৈরাচারী মনোভাব জানেন। ২০২৬ সাল আসছে। আপনার পরাজয় নিশ্চিত।'

এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভুল তথ্য দেবেন, আর এসএফআই সেটা শুনবে, এটা হতে পারে না। কেন মতপ্রকাশের অধিকার নেই, কেন অভয়ার বিচার হল না, কেন ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না, সেই প্রশ্নের উত্তর মুখ্যমন্ত্রী যেখানে যাবেন, এসএফআই সেখানেই করবে। হয় মুখ্যমন্ত্রী পালিয়ে যাবেন, নয় উত্তর দেবেন।'

দিলীপ ঘোষ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিরদিনই মিথ্যা কথা বলে এসেছেন। আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, কোনও গুরুত্বই দিই না। কিন্তু বিদেশে গিয়ে উলটোপালটা বললে লোকেরা তো হাসাহাসি করবেই।'

নবান্নের নজরে আরও ৭

কলকাতা, ২৮ মার্চ : ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র বিলি কাণ্ডে নবান্নের নজরে আরও সাতজন আধিকারিক। সকলেই অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরে কর্মরত। নবান্ন সূত্রে খবর, এই অফিসাররাই ওইসব ভুয়ো সার্টিফিকেটে সই করেছিলেন। গত দেড় বছরে জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে প্রায় ৩৬ হাজার অভিযোগ নবান্নের কাছে জমা পড়ে। তার মধ্যে প্রায় ১৪০০ সার্টিফিকেট বাতিল করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগে দুই ইনস্পেকটর পদমর্যাদার আধিকারিককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ২২ জনের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে বিভাগীয় তদন্ত।

নবান্ন সূত্রে খবর, দেড় বছর আগে হাতে সই করে এই জাতিগত শংসাপত্রগুলি দেওয়া হত। কিন্তু সেখানে জালিয়াতি ধরা পড়ায় কিউআরকোড ব্যবহার শুরু করে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর। ইতিমধ্যেই দুয়ারে সরকার শিবিরগুলিতে জাতিগত শংসাপত্রের জন্য যেসব আবেদন জমা পড়েছে ও গত দেড় বছরে যেগুলি বিলি করা হয়েছে, সেগুলিও নতুন করে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। সুপ্রিম কোর্টও জাতিগত শংসাপত্র সমীক্ষার কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বিধানসভার বাজেট

ভুয়ো শংসাপত্র

অধিবেশনে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, 'ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র যাচাইয়ের কাজ চলছে। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সমীক্ষা চলবে। কীভাবে এই জাতিগত শংসাপত্র বিলি হয়েছে, তা আমরা তদন্ত করে দেখছি।'

যদিও ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে রাজ্যকে নিশানা করেছে বিরোধীরা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্য সরকার কয়েকজনকে সুবিধা পাইয়ে দিতে এই জাতিগত শংসাপত্র দিয়েছে। রাজ্য সরকারের শীর্ষকর্তা ও তৃণমূলের একাংশ সরাসরি এই ঘটনায় যুক্ত। আমরাও এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্ত দাবি করছি।'

বিধানসভায় অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ধীরে চলো

বিধায়কদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নয় তৃণমূলের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ মার্চ : দলীয় হুইপ অমান্য করার দায়ে অভিযুক্ত দলের বিধায়কদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পথে হাঁটছে না শাসকদল তৃণমূল। ২০২৬-এ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে এই ধরনের পদক্ষেপ করার ঝুঁকি নিতে চাইছে না দল।

এমনিতেই ভোটের আগে দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে একাধিক পদক্ষেপ করতে শুরু করেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মধ্যে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হোক, চান না নেত্রী। শুক্রবার তৃণমূল সূত্রের খবর, দলের হুইপ অমান্য করার অপরাধে যুক্ত দলের বিধায়কদের কড়াভাবে সতর্ক করে এবারের মতো ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। দল চাইলে তাঁদের থেকে মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হতে পারে। দলনেত্রী লন্ডন থেকে ফেরার পরই এই পদক্ষেপ করবেন।

দলের খবর, এবারের মতো তাঁদের কড়াভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হলেও অভিযুক্ত বিধায়কদের ওপর বিশেষ নজরদারি রাখার কথাও মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বকে লন্ডন রওনা হওয়ার আগেই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন।

তৃণমূলের প্রবীণ এক শীর্ষনেতা শুক্রবার জানান, আগামী বিধানসভা ভোটে বিধায়কদের পারফরমেন্সের ওপর ফের টিকিট পাওয়াটা নির্ভর করবে বলে আগেই মনস্থ করে রেখেছেন দলনেত্রী। দলের হুইপ অমান্য করাটা সেদিক থেকে অভিযুক্ত বিধায়কদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এদিন তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির পক্ষে দলের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, সদ্য শেষ হওয়া বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শেষদিন দলের হুইপ অমান্য করে দলের যেসব বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁদের তালিকা আমরা পেয়ে গিয়েছি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি এই ব্যাপারে বৈঠকে বসবে।

নির্বাচন কমিশন অভিযানে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ মার্চ : তৃণমূলের হাত থেকে হিন্দু ভোটারদের বাঁচাতে হবে। রাজনৈতিকভাবে এই দাবিকে সামনে রেখে ২ এপ্রিল নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে অভিযান করবে বিজেপি। বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে এই অভিযানে নেতৃত্ব দেবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির অভিযোগ, জেলায় জেলায় ভোটার তালিকা থেকে বেছে বেছে সনাতনী হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে তৃণমূল। তা নিয়ে এদিন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে সর্বদলীয় বৈঠকেও অভিযোগ করেছে বিজেপি।

সম্প্রতি কৃষ্ণনগর-২ ব্লকের বিডিও স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার অভিযোগের ভিত্তিতে ভোটার তালিকা থেকে ৯৮ জন ভোটারের বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে এই ৯৮ জন ভোটারই ধর্মীয়ভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের। এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে ভোটার তালিকা থেকে হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে সরব হয়েছিল বিজেপি। বিজেপির দাবি, কৃষ্ণনগর-২ ব্লকের ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদাতেও একসময় বাংলাদেশ থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা মতুয়া সম্প্রদায়ের বেশকিছু ভোটারের নামও 'বাংলাদেশি ভোটার' অভিযোগে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'সারা রাজ্য থেকেই বিশেষত সীমান্তবর্তী জেলাগুলি থেকে এই অভিযোগ আসছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে সর্বদল বৈঠকেও জানিয়েছি। আগামী ২ এপ্রিল এই ইস্যুতেই বিজেপির যুব মোর্চা নির্বাচন কমিশন দপ্তরে অভিযান করবে।' তবে শুভেন্দুর দাবি, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনেই আমরা অভিযান করব। নির্বাচন কমিশনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ২ এপ্রিল কলকাতায় বিজেপি রাজ্য দপ্তরের সামনে জমায়েত থেকে বৌবাজার, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট ধরে বি-বা-দী বাগে কমিশনের দপ্তরের দিকে যাবে মিছিল। শুভেন্দু নিজেই জানিয়েছেন, পুলিশ যেখানে মিছিলের পথ আটকাবে, আমরা সেখানেই প্রতিবাদ জানাব। পরে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির এক প্রতিনিধিদল কমিশনের দপ্তরে গিয়ে স্মারকলিপি দেবে। কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোটার তালিকায় রাজ্যের বহিরাগতদের নাম তুলছে বিজেপি। ভোটার তালিকা সংশোধনের তালিকা থেকে সেই ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছে তৃণমূল। রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূলের এই ভুয়ো ভোটারের অভিযোগের পালটা হিসেবেই ভোটার তালিকা থেকে হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে কমিশনের ওপর পালটা চাপ তৈরি করার কৌশল নিয়েছে বিজেপি।

একই ‘টিআইএন’-এ দুই টোটো

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : একই টেম্পোরারি আইডেন্টিফিকেশন নম্বরে (টিআইএন) একাধিক টোটো চলছে। এমনই অভিযোগ টোটোচালকদের একাংশের। অবশ্য যাঁদের টোটোকে ঘিরে এই বিতর্ক তাঁদের দাবি, পুরসভা তাঁদের এই নম্বর প্লেট দিয়েছে। এটা কীভাবে সম্ভব? টোটোচালকদের একাংশের অভিযোগ, শহরে চালানোর জন্য ভুয়ো নম্বর প্লেট তৈরি করা হয়েছে। এর আগে পুরসভার তরফে টোটোচালকদের পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছিল। সেসময় ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরির বিষয়টি সামনে আসে। তখন পুরসভা বাধ্য হয়ে তাঁদের দেওয়া সমস্ত পরিচয়পত্র বাতিল করে। এবার টোটো ইউনিয়নগুলির ভুয়ো টিআইএন ব্যবহারের বিষয়টি নজরে এসেছে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘এবিষয়ে এখনও কোনও অভিযোগ পাইনি। ভুয়ো টিআইএন ব্যবহার করার বিষয়টি ধরা পড়লে সেই চালকের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।’

এই দুই টোটো নিয়েই বিতর্ক।

কয়েকদিন আগের কথা। একই টিআইএন লেখা নীল রংয়ের বোর্ড দুটি পৃথক টোটোর পেছনে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি এবার শহরে টোটোচালকদের একাংশ ভুয়ো টিআইএন ব্যবহার শুরু করেছে? নাকি পুরসভার অন্দরে কোনও গরমিল রয়েছে? তবে ওই দুজন টোটোচালকের দাবি, তাঁরা পুরসভায় ৫০০ টাকা জমা দেওয়ার পরে টিআইএন-এর বোর্ড পেয়েছেন। সিটু অনুমোদিত ই-রিকশা ইউনিয়নের সম্পাদক শুভাশিস সরকারের কথায়, ‘একই টিআইএনের দুটি টোটো শহরে চলছে, এই অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। প্রশাসনকে দ্রুত এবিষয়ে পদক্ষেপ করার দাবি জানাই।’

আইএনটিটিইউসি টাউন ব্লক সভাপতি পুণ্যব্রত মিত্র জানান, এক ব্যক্তির একাধিক টোটো কিনে ব্যবসা, বাইরের টোটোচালককে টিআইএন দেওয়া, এক টিআইএন দিয়ে একাধিক টোটো চলা, এই বিষয়গুলি লিখিতভাবে পুরসভার নজরে আনা হয়েছে।

সমস্যা যেখানে

- এক টেম্পোরারি আইডেন্টিফিকেশন নম্বরে (টিআইএন) একাধিক টোটো চলছে
- এমন অভিযোগ টোটোচালকদের একাংশের
- অভিযোগ, শহরে চালানোর জন্য ভুয়ো নম্বর প্লেট তৈরি করা হয়েছে
- যাঁদের টোটোকে ঘিরে এই বিতর্ক তাঁদের দাবি, পুরসভা তাঁদের এই নম্বর প্লেট দিয়েছে।

শহর ও শহরকেন্দ্রিক অরবিন্দ, খড়িয়া, পাহাড়পুর এবং পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটোচালকদের টিআইএন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে, শহরের অনেক টোটোচালক টিআইএন নম্বর পাননি বলে অভিযোগ। অথচ ময়নাগুড়ি, হলদিবাড়ি ও দোমোহনির বাসিন্দাদের অনেকে পুরসভা থেকে টিআইএন পেয়েছেন। কীসের ভিত্তিতে তা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে চালকদের মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। শহরের এক টোটোচালক অমিত সূত্রধরের মন্তব্য, ‘সকালে বালাপাড়ার বাঁধের রাস্তায় দাঁড়ালে জলপাইগুড়ি পুরসভার টিআইএন প্লেট লাগানো টোটোগুলিকে ময়নাগুড়ি থেকে আসতে দেখা যায়। অথচ আমি শহরের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও এখনও টিআইএন পাইনি। জানি না কীসের ভিত্তিতে বাইরের টোটোচালকদের টিআইএন দেওয়া হচ্ছে।’

একজন ব্যক্তিকে একটি টোটোর জন্য টিআইএন নম্বর দেওয়া হবে বলে পুর কর্তৃপক্ষ ঠিক করে। অভিযোগ, এমন অনেকে আছেন যাঁরা ৩০-৪০টি টোটো কিনে চালক রেখে ব্যবসা করছেন। এক টোটোচালকের বক্তব্য, ‘পান্ডাপাড়া এলাকার এক মহিলার প্রায় ৩০টি টোটো আছে। ওই মহিলা নিজে টোটোচালক নন। পুরসভা তাঁকে টিআইএন কেন দিল বুঝতে পারছি না।’

‘ঘুষখোর’ বলে পোস্টার দপ্তরে

বিতর্কে ড্রাগ কন্ট্রোল আধিকারিক

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : ড্রাগ কন্ট্রোলের এক ইনস্পেকটরের নামে ঘুষখোর এবং জালিয়াত বলে পোস্টার পড়ল সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ি শহরে। ড্রাগ কন্ট্রোলের যে ইনস্পেকটরের নামে এই পোস্টার পড়েছে তিনি হলেন রাজিউল আলম। সূত্রের খবর, এই নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে দু’বার দপ্তরে এমন পোস্টার পড়ল। দু’দিন আগে কর্তৃপক্ষ পোস্টারগুলো তড়িঘড়ি ছিঁড়ে ফেলায় তা জনসমক্ষে আসেনি। কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে তা এখনও জানতে পারেনি দপ্তর। কারণে দপ্তরের ওই ভবনে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। তবে অনুমান পোস্টার লাগানোর বিষয়টি রাতেই ঘটেছে। ড্রাগ কন্ট্রোলের সহ অধিকর্তা সমিত সাহা বলেন, ‘আমরা আজ অফিসে এসে এই পোস্টার দেখতে পাই। তবে, ওই ইনস্পেকটরের বিরুদ্ধে আমাকে কেউ মৌখিক বা লিখিতভাবে কোনও অভিযোগ জানাননি। দু’দিন আগেও একইভাবে পোস্টার লাগানো ছিল। কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে বারবার এমন করছে, সেই বিষয়ে আমার কোনও ধারণা নেই।’

যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে এই পোস্টার পড়েছে সেই রাজিউল আলম এদিন ছুটিতে ছিলেন। ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘কারও যদি আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে তিনি তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দপ্তরের সহ অধিকর্তার কাছে অভিযোগ করুন। বারবার এই পোস্টার দিয়ে কে বা কারা কী বলতে চাইছেন, আমার জানা নেই। তবে আমার অনুমান এর পিছনে গভীর চক্রান্ত থাকতে পারে।’

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক বিল্ডিংয়ের উলটোদিকে এসজেডিএ কমপ্লেক্সের দোতলায় ড্রাগ কন্ট্রোল দপ্তরের জেলা অফিস। কমপ্লেক্সের একতলায় রয়েছে একাধিক হোটেল এবং দোকান। হাসপাতালে আসা রোগীর পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রতিদিনই গভীর রাত পর্যন্ত খোলা থাকে এই হোটেল এবং দোকানগুলি। এদিন সকালে প্রথমে বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয়দের। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা

সিঁড়ির পাশের দেওয়ালে এভাবেই পোস্টার লাগানো হয়েছে। শুক্রবার।

দপ্তরে গুঞ্জন

- ড্রাগ কন্ট্রোলের এক ইনস্পেকটরের নামে ঘুষখোর এবং জালিয়াত বলে পোস্টার পড়ল সংশ্লিষ্ট দপ্তরে
- এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ি শহরে
- এই নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে দু’বার দপ্তরে এমন পোস্টার পড়ল

যায়, দোতলায় অফিসে যাওয়ার সিঁড়ির একপাশের দেওয়ালজুড়ে একাধিক কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করা পোস্টার সাঁটা রয়েছে। যার কোনওটিতে লেখা রয়েছে ‘এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট নিয়ে জালিয়াতি করে জালিয়াত রাজিউল আলম।’ আবার কিছু পোস্টারে লেখা রয়েছে ‘পোস্টার ছিঁড়ে কী হবে? সত্য কি চাপা থাকবে? ইনস্পেকটর রাজিউল আলম ঘুষখোর’। কিন্তু কেন তাঁকে ঘুষখোর বলা হচ্ছে তার কোনও ব্যাখ্যা এই পোস্টারগুলোতে নেই।

‘এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট’ জালিয়াতির প্রসঙ্গে দপ্তর থেকে জানা গেল, এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট বা অভিজ্ঞতার শংসাপত্র যাচাই নিয়ে কোনও সমস্যা হয়েছিল কি না সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে দপ্তরের কেউ বলতে পারছেন না।

মউ স্বাক্ষরের সময়।

এনআইটি জামশেদপুরের সঙ্গে মউ

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি, জামশেদপুরের সঙ্গে শুক্রবার জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মউ স্বাক্ষর হল। এর ফলে এরপর থেকে গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নন পিএইচডি ফ্যাকাল্টিরা এনআইটি জামশেদপুরে গবেষণা করার সুযোগ পাবেন। এছাড়া কলেজের পড়ুয়ারা সেখানে গিয়ে বিভিন্ন ইন্টার্নশিপেও যোগ দিতে পারবেন। এবিষয়ে, কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমিতাভ রায় বলেন, ‘আমাদের নন পিএইচডি ফ্যাকাল্টিরা এনআইটি-তে গিয়ে পিএইচডি করতে পারার পাশাপাশি কলেজের পড়ুয়ারা ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পাবেন। ফলে তাঁদের সঙ্গে এনআইটি-র অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের যোগাযোগ তৈরি হবে। এমনকি সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা আমাদের কলেজের টেকনিকাল ফেস্টগুলোতেও আসার সুযোগ পাবেন।’

অধ্যাপকদের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের জন্যেও নতুন দিশা খুলে যাবে। তাই কলেজের সকলেই নতুন করে অনেক কিছু শিখতে পারবেন বলেই তিনি আশাবাদী। অন্যদিকে, এনআইটি জামশেদপুরের ডিরেক্টর প্রফেসর গৌতম সূত্রধর বলেন, ‘আমাদের তরফ থেকে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপকদের অ্যাকাডেমিক রিসার্চ-এ সাহায্য করা হবে। এছাড়া তাঁরা চাইলে আমাদের ফ্যাকাল্টিদের সঙ্গে যৌথভাবেও গবেষণা করতে পারবেন। আমি নিজেও গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিলাম।’ দুই কলেজের এই নতুন সম্পর্কে কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও বেশ উৎসাহিত। বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়ারা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। পড়াশোনা বা ভবিষ্যতে গবেষণা করার জন্য এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন সকলেই।

জয়ী তৃণমূল

মৌলানি, ২৮ মার্চ : শুক্রবার সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা। ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি দক্ষিণ ভাটিয়ালি সমবায় সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচনে ২৬ মার্চ মনোনয়নপত্র জমা করার শেষ দিন ছিল। ছয়টি আসনের জন্য তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনও দল মনোনয়নপত্র জমা করেনি। ফলে তৃণমূল প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহাদেব রায় জানালেন, এই জয় প্রত্যাশিতই ছিল। এদিন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা মিষ্টিমুখ করার পাশাপাশি আবির খেলেন।

দুর্ঘটনা

ধূপগুড়ি, ২৮ মার্চ : ফের এশিয়ান হাইওয়ের ওপর দুর্ঘটনা ঘটল। শুক্রবার সকালে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় আহত হলেন এক বাইকচালক। ধূপগুড়ি ব্লকের গিলান্ডি এলাকার ঘটনা। এদিন বাইক নিয়ে ধূপগুড়ি আসার পথে ওই ব্যক্তিকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে একটি পিকআপ ভ্যান। স্থানীয়রা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

অর্থ কমিশনের টাকা আসছে শেষ সময়ে

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : চলতি অর্থবর্ষ শেষ হতে আর দিনকয়েক বাকি। তবে এখনও পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের উন্নয়নখাতের টাকা হাতে পায়নি জেলা পরিষদ। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে অবশ্য পাঠানো হয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মনের স্পষ্ট বক্তব্য, ‘অর্থবর্ষ শেষ হতে হাতেগোনা কয়েকটা দিন বাকি। অথচ জেলা পরিষদে এখনও টাকা আসেনি। পরিকল্পনা রূপায়ণে আমরা তৈরি আছি। কিন্তু অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার আরও আগে অর্থ পাঠানো উচিত।’ জলপাইগুড়ি সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় রায় জানান, কাজের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা আছে। সেজন্য কাজের টেন্ডার দ্রুত করা যাবে। জেলা পরিষদগুলিকে টাকা পাঠাতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও কাজের পরিকল্পনা আগে থেকে করা থাকায় দ্রুত টেন্ডার ডাকতে বলা হয়েছে। টাকা এলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

জেলা পরিষদ টাকা না পেলেও পঞ্চায়েত সমিতিগুলি অবশ্য অর্থবরাদ্দ হাতে পেয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে এই টাকা টায়েড ও আনটায়েড খাতে দেওয়া হয়েছে। টায়েড খাতে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি নির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা যেমন পানীয় জল, স্বাস্থ্য,

> অর্থবর্ষ শেষ হতে হাতেগোনা কয়েকটা দিন বাকি। অথচ জেলা পরিষদে এখনও টাকা আসেনি। অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার আরও আগে টাকা পাঠানো উচিত।
>
> **কৃষ্ণা রায় বর্মন,** *সভাধিপতি, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ*

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও শৌচাগারের কাজে খরচ করতে পারবে। আর আনটায়েড ফান্ডে স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজগুলি করতে পারবে।

কোচবিহার জেলার ১২টি পঞ্চায়েত সমিতিকে ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তারপরেই জলপাইগুড়ি জেলার ৯টি পঞ্চায়েত সমিতিকে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, আলিপুরদুয়ার জেলার ৬টি পঞ্চায়েত সমিতিকে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ৪টি পঞ্চায়েত সমিতিকে ২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা এবং দার্জিলিংয়ের জিটিএ-র অধীন ৫টি পঞ্চায়েত সমিতিকে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার জেলায় কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতিকে সবচেয়ে বেশি ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া হয়েছে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিকে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের মধ্যে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতিকে ৭৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। জিটিএ-র মধ্যে পুলবাজার পঞ্চায়েত সমিতি হাতে পেয়েছে ৪৫ লক্ষ টাকা।

খোঁড়া গর্তে বিপদের আশঙ্কা

শিলিগুড়ি ২৮ মার্চ : কয়েক মাস আগে ঘটা করে একাধিক জায়গায় মঞ্চ বানিয়ে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজের সূচনা হয়েছিল। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ফুলবাড়ি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন জায়গায় প্ল্যান্ট তৈরি করবে বলে ঠিক হয়। কিন্তু তিন মাসের বেশি সময় কেটে গেলেও কাজ এগোয়নি বিন্দুমাত্র। সাহুডাঙ্গি সংলগ্ন অধিকারপল্লিতে মাটি খুঁড়ে পুকুরের মতো বড় আকৃতির গর্ত করে রাখা হয়েছে। সামনেই বর্ষাকাল, পাশ দিয়ে বইছে সাহু নদী। লোকালয়ের মাঝে এমন বড় গর্ত জলে ভরে উঠলে এলাকায় বিপদ হতে পারে বলে আশঙ্কায় অধিকারপল্লির বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা বাপ্পা মোহন্ত বলেন, ‘আশপাশের সব বাড়িতেই বাচ্চারা রয়েছে। প্রায় দেড় কাঠা জায়গাজুড়ে আট-দশ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে। এলাকার বেশিরভাগ মানুষ শ্রমজীবী হওয়ায় সকাল হলেই কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন তাঁরা। যে কোনও সময় বাড়িতে থাকা বাচ্চাদের সঙ্গে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।’ দ্রুত কাজ সম্পন্ন হোক চাইছেন মিনতি মণ্ডল চৌধুরী, সুচিত্রা রায়, মাধব রায়ের মতো স্থানীয় বাসিন্দারা। সুচিত্রার কথায়, ‘গত কয়েক বছরে আমাদের এলাকার ওপর প্রচুর আঘাত নেমে এসেছে। এলাকার সরকারি জমি দখল করেছে মাফিয়ারা। প্রতিবাদ করতে গিয়ে এলাকার অনেকে আক্রান্ত হয়েছেন। জমি মাফিয়াদের গোডাউনের দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু হয়েছে একাধিক। কোনও ব্যবস্থা হয়নি। এখন গর্ত খুঁড়ে মৃত্যুফাঁদ তৈরি করে রাখা হয়েছে। এবারও উদাসীন প্রশাসন।’

একই অবস্থা চতুরাগছ কলোনি, রাজীবপাড়াতেও। এই দুই জায়গাতেও সূচনার সপ্তাহখানেক পর থেকে কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। বরাত পাওয়ার পর ৯০ দিন পার হয়ে গেলেও কেন শেষ হয়নি কাজ? এই প্রশ্ন তুলে ঠিকাদারি সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করার দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

চতুরাগছ কলোনির মিনতি রায় বলেছেন, ‘বলা হয়েছিল কাজ শেষ হলে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা হবে। বুঝতে পারছি না কাজ শেষ হবে কবে?’ স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য মনীষা রায় বলেন, ‘আমার সঙ্গে ঠিকাদার সংস্থার কথা হয়েছে। দ্রুত ওরা কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছে।’ ঠিকাদার সংস্থার কর্ণধার বিনয় বাজাজও একই সুরে জানিয়েছেন, একটু সমস্যা চলছিল। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহেই কাজ শুরু করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষকরা স্মারকলিপি দিচ্ছেন উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের আংরাভাসা শাখায়। শুক্রবার।

টাকা কেটে নেওয়ায় স্মারকলিপি

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ২৮ মার্চ : ঋণের গ্যারান্টারদের অ্যাকাউন্ট থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে কিস্তির টাকা কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। এক প্রাথমিক শিক্ষক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর দুই গ্যারান্টারের অ্যাকাউন্ট থেকে ঋণের কিস্তির টাকা কেটে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এর জেরে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের আংরাভাসা শাখায় ধূপগুড়ি পশ্চিম ও বানারহাট ৪ মণ্ডলের প্রাথমিক শিক্ষকরা স্মারকলিপি দিলেন। এদিন স্মারকলিপি দেওয়ার সময় ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে অ্যাকাউন্ট থেকে ঋণের কিস্তির টাকা কেটে নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাংকের কয়েকটি পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা ক্ষোভ ব্যক্ত করেন।

ওই ব্যাংকের গ্রাহক পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক জাহেদুল আলম গত বছর অগাস্ট মাসে মারা যান। তিনি ২০২৩ সালে এই ব্যাংক থেকে সাত লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত লোন নিয়েছিলেন। চলতি মাসে ঋণের দুই গ্যারান্টার প্রাথমিক শিক্ষক ধ্রুব রায় ও অমলেশ রায়ের কাছ থেকে ৬৬০০ টাকা করে মোট ১৩ হাজার ২০০ টাকা কাটা হয়। ঘটনায় ক্ষিপ্ত দুই প্রাথমিক শিক্ষক সহ অন্য শিক্ষকরা এদিন ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে তাঁদের অ্যাকাউন্ট অন্য ব্যাংকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য নো ডিউ সার্টিফিকেট দাবি করেন। ধ্রুব রায় নামে ওই শিক্ষক বলেন, যেভাবে আমাদের দুজনের অ্যাকাউন্ট থেকে কিস্তির টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে তা একেবারে বেআইনি। এতে আমরা চরম আর্থিক বিপদে পড়েছি।’ যদিও এ ব্যাপারে ব্যাংকের আংরাভাসা শাখার ম্যানেজার সৌভিক দাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

ডিএ নিয়ে সরব

নাগরাকাটা, ২৮ মার্চ : দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে কেন্দ্রীয় সরকার অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স অনুযায়ী ২ শতাংশ হারে ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে। ডিএ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাতে স্থায়ী আদেশনামা জারি করে এই দাবিতে অল বেঙ্গল পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সরব হল। শুক্রবার সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, ‘স্ট্যান্ডিং অর্ডার থাকার ফলে অধিকাংশ রাজ্য সরকার এখন তাদের কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের দুই শতাংশ হারে ডিএ প্রদান করবে। এমন বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার ও বর্তমান সরকারের কাছে আমরা বারবার জানিয়েছি। যা এখনও অধরা। যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্যের কর্মচারীদের ডিএ ফারাক ক্রমশ বাড়ছে। এখন তা হয়ে দাঁড়াল ৩৭ শতাংশ। স্থায়ী আদেশনামা এর একমাত্র সমাধান।’

যৌন নিগ্রহে গণপিটুনি

বীরপাড়া, ২৮ মার্চ : পরিচারিকাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগে শুক্রবার বিকেলে গণপিটুনি দেওয়া হল গোপালপুর চা বাগানের এক চিকিৎসককে। বীরপাড়া থানার পুলিশ বছর সত্তরের ওই চিকিৎসককে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি করায়। যদিও অভিযুক্ত চিকিৎসক সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

পড়ন্ত বিকেলে।। জলপাইগুড়ির তিস্তা স্পারে ছবিটি তুলেছেন মেঘনা চক্রবর্তী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ছোট্ট তারা

চ্যাংমারি ডাঙ্গাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী তনয়া হালদার। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচতে ভালোবাসে তনয়া। নাচে বেশ কয়েকটি পুরস্কারও রয়েছে এই খুদের ঝুলিতে।

বোড়ো-মেচ ভাষায় প্রশিক্ষণ

মাদারিহাট, ২৮ মার্চ : মাদারিহাট ছেকামারির একটি স্কুলে পশ্চিমবঙ্গ দুলারাই বোড়ো ও মেচ সমাজের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক হয় শুক্রবার। বৈঠকে বোড়ো-মেচ ভাষায় কোচিং সেন্টার চালু নিয়ে কথা হয়। এই সেন্টার চালু হলে সেখানে কারা পড়াবেন, কোচিং নেবেন কারা সেসব বিষয় নিয়ে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়।সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিনয় নার্জিনারি জানালেন, বোড়ো-মেচ ভাষায় পড়ানোর জন্য একটি কোচিং সেন্টার চালু হবে। দশম শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পড়ুয়াদের জন্যই এই কোচিং সেন্টার। আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা এই সেন্টারে ক্লাস করতে পারবেন। পড়ানোর জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষিত বোড়ো ও মেচ শিক্ষকরা থাকবেন। প্রয়োজনে অসমের কোনও শিক্ষিত মহিলা যাঁদের এই রাজ্যে বিয়ে হয়েছে তাঁরাও রাজি থাকলে কোচিং সেন্টারে পড়াতে পারবেন।

এপ্রিলে চা নিলাম

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পুনরায় চালু হচ্ছে জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র। শুক্রবার নর্থবেঙ্গল টি অকশন কমিটিকে চিঠি দিয়ে একথা জানালেন টি বোর্ডের কন্ট্রোলার অফ লাইসেন্সিং রজনীগন্ধা শীল নস্কর। গত ৩১ মার্চ চা নিলামকেন্দ্রটি চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছিল কমিটি। কিন্তু নতুন কিছু সুপারিশ করে টি বোর্ড। এরপর এদিন টি বোর্ড নিলাম কমিটিকে প্রক্রিয়াটি পুনরায় এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে চালু করার নির্দেশ দিয়েছে। এপ্রিলের শেষে ভালোমানের চা মিলবে বলেই এমন সিদ্ধান্ত।

আমাদের ছোট নদী — প্রাণভোমরা দেবীঝোরা সংকটে

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ২৮ মার্চ : একসময় জলপাইগুড়ির ক্রান্তি ব্লকের প্রাণভোমরা ছিল দেবীঝোরা নদী। সেই প্রাণভোমরার নিজের প্রাণই আজ সংকটে। আবর্জনা জমে নাব্যতা হারিয়ে নদীটি আজ নালার আকৃতি নিয়েছে। এককালে যে নদীর ধারে পরিযায়ী পাখিদের মেলা বসত, সেই জায়গাটি ভরে গিয়েছে আবর্জনায়।

স্থানীয় বাসিন্দা শুভঙ্কর সরকার নদীর এই অবস্থার জন্য একশ্রেণির এলাকাবাসীর অসচেতনতাকে দায়ী করেছেন। তাঁর কথায়, ‘দেবীঝোরা নদীটি ক্রান্তি ব্লকের প্রাণভোমরা। অথচ একশ্রেণির মানুষের কার্যকলাপ এবং প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাবে নদীটির এই অবস্থা। এভাবে চলতে থাকলে দেবীঝোরার অস্তিত্ব একদিন মুছে যাবে। সেটা ক্রান্তির জন্য খুবই লজ্জার।’

ক্রান্তি ব্লকের অন্যতম দুই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং দেবীঝোরা প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুল দুটির সামনে দিয়ে বয়ে চলা নদীর নামে স্কুলের নামকরণ। অথচ সেই স্কুলের সামনের নদীতে রাতের অন্ধকারে, কখনো-কখনো প্রকাশ্যেই ফেলা হচ্ছে এলাকার গৃহস্থালি এবং বাজারের প্লাস্টিকজাত বর্জ্য। সবটা সবাই দেখছেন, তারপরেও নিশ্চুপ সকলে। দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকসুদ আলমের গলায় স্মৃতির সুর। বললেন, ‘অনেকদিন ধরে নদীটিকে দেখে আসছি। দেবীঝোরা আজ মৃতপ্রায়। দশ বছর আগেও স্কুলের সামনে দিয়ে নদীটি আপনবেগে বয়ে যেত।’

স্থানীয়রা জানালেন, একসময় নদীতে মিলত সুস্বাদু নদীয়ালি মাছ। পাওয়া যেত শামুক, ঝিনুক থেকে কুচো চিংড়ি, পুঁটি, বামি, গচি, খোলসে, টাকি, কুচিয়া ইত্যাদি মাছ। বছরভর জল থাকায় মৎস্যজীবীদের তখন পোয়াবারো। শুখা মরশুমে দেবীঝোরা কৃষকদের কাছে আশীর্বাদের মতো ছিল। এখন নদীতে জলও নেই, মাছও নেই। জীবিকা হারিয়ে দিনমজুরি করেছেন এলাকার মৎস্যজীবীরা। ভুজারিপাড়ার কৃষক পিংকু সরকার বলেন, ‘শীতকালে আগে নদীর জলকে ব্যবহার করে বোরো ধানের চাষ করতাম। সেসব আজ অতীত। নদীটাকে ধীরে ধীরে মেরে ফেলা হচ্ছে।’

নদী ‘খুন’

- নদীর মধ্যে অবাধে ফেলা হচ্ছে এলাকার গৃহস্থালি এবং বাজারের বর্জ্য
- নদীর ধারে এককালে পরিযায়ী পাখিদের মেলা বসলেও এখন সেখানে জমিয়ে রাখা হয়েছে আবর্জনা
- জঞ্জাল জমে নদী নাব্যতা হারিয়ে নালার আকৃতি নিয়েছে

ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে বয়ে দেবীঝোরা ফালঝোরাতে গিয়ে মিশেছে। নদীর শীতল হাওয়া খেতে ও পরিযায়ী পাখি দেখতে একটা সময় দূরদূরান্ত থেকেও অনেকে আসতেন। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় যদিও সাধারণ মানুষকে নিয়ে সচেতনতার কথা জানিয়েছেন। বললেন নদী বাঁচাতে উদ্যোগ গ্রহণের কথাও। কিন্তু তাঁর কথা কতটা কার্যকরী হবে কিংবা নদীকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রশাসন কতখানি সচেষ্ট হবে, তারই অপেক্ষায় ক্রান্তিবাসী।

তিস্তার বাঁধে রেইনকাট।- সংবাদচিত্র

বিপদের মুখে চাঁপাডাঙ্গা ও দোমোহনি

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি ২৮ মার্চ : একদিকে দীর্ঘদিনের বেহাল তিস্তার পাড়বাঁধ, অন্যদিকে, সিকিমে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে ভেসে আসা পলিতে নাব্যতা হারিয়েছে তিস্তা। এই দুইয়ের জেরে আগামী বর্ষায় ভয়ংকর বিপদের মুখে ক্রান্তি ও ময়নাগুড়ি ব্লকের চাঁপাডাঙ্গা ও দোমোহনির বিস্তীর্ণ এলাকা। ময়নাগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগের করা সমীক্ষায় এমন তথ্য নিয়ে চিন্তায় দুই ব্লকের কয়েক হাজার গ্রামবাসীর পাশাপাশি, সেচ দপ্তরও। যদিও বর্ষার আগে ওই সেচবাঁধ মেরামতের চেষ্টা চলছে বলে দাবি সেচ দপ্তরের। পাশাপাশি সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানান, তিস্তার ড্রেজিং করা নিয়ে ডিপিআর রাজ্যকে পাঠানো হয়েছে। রাজ্য এই বিষয়ে তৎপরতা শুরু করেছে। পুরো বিষয়টি রাজ্য থেকে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় কীভাবে পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে সেই বিষয়ে ময়নাগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগের তরফে সম্প্রতি এক সমীক্ষা করা হয় তিস্তার বিস্তীর্ণ এলাকায়। বিশেষ করে ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি চাত্রারপাড় ও ক্রান্তি ব্লকের বাসুসুবা এলাকায় তিস্তার ওই ভয়াবহ বন্যায় কী প্রভাব পড়েছে তা নিয়েই ময়নাগুড়ি কলেজের তরফে এই সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষায় ভয়াবহ রিপোর্ট উঠে এসেছে। ময়নাগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মধুসূদন কর্মকার বলেন, 'এই দুই এলাকার মাঝে থাকা তিস্তা নদীর বাঁধের বেহাল অবস্থা। বিভিন্ন জায়গায় রেইনকাট বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছে। বর্ষার আগে বাঁধের সংস্কার না হলে যেমন তিস্তার জল গ্রামে প্রবেশ করে ভয়ানক আকার নিতে পারে, তেমনি সিকিমের ভয়াবহ বন্যার জেরে পলি জমে তিস্তার নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে অনেকটাই। তার জেরে নদী বর্ষায় ফুলেফেঁপে বাঁধ অতিক্রম করে আসার উপক্রম দেখা দিয়েছে।' মধুসূদন জানান, কলেজের ৭০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে এই সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষার গোটা রিপোর্ট রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কাছে পাঠানো হবে। স্থানীয় বাসিন্দা রতন রায়, দীনেশ বিশ্বাস, জীবন দাস প্রমুখ জানান, বর্ষার সময় তিস্তায় যে পরিমাণ জল হয় তাতে আর দুই থেকে তিন ফুট জল বাড়লেই তিস্তার বাঁধ উপচে গ্রামে প্রবেশ করতে পারে। এটি সব থেকে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশাসনের কাছে। কারণ কলেজের যে সমীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে পলির আস্তরণ দুই থেকে তিন মিটার বাড়তি নাব্যতা কমিয়ে দিয়েছে তিস্তার। তাতে চলতি বর্ষায় বাঁধ উপচে গ্রামে নদী প্রবেশ করার আশঙ্কা রয়ে গিয়েছে। মধুসূদন বলেন, 'অবিলম্বে তিস্তায় ড্রেজিং করে তিস্তার নাব্যতা কীভাবে বাড়ানো যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে। পাশাপাশি বাঁধেরও যাতে দ্রুত মেরামত করা যায় তার উদ্যোগ নিতে হবে বর্ষার আগে।'

চিন্তার কারণ

- একদিকে দীর্ঘদিনের বেহাল তিস্তার পাড়বাঁধে বিপদের মুখে দুই এলাকা
- সিকিমে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে ভেসে আসা পলিতে নাব্যতা হারিয়েছে তিস্তা
- বর্ষায় তিস্তায় আর দুই থেকে তিন ফুট জল বাড়লেই বাঁধ উপচে গ্রামে প্রবেশের আশঙ্কা
- এটাই সব থেকে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশাসনের কাছে

গাড়ি আটকানোয় পথ অবরোধ

চা শ্রমিকদের প্রশ্নে বিব্রত পুলিশ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৮ মার্চ : আইন নাকি মানবিকতা? কোনটা বেশি প্রয়োজনীয়? মানবিকতা দেখলে লঙ্ঘিত হচ্ছে আইন। আবার আইন মানলে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে রুজিরুটি। বাদুড়ঝোলা হয়ে রোজ এক বাগানের শ্রমিকরা অন্য বাগানে কাজ করতে যান। শুক্রবার পুলিশ আটকালে পথ অবরোধ করেন তাঁরা। প্রাণের ঝুঁকি তো রয়েছে, কিন্তু কাজে না গেলে মজুরি মিলবে না। তাহলে সংসার চলবে কী করে, শুক্রবার নাগরাকাটার মহাদেব মোড়ে এই প্রশ্নটাই তুললেন শ্রীমতী ওরাওঁ, রেখা মাহালিরা।

শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়া পিকআপ ভ্যানকে আটকে দিচ্ছে পুলিশ।

ডুয়ার্সের অচল এবং রুগ্ন চা বাগানের শ্রমিকরা অন্য বাগানে বিঘা বা অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করতে যান। এই শ্রমিকদের একাংশই মহিলা। রোজ ট্র্যাক্টর, পিকআপ ভ্যান কিংবা ট্রাকে ঠাসাঠাসি করে কাজে যান। এদিনও মহাদেব মোড় হয়ে চম্পাগুড়ির দিকে তিন-চারটি পিকআপ ভ্যানে করে শ্রমিকরা যাচ্ছিলেন। দেখতে পেয়ে গাড়িগুলিকে আটকান নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার। চালকদের বকাঝকাও করেন। এরপরই শ্রমিকরা রাস্তার ওপর বসে পড়েন। কাজে না গেলে একদিনের মজুরি কে দেবে, এই প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ দেখান তাঁরা। কেন্দ্রের ভারী শিল্পমন্ত্রকের আওতাধীন অ্যান্ড্রিউ ইউলের বানারহাট চা বাগানের শ্রমিক মানসী ওরাওঁ বলেন, 'যেখানে বাড়ি সেই বাগানে মজুরি কবে হবে তার ঠিক নেই। তাই বাধ্য হয়ে অন্য বাগানে যেতে হয়। সাধ করে কি আর পিকআপ ভ্যানে ঝুলে আসি? তাহলে অন্য কোনও ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক।' একই কথা বললেন কাঁঠালগুড়ির শ্রীমতী ওরাওঁ।

এদিকে, রাস্তা অবরোধের জেরে ধীরে ধীরে যানজট বাড়তে থাকে। এদিন আবার নাগরাকাটায় হাটবার ছিল। পুলিশ শ্রমিকদের বোঝালেও কেউ তাতে কর্ণপাত করতে রাজি ছিলেন না। কাঁঠালগুড়ির রেখা মাহালির কথায়, 'আমরা গরিব মানুষ। নিজেদের বাগান অচল। অন্য জায়গায় কাজ করতে না গেলে বাচ্চাদের মুখে দু'মুঠো খাবার দিতে পারব না।'

অচল, রুগ্ন চা বাগানের পাশাপাশি বস্তি এলাকা থেকেও এখন মহিলারা বিঘাশ্রমিকের কাজ করতে যাচ্ছেন। যেমন নাথুয়ার সোমারি ওরাওঁ। তিনিও এদিন পিকআপ ভ্যানে বাদুড়ঝোলা হয়ে বিঘাশ্রমিকের কাজ করতে যাচ্ছিলেন। সোমারি বলেন, 'বাড়িতে ছেলেপুলে আছে। তাদের খাওয়াদাওয়া, লেখাপড়ার খরচ জোগাতে হয়। শুধু শুধু এভাবে গাড়ি আটকে দেওয়ার আগে পুলিশের উচিত বাকি বিষয়গুলিও ভেবে দেখা।'

যে বাগানে শ্রমিকরা কাজ করতে যাচ্ছিলেন, সেখান থেকে এদিনের মজুরি মিলবে, এই আশ্বাস পেয়ে ঘণ্টা দুয়েকের অবরোধ ওঠে। পরে ওই বাগানে গিয়ে কাজ করেন তাঁরা। বাগান পরিচালকদের এক কর্তা বলেন, 'অনেক দেরিতে এলেও সবাইকে কাজে নেওয়া হয়। মজুরিও দেওয়া হবে।'

নাগরাকাটা থানার আইসি অবশ্য এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানালেন। তাঁর কথায়, 'শ্রমিকদের বিষয়টি সবসময়েই মানবিক দিক থেকেই দেখা হয়। তবে জীবন হাতে নিয়ে এভাবে যাতায়াত একেবারেই ঠিক নয়। বিষয়টি চূড়ান্ত বেআইনি। সেকথাই এদিন ওই গাড়িচালকদের বলা হয়।'

বিক্ষোভ

- এদিন মহাদেব মোড় হয়ে চম্পাগুড়ির দিকে তিন-চারটি পিকআপ ভ্যানে শ্রমিকরা কাজে যাচ্ছিলেন
- দেখতে পেয়ে গাড়িগুলিকে আটকে চালকদের বকাঝকা করেন নাগরাকাটা থানার আইসি
- কাজে না গেলে একদিনের মজুরি কে দেবে, এই প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা

বসানো হল র‌্যাম্বলার স্ট্রিপ

চালসা, ২৮ মার্চ : পশ্চিম ডুয়ার্সের জনবহুল চালসা এলাকায় দুর্ঘটনা রোধে ব্যবস্থা নিল মেটেলি থানার পুলিশ। শুক্রবার মেটেলি থানার পুলিশ চালসা সহ সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য র‌্যাম্বলার স্ট্রিপ বসায়। চালসা গোলাই, আপার চালসা সহ সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে এদিন গতি নিয়ন্ত্রণ র‌্যাম্বলার স্ট্রিপ লাগানো হয়। এদিন মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচা ও মেটেলি ট্রাফিক ওসি হুমেশ্বর পালের তত্ত্বাবধানে গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় সড়কে র‌্যাম্বলার স্ট্রিপ বসানো হয়। এর ফলে দুর্ঘটনা কমবে বলে মনে করছে পুলিশ।

স্বাস্থ্য শিবির

নাগরাকাটা, ২৮ মার্চ : ভারতীয় সেনার তরফে বানারহাটের গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানের বরা লাইন প্রাথমিক স্কুলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার আয়োজিত ওই শিবিরে ১০৮ জন পড়ুয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনির হাসপাতালের চিকিৎসকরা। শিশুদের চোখ, কান, দাঁত সহ শারীরিক সমস্যা চিহ্নিত করে ওষুধপত্র দেওয়া হয়।

হোটেলের কাজে পুনে গিয়ে নিখোঁজ

মালবাজার, ২৮ মার্চ : হোটেলের কাজে যোগ দিতে মহারাষ্ট্রের পুনেতে গিয়ে নিখোঁজ নেওড়াঝোরা চা বাগানের প্রাক্তন চা শ্রমিক ওকলু দিহারী (৫৫)। সূত্রে খবর, গত ১৬ মার্চ এনজেপি স্টেশন থেকে রাতের ট্রেনে ওকলু দুই ব্যক্তির সঙ্গে রওনা দিয়েছিলেন পুনের উদ্দেশে।

১৮ মার্চ সন্ধ্যায় তাঁরা তাঁদের গন্তব্য পুনের ছাকান সন্তোষনগর এলাকায় একটি হোটেলে পৌঁছান। ১৯ মার্চ সারাদিন সংশ্লিষ্ট হোটেলের কর্মচারীদের সঙ্গে নিজেদের কাজ বুঝে নেন তাঁরা। পরবর্তীতে বিশ্রাম নিতে তাঁরা থাকার জায়গায় পৌঁছান। পরদিন ঘুম থেকে ওঠার পর ওকলুকে খুঁজে না পেয়ে তাঁর সঙ্গীরা হোটেল মালিককে খবর দেন।

এরপর সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলে দেখা যায়, ভোরে একটি ফুলপ্যান্ট ও স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ওকলু হোটেলের গেট খুলে রাস্তার দিকে চলে যান। পরবর্তীতে দেরি না করে তাঁর সহকর্মীরা ছাকান থানায় মিসিং ডায়েরি করেন।

ওকলুর ছেলে সুমন দিহারী বলেন, 'বাবার খোঁজে আমরা ছাকান থানায় ফোন করেছিলাম, তারা বলছে তদন্ত চলছে। আমাদেরকেও এলাকায় খোঁজখবর নিতে এবং মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে ওরা। বাবা অনেকদিন থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছেন।'

বস্তার ওপর সওয়ারি। শুক্রবার ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে চালসার কাছে অনুপ সাহার তোলা ছবি।

স্কুল চত্বরে বসছে মদ-জুয়ার আসর

নিরাপত্তাহীনতায় কমছে ছাত্রী

গয়েরকাটা, ২৮ মার্চ : চোদ্দো বছর আগে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২০০। তবে কমতে কমতে বর্তমানে সেই সংখ্যাটা এসে দাঁড়িয়েছে ১৭-তে। কেউ বলছে শিক্ষকের অভাবে অভিভাবকরা পড়ুয়াদের দুরামারি গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুলে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করছেন, আবার কারোর যুক্তি, ওই স্কুলে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা রয়েছে। যদিও শিক্ষকের সমস্যা দ্রুত সেখানে মিটতে চলেছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে একজন শিক্ষিকা ওই স্কুলে যোগ দিয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যে আরেকজন যোগদান করবেন বলে স্কুল সূত্রেই জানা গিয়েছে। তবে ওই স্কুলে যে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে, তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। শুরু থেকেই স্কুলটির সীমানা প্রাচীর নেই। ফলে সন্ধ্যা নামতেই সেখানে অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু হয়। মদের আসরও বসছে বলে অভিযোগ। ওই স্কুলে গেলেই দেখা যাবে মাঠে তাস ও বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যের প্যাকেট পড়ে রয়েছে। আর রাত বাড়তেই স্কুল চত্বরে বহিরাগতদের আনাগোনা শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম মণ্ডলের কথায়, 'স্কুলটি তৈরির পর প্রায় ১৪ বছর হয়ে গেলেও কেন প্রাচীর তৈরি হল না তা জানি না। অত্যন্ত দুঃখজনক। অভিভাবকরা ছাত্রীদের স্কুলে পাঠাতে ভরসা পাচ্ছেন না।'

প্রাচীর না থাকার কারণে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বলে স্বীকার করছেন স্কুলের টিচার ইনচার্জ রিনা সিং। তিনি বলেন, 'আমি বিষয়টি উপর মহলে জানিয়েছি।'

এদিকে, স্কুলে সীমানা প্রাচীর তৈরির ব্যাপারে বারবার প্রশাসনের কাছে আবেদন জানালেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। যদিও ধূপগুড়ি পশ্চিম মণ্ডলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজদীপ সরকার বলেন, 'স্কুলের প্রাচীর না থাকার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করি সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে।'

২০১০ সালে তৈরি শালবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুরামারি গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুল দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সমস্যায় ভুগছে। এতদিন মাত্র একজন শিক্ষক দিয়েই স্কুল চলছিল। ফলে পড়াশোনা রীতিমতো লাটে উঠেছে। তার ওপর নেই সীমানা প্রাচীর। এর আগে বহুবার স্কুলে অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে প্রাচীর নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এলাকার বাসিন্দা প্রধানচন্দ্র রায় বলেন, 'দুরামারি গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুলে অবশেষে শিক্ষক সমস্যা মিটতে চলেছে। তবে এই স্কুলে রাতে মদ-জুয়ার আসর বসে। এগুলি বন্ধ করার পাশাপাশি স্কুলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণে উদ্যোগ নিক প্রশাসন।'

জয়ন্তকে তোপ খগেশ্বরের

বেলাকোবা, ২৮ মার্চ : দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ! কংক্রিটের নতুন সেতু পেতে চলেছে বেলাকোবার শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেববাড়ি এবং ঘাউরিপাড়া। শুক্রবার নারকেল ফাটিয়ে সেতু দুটির কাজের শিলান্যাস করেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। সেখানে বেলাকোবার ৭ নম্বর রেলগেট নিয়ে বিজেপির সাংসদ জয়ন্ত রায়কে তোপ দাগলেন তিনি।

শিকারপুরের সাহেববাড়িতে তালমা নদীর ওপরের লোহার সেতুটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি মেনে রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে কংক্রিটের সেতু। অন্যদিকে, ঘাউরিপাড়ায় চাওয়াই নদীর ওপর আরেকটি সেতুর শিলান্যাস করলেন বিধায়ক সহ অন্যরা। প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুটি তৈরি হতে দু'বছর লাগবে বলে জানালেন খগেশ্বর। বেলাকোবা বাজারে ৭ নম্বর রেলগেটটি প্রতি ১০ মিনিট অন্তর বন্ধ হয়। যানজট এড়াতে সেখানে ওভারব্রিজের দাবি অনেকদিনের। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়কে কটাক্ষ করলেন খগেশ্বর। তাঁর কথায়, 'রেলগেট পড়লে অ্যাম্বুল্যান্স থেকে বাইক, টোটো, সবই আটকে যায়। বারবার সমস্যার কথা জানানোর পরেও সাংসদ কোনও উদ্যোগ নিচ্ছেন না।'

বিধায়কের কটাক্ষকে উড়িয়ে জয়ন্ত বলেন, 'আমি কথা বলি না, কাজ করি।' তাহলে রেলগেটের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না কেন? তাঁর সাফাই, সমস্যা সমাধান করতে সকলে একমত হচ্ছেন না।

বধূর মৃত্যুতে রিলস-রহস্য

স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া, খুনের অভিযোগ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৮ মার্চ : বিয়ে হয়েছে এক বছরও হয়নি। দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বাও ছিলেন প্রিয়াংকাকুমারী বৈঠা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শ্বশুরবাড়িতেই একটি ঘরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখা যায় তাঁকে। আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় ওই বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে। মৃতদেহের গায়ে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে অভিযোগ বধূর পরিবারের। খুন করা হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন তাঁরা। তবে এই বিষয়ে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

শ্বশুরবাড়ির লোকজন বলছেন, এই ঘটনার পিছনে দাম্পত্য কলহই মূল কারণ। বছর চব্বিশের ওই তরুণীর রিলস বানানোর অভ্যাস ছিল। ঘটনার দিন সকালে তা নিয়ে স্বামী সঞ্জীবকুমার বৈঠার সঙ্গে তাঁর ঝগড়াও হয়। তারপর যদিও মান ভাঙানোর চেষ্টা করেছিলেন স্বামী। তারপরেও মানসিক অবসাদেই হয়তো এই পথ বেছে নিয়েছেন সেই বধূ। স্বামীর দাদা বলেন, 'মোবাইলে ভিডিও বানানো নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অল্প কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তা থেকেই এত বড় ঘটনা ঘটে গেল কি না, বুঝতে পারছি না।' মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব বর্মন বলেন, 'ওই বধূর মৃত্যু নিয়ে লিখিত অভিযোগ পাইনি। ময়নাতদন্তের রিপোর্টও আসেনি। তাই মৃত্যুর কারণ বলা সম্ভব নয়।'

সেই বধূ আদতে বিহারের বাসিন্দা। বিয়ের পর জংশনে শ্বশুরবাড়িতে থাকছিলেন। একমাত্র মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে বিহার থেকে ওই বধূর পরিবারের লোকজন আলিপুরদুয়ারে চলে এসেছেন। এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে গিয়ে মেয়ের মৃতদেহ দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। বধূর এক দাদা অরুণকুমার বৈঠা জানান, বৃহস্পতিবার সকালে বাপের বাড়িতে ফোন করে প্রিয়াংকা একটা সমস্যার কথা বলে। তারপর আর ফোন করেনি। তার কয়েক ঘণ্টা পরে মৃত্যুর খবর শুনতে পান তাঁরা। অরুণের প্রশ্ন, 'আত্মহত্যা করলে আঘাতের চিহ্ন কেন রয়েছে?'

চিকিৎসকরাও আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। তবে কীসের আঘাত তা স্পষ্ট করে বলতে পারেননি কেউ। বধূর শ্বশুরবাড়ির লোকজন জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে রিলস বানানো ও অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তরুণীর মোবাইল তখন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। পরে আবার স্ত্রীর মান ভাঙাতে চকোলেট নিয়ে আসেন সঞ্জীব। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ওই বধূ ঘরে ছিলেন আর সঞ্জীব ফুটবল খেলতে মাঠে চলে যান। বিকেলে চা খাওয়ার জন্য ডাকতে গিয়ে এক জা প্রিয়াংকাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান বলে জানান। তারপর

তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। আলিপুরদুয়ার রেল হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয় বলে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দাবি। তবে বাঁচানো যায়নি। রিলসকে কেন্দ্র করে এমন ঘটনার কথা সামনে আসায় শহরে চর্চা শুরু হয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট নাগরিক প্রমোদ নাথ বলেন, 'তরুণ-তরুণীদের মধ্যে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিওর প্রতি আলাদা আবেগ তৈরি হয়েছে। অনেক সময় তা বাড়াবাড়ির জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। সমাজে তার কুপ্রভাব পড়ছে।'

যা ঘটেছে

- বছর চব্বিশের ওই তরুণীর রিলস বানানোর অভ্যাস ছিল
- বৃহস্পতিবার সকালে তা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়
- তারপর যদিও মান ভাঙানোর চেষ্টা করেছিলেন স্বামী
- সেদিন বিকেলে ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ মেলে সেই বধূর

বাজারে খুশির মেজাজ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৮ মার্চ : দুর্গাপুজো ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় বাজারে সেভাবে বিক্রিবাটা হয় না। তবে এবার ইদ ও চৈত্র সেল উপলক্ষ্যে চাঙ্গা ধূপগুড়ির বাজার থেকে শুরু করে শপিং মল। দুই উৎসবের জোড়া ঠেলায় ভিড় উপচে পড়ছে। বিশেষ করে পোশাকের বাজারে ভিড় চোখে পড়ার মতো। কোথাও দেদারে বিক্রি হচ্ছে ইদের টুপি। আবার কোথাও পয়লা বৈশাখের জন্য শাড়ি-পাঞ্জাবি কেনার হিড়িক। এতে চওড়া হাসি ব্যবসায়ীদের মুখে। ধূপগুড়ি কাপড়পট্টির ব্যবসায়ী সুশান্ত বসাক বলেন, 'বাজারে ক্রেতাদের আনাগোনা বেড়েছে। এবছর ইদের বাজার বেশ ভালো। তার ওপর চৈত্র সেলের জন্য ব্যবসা ভালোই হচ্ছে।'

ধূপগুড়ি কাপড়পট্টিতে পসরা সাজিয়ে বিক্রেতারা।

ইদ এবং চৈত্র সেলের একসঙ্গে পড়ায় ব্যবসায়ীরাও সেভাবে জিনিসপত্র রেখেছে দোকানে। শহরের এক দোকানের ম্যানেজার রবি কুমার বলেন, 'দিনের বেলাতেও ভালো ভিড় থাকছে। শিশু এবং মেয়েদের পোশাকের চাহিদা বেশি। অনেকে আবার এই সুযোগে গরমের নতুন কালেকশনও ট্রাই করছেন।'

পোশাকের পাশাপাশি গৃহস্থালির জিনিসের বাজারে চাহিদা রয়েছে। ইদ ও পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে অনেকে অফারও দিচ্ছেন। সেই সুযোগে গরমের মুখে ফ্রিজ, এসি সহ টিভি এবং অন্যান্য গৃহস্থালির সামগ্রীর বিকিকিনি বেড়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানদার অসিত দত্তের কথায়, কিছু কোম্পানিও ইদ উপলক্ষ্যে বিশেষ প্যাকেজ দিচ্ছে। আমরাও গ্রাহক ধরতে সেটা প্রোমট করছি। সব মিলিয়ে ব্যবসায় ভালো সাড়া পড়ছে।

৫১ পীঠের দেবীরূপ দর্শনের সুযোগ

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ২৮ মার্চ : আজ, শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে সাতকুড়া ত্রিস্রোতা মহাপীঠের বার্ষিক উৎসব। এদিন দক্ষিণ বেরুবাড়ির গর্তেশ্বরী ও গর্ভেশ্বরী মন্দির (ভ্রামরী দেবী) সংলগ্ন রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পুজো ও নামসংকীর্তনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হবে। ত্রিস্রোতা সতীপীঠে এবছরের বিশেষ আকর্ষণ ৫১ শক্তিপীঠের দেবীরূপ দর্শন। রবিবার সতীর প্রতিটি রূপের আলাদা আলাদা মূর্তি বসানো হবে। সঙ্গে চণ্ডী মহাযজ্ঞের উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন করবেন মেখলিগঞ্জে রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গৌরাঙ্গানন্দ। উৎসব চলবে ১০ দিন।

উৎসব কমিটির তরফে সারদাপ্রসাদ দাস জানান, বৃহস্পতিবার ত্রৈমাসিক পত্রিকা ত্রিস্রোতা ভূমি ও সতীর ৫১ পীঠ নিয়ে লেখা গ্রন্থের আবরণ উন্মোচন করা হবে। এছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। মন্দির কমিটির তরফে অন্নকান্ত দাস জানান, আগামী শনিবার কুমারীপুজো অনুষ্ঠিত হবে। রবিবার চণ্ডী মহাযজ্ঞের সমাপ্তি হবে। সোমবার মিলনমেলার সমাপ্তি ঘটবে। এরপর ত্রিবেণি সংগমে যজ্ঞভস্ম বিসর্জনের মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা আছে মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, জলপাইগুড়ির বিধায়ক প্রদীপ বর্মা, এসজিডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন প্রমুখের।

তৈরি করে রাখা হয়েছে শক্তিপীঠের বিভিন্ন মূর্তি।

> আজও অনেক মানুষ সতীর ৫১টি রূপ দর্শনের সুযোগ পাননি। এবার তাঁরা একত্রে সতীর সেসব রূপ দর্শনের সুযোগ পাবেন।
>
> **-অন্নকান্ত দাস** *উপপ্রধান, দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত*

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সাতকুড়া বাজার থেকে প্রায় দেড় কিমি দূরে গর্তেশ্বরী মন্দির। এই মন্দিরকে ঘিরে বহু লোককথাই প্রচলিত আছে। স্থানীয়দের মতে, ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম এই ত্রিস্রোতা মহাপীঠ। দেবী এখানে গর্তেশ্বরী নামে পরিচিতা। এখানে গর্তেশ্বরী ও গর্ভেশ্বরী নামে দুটি মন্দিরে দেবীর পুজো হয়। আগে কাঁচা মন্দিরে পুজো হত। এখন দুটি স্থায়ী মন্দির হয়েছে। স্থানীদের দাবি, কষ্টিপাথরের তৈরি দেবীর মূর্তি মাটি ভেদ করে ওপরে উঠে আসে। তাতে আজও পুজো চলে।

উৎসব কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হরিশচন্দ্র রায়, সুব্রতকুমার ঘোষ জানান, মন্দিরের বার্ষিক পুজোকে কেন্দ্র করে দূরদূরান্ত থেকে বহু পুণ্যার্থী এখানে আসেন, পুজো দেন। এবছর ৫১ শক্তিপীঠের মূর্তি দর্শনে ভালো ভিড় হবে বলে মনে করছে মন্দির কমিটি। দক্ষিণ বেরুবাড়ির পঞ্চায়েত উপপ্রধান অন্নকান্ত দাস বলেন, 'আজও অনেক মানুষ সতীর ৫১টি রূপ দর্শনের সুযোগ পাননি। এবার তাঁরা একত্রে সতীর সেসব রূপ দর্শনের সুযোগ পাবেন।' বেরুবাড়ির জমিতে এধরনের উদ্যোগ ধর্মীয় পর্যটনের প্রসারে নতুন মাত্রা আনবে বলে প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায়ের দাবি।

গেট মিটিং

ক্রান্তি, ২৮ মার্চ : বকেয়া মজুরি, পিএফ, গ্র্যাচুইটি, শ্রমিক আবাসন সংস্কার, হাসপাতালের সুবিধা, স্কুল বাস পরিষেবা সহ বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে শুক্রবার গেট মিটিং করলেন ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কৈলাসপুর চা বাগানের শ্রমিকেরা। জীবন কুজুর নামে এক শ্রমিক বলেন, 'চা বাগান পরিচালন কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিলেও দুই পাক্ষিক মজুরি আটকে রেখেছে। এছাড়াও দু'বছর ধরে পিএফের টাকা কেটে নিলেও ওই টাকা জমা করা হয়নি।' দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিকেরা।

বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে ফরিয়াজ হোসেন বলেন, 'অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দাবিদাওয়া পূরণে চেষ্টা করা হবে। আন্দোলন কোনও সমস্যার সমাধান নয়। চা শিল্প বাঁচাতে শ্রমিক ও মালিক সমন্বয় জরুরি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা প্রদীপ দাস - কে 30.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 34K 16793 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার অনেক প্রতিবেশী এবং বন্ধুরা সৌভাগ্যবান, যে তারা লটারির মাধ্যমে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছে। আমিও এখন কোটিপতি হয়ে গেছি এবং এটা আমাকে অত্যন্ত খুশি করেছে, কারণ আমি জানি এখন থেকে আমার জীবনযাপন উর্ধ্বমুখী হবে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০৮ সংখ্যা, শনিবার, ১৫ চৈত্র ১৪৩১

বিভেদ বনাম একতা

দুটি পরস্পরবিরোধী ঘটনা। প্রথমটি ঘটেছে দেশের বাইরে, বিলেতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। অপরটি কেরলের ওয়েনাডে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ হলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সামাজিক বিকাশ- পশ্চিমবঙ্গে মেয়ে, নাবালিকা এবং নারীদের ক্ষমতায়ন' বিষয়ে বক্তৃতা চলাকালীন পাঁচ-ছ'জন আরজি কর, যাদবপুর, সিঙ্গুর ইত্যাদি ইস্যুতে স্লোগান দেন, বিক্ষোভ দেখান।

মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত শান্ত এবং সংযতভাবে সেই বিক্ষোভ সামাল দেন। তিনি বিক্ষোভকারীদের বাম, অতিবাম, গেরুয়া শিবিরের বললেও তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। তবে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই স্বীকার করেছে, ওই বিক্ষোভে তাদের সদস্যরা ছিলেন। স্লোগান এবং পোস্টার তুলে বিক্ষোভ দেখানোর বেশি আর কিছু করেননি তাঁরা। বরং মমতার অবিচল মানসিকতা এবং কেলগ হলে উপস্থিত অন্য দর্শকদের আপত্তিতে শেষমেশ তাঁরা রণে ভঙ্গ দেন।

অন্যদিকে, ওয়েনাডে বন্যা এবং ভূমিধসে বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন দিতে একইদিনে একটি টাউনশিপ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। ওই অনুষ্ঠানে সিপিএমের অন্য নেতা-মন্ত্রীদের পাশাপাশি হাজির ছিলেন ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এবং কেরলের বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীশন। রাজনৈতিক মতবিরোধ দূরে সরিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের স্বার্থে পিনারাই এবং প্রিয়াংকার একমঞ্চে থাকা কেরল তো বটেই, দেশের রাজনীতিতে একটি ইতিবাচক দিক।

মমতার সঙ্গে যা ঘটেছে, সেটা কাম্য নয়। ব্রিটেনের মাটিতে তিনি শুধু পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেননি। ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বক্তৃতা দিয়েছেন। সেখানে অন্য অতিথিদের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিড়ম্বনায় ফেলার চেষ্টা করে বিক্ষোভকারীরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করেছেন। তাতে বিদেশের দরবারে বাংলা তথা ভারতের ভাবমূর্তিতেই কালির ছিটে লেগেছে।

তৃণমূল নেত্রী পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন, বিক্ষোভকারীরা রাজনীতি করতে চাইলে বাংলায় নিজেদের দলকে শক্তিশালী করুন। পারলে তাঁকে স্পর্শ করার চ্যালেঞ্জও ছিল তাঁর মুখে। এতে বিক্ষোভকারীরা নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ডের অপমান করছেন বলেও মন্তব্য করেন। রাজনৈতিক কারণে সিপিএম বা বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ স্বাভাবিক। কিন্তু সবকিছুর মতো রাজনীতিতে স্থান, কাল-পাত্রের জ্ঞান থাকা উচিত। যা এ রাজ্যে শাসক বা বিরোধী, কেউই মাথায় রাখে না।

কেরলে সিপিএম এবং কংগ্রেস চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাজ্য রাজনীতিতে কেউ কাউকে একচুল জমি ছাড়ে না। বহুক্ষেত্রে সিপিএম-কংগ্রেসের মধ্যে রক্তারক্তিও ঘটে। কিন্তু আমজনতার স্বার্থে যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য দূরে সরিয়ে একমঞ্চে আসা যায় সেটা, কেরলের শাসক ও বিরোধী শিবির দেখিয়ে দিল। পিনারাই এবং প্রিয়াংকার একমঞ্চে আসার আগেও ওয়েনাডের মানুষের পুনর্বাসন এবং কেরলের বিভিন্ন স্বার্থে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ এবং সিপিএমের নেতৃত্বাধীন এলডিএফের যৌথভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করার নজির আছে।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সংসদের বাইরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিক্ষোভও দেখিয়েছে তারা। কেরল যা পারে, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার কারবারিরা তা যেন স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। বামফ্রন্ট জমানা থেকেই আমরা-ওরা ভেদাভেদ ছিল। এখন তা বিষবৃক্ষের চেহারা নিয়েছে। ওই বিরোধিতার সুর সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের বিলেতেও ধ্বনিত হল। অক্সফোর্ডে ওই বিক্ষোভ প্রদর্শন যতটা অনাকাঙ্ক্ষিত, ততটাই সমালোচনার যোগ্য এই রাজ্যে বিভিন্ন দলের রাজনীতির রং দেখে কাজ করা।

রাজ্য সরকারের কোনও অনুষ্ঠানে বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয় না। জানানো হলেও অনেক ক্ষেত্রে সেই অনুষ্ঠান এড়িয়ে যায় বিরোধী শিবির। উলটোটা ঘটে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুষ্ঠানে। প্রত্যেক নাগরিক তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও পছন্দ অনুযায়ী যে কোনও দলকে সমর্থন করতে পারেন। দলমতনির্বিশেষে সকলে রাজ্যের উন্নয়ন এবং প্রগতি চান। কিন্তু শিষ্টাচার, সৌজন্য, পারস্পরিক সম্মানপ্রদর্শন এবং বাংলা তথা বঙ্গবাসীর স্বার্থ যে সবার ওপরে, সংকীর্ণ রাজনৈতিক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সেই কথাটি ভাবতে দেখা যায় না এই রাজ্যে।

অমৃতধারা

ভগবানের নামই সত্য,নামই শান্তি, নামই আনন্দ, নামেই আশ্রয় লইলে অপ্রাপ্ত কিছুই থাকে না, কোথাও তীর্থে যাইতে হয়না। বেদপুরাণগত সুখ দুঃখও থাকে না। সর্বদা আনন্দ প্রকাশ করিয়া অহেতু ভক্তি নামের রুচি প্রদান করিয়া থাকেন। কর্তাভিমানীর কর্মাদির দ্বারা যাহা কিছু সুখ দুঃখাদি লাভ হয় তাহা সকলি অস্থায়ী, ভগবৎ পদ দিতে পারে না। অতএব সর্বদা নাম করিবেন, মনের শান্তি অশান্তির দিকে লোভ রাখিবেন না, নামেই আপনাকে এই সুখ দুঃখ সংসার সাগরের তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিবেন।

-শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর

যে রঙ্গ আজ জীবনের আবশ্যিক অঙ্গ

সুশান্ত রাজপুতের আত্মহত্যার মামলা সরকারিভাবে 'ক্লোজড'। মিডিয়া ট্রায়ালে মিথ্যা ছড়ানোর মুখগুলো থামবে না।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ওই রাজপুত নায়ক অকালে মারা যাওয়ার পর দেশসুদ্ধ সবাই এমন লক্ষ লক্ষ তত্ত্বকথা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, মনে হয়েছিল, আর তো চিন্তা নেই রে!

মনে হয়েছিল, ব্যোমকেশ, ফেলুদা, কিরীটি, কাকাবাবু বা দীপক চ্যাটার্জি আবার হাজির হয়ে গিয়েছেন। শুধু ঝপ করে রিয়া চক্রবর্তী নামে এক বাঙালি তরুণীকে ধরে ফেললেই হল। সে-ই মেরে ফেলেছে প্রেমিকপ্রবর সুশান্ত সিং রাজপুতকে। ভিনরাজ্যের চ্যানেল, কাগজে বলা হচ্ছিল, রিয়া মেয়েটি ডাইন।

কোভিডের নিঃস্তব্ধতায় ওই সময়টা অধিকাংশ চ্যানেলের অ্যাঙ্কাররা হয়ে উঠেছিলেন বিচারক। শুধু সূত্রকে উদ্ধৃত করে খবর করায় পুলিৎজার পাওয়ার দাবিদার তাঁরা। পোস্টমর্টেমে সবার কাঠগড়ায় ছিলেন রিয়া। সুশান্ত সিং রাজপুতের পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, আত্মহত্যা। সিবিআই, বিহার পুলিশ, ইডি সবাই একসঙ্গে নেমে উলটো প্রমাণ করতে পারেনি। খুনের প্রমাণ না। খুনে প্ররোচনার প্রমাণ না। কোটি কোটি টাকা চুরির প্রমাণ না। ড্রাগাসক্ত প্রেমিককে নেশার জিনিস জোগাড় করে দেওয়ার জন্য জেলে যেতে হয়েছিল রিয়াকে।

সেসময় একটা লেখা লিখেছিলাম, যার শিরোনাম—'রিয়ার জেল মানে কিন্তু সুশান্তেরই জেল'। রাতারাতি সুশান্ত ভক্ত হয়ে ওঠা মানুষের গালাগালের স্রোত আগ্নেয়গিরির লাভা হয়ে তখন নেমেছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। নিরপরাধ ছেলেটিকে খুন করা হল, আর তাঁকে এত ব্যঙ্গ? হঠাৎ কিছু রাজনীতিক ও অভিনেতা সামাজিক মাধ্যমে বিস্তৃত বলতে থাকেন, কীভাবে খুন করা হয় সুশান্তকে।

দিন যায়, রাত যায়। কোনও প্রমাণ নেই। তবু রিয়ার মুক্তি নেই। সেইসব গবেষক মুখগুলো নীরব হয়ে যায় হঠাৎই। আরেকটা লেখা লিখেছিলাম তখন। শিরোনাম—সুশান্তের মৃত্যুরহস্যে পড়ে আছে শোলে-র সেই অমর সংলাপ। সেই সংলাপ, যেখানে একে হাঙ্গল বলেছিলেন, 'ইতনা সন্নাটা কিঁউ হ্যায় ভাই?' কেন এত নীরব নির্জনতা? ততদিনে রিয়া এবং তাঁর ভাই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়েছেন। বেকসুর খালাস। প্রমাণের অভাবে।

২২ মার্চ সুশান্ত রাজপুতের মামলাটি সিবিআই সরকারিভাবে 'ক্লোজড' করে দেওয়ায় ওইসব স্বঘোষিত ব্যোমকেশ, ফেলুদের মনে পড়ছিল। এবং মনে ঘুরছিল আর একটা প্রশ্ন—যারা দিনের পর দিন মিথ্যা তত্ত্ব প্রচার করে গিয়েছেন টিভিতে, কাগজে, সোশ্যাল মিডিয়ায়—তাঁদের কি কোনও শাস্তি হবে? সোশ্যাল মিডিয়ায় এবার নাকে খত দেবেন? তাঁরা তখন ক্রমাগত বলে যেতেন, রিয়াই খুনি, রিয়াই খুনি। রিয়াকে ডাইন বানিয়ে, বাঙালি মেয়েদের ডাইন বানিয়ে দিয়েছিল ভিনরাজ্যের অনেক মিডিয়া।

এসব ক্ষেত্রে যা হয়, যা হয়ে থাকে- বিজেপির এক এমএলএ হালকা গলায় বলেছেন, 'সেসময় তো উদ্ধব ঠাকরের সরকারই সব প্রমাণ নষ্ট করে দিয়েছে! প্রমাণ হবে কী করে?' অন্যরা সায় দিতেও পারেননি। নইলে তো সিবিআইয়ের আরও লজ্জা।

উঁকি দিচ্ছিল আর একটা প্রশ্নও। এইভাবে কত নির্দোষ লোককে আমরা নির্দ্বিধায় অপরাধী বানিয়ে চলেছি? রিয়া এবং রিয়ার মতো পরিবারের সবাইকে দীর্ঘদিন যত ট্রমার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, তার খেসারত কে দেবে? বিদ্বেষের আঁতুড় হয়ে ওঠা বাংলাদেশে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে 'মব কালচার'। একজনকে বেআইনিভাবে গণপিটুনিতে হত্যা করা। এখানে টিভিতে প্রতিদিন বসে এমনই এক শব্দহীন 'মব লিঞ্চিং'। সেটা আসলে মিডিয়া ট্রায়াল। কলতলার ঝগড়ুটেরা একদিক দিয়ে গোয়েন্দা, অন্যদিক দিয়ে বিচারক।

বাংলাদেশের 'মব গ্যাদারিং' এবং ভারতের 'মিডিয়া ট্রায়াল' একদিক দিয়ে এক। প্রথম ক্ষেত্রে শরীরে অজস্র রক্ত ঝরে নিরপরাধদের। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হৃদয়ে রক্ত ঝরে নিরপরাধদের। এক বাঙালি তরুণী নেশাসক্ত মানসিক রোগী তরুণকে ভালোবেসেছিলেন, এটাই কি তাঁর অপরাধ?

সুশান্তের ঘটনার প্রেক্ষাপটে তখন কাজ করত একটা জিনিস। নির্বাচনের মুখে বিহারের লোককে দেখানোর ছিল, তোমাদের রাজ্যের সুপারস্টারের পাশে আমরা আছি। আজ অমুককে অ্যারেস্ট করছি, কাল তমুককে। মনে আছে, বিহার পুলিশ পর্যন্ত তখন আগ বাড়িয়ে চলে গিয়েছিল মুম্বইয়ে। কতটা দক্ষ, কতটা সক্রিয়, বোঝানোর জন্য। কেন্দ্রেরও অঙ্ক ছিল একটা। তখন করোনায় মারা যাচ্ছে বহু মানুষ। নজরটা ঘুরিয়ে দিতে হবে তো?

একই ঘটনা আমরা দেখেছি সন্দেশখালিতে। আরজি করে। এক একজনের ওপর প্রথমেই দায় চাপিয়ে দিল জনতার কলতলা। অথচ ওদিকে কিছুই প্রমাণ হল না। চূড়ান্ত অবসাদে ডুবে গেল পরিবার। তাই সম্প্রতি খুব ভয় হয়, আমরা অনেক নিরপরাধ লোককে অপরাধী বানিয়ে চলেছি না তো?

এই যেমন দুর্গাপুর হাইওয়ের ঘটনাটা। দুটো গাড়ির রেষারেষিতে দুর্ঘটনায় মারা গেলেন এক তরুণী। প্রথমেই আমরা প্রথাগত তত্ত্ব চালিয়ে দিলাম, মাঝরাতে রাজপথে তরুণী ইভটিজিংয়ের শিকার। পরে বোঝা গেল, ঘটনাটা পুরোপুরি অন্য।

সুশান্তের মৃত্যুর পর একটা ব্যাপার মেলানো যাচ্ছিল না। প্রথম পনেরো দিন তাঁর মৃত্যু নিয়ে পরিবারের কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। আচমকা দেখা গেল, তাঁর বাবা এবং বোনেরা সোচ্চার। এঁদের পিছনে সক্রিয় হল কিছু রাজনৈতিক দল। কখন তারা সক্রিয় হল? যখন একদল বলল, রিয়ার পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন সুশান্ত। পাটনার ছেলেটি বিশাল সম্পত্তি রেখে গিয়েছে।

এভাবেই দেশজুড়ে অনেক ঘটনায় মিডিয়া ট্রায়াল ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। উদোর পিণ্ডি বসেছে বুধোর ঘাড়ে। বুধোর হয়তো হাজতবাস হয়েছে, সমাজে ঘৃণা ও বয়কটের শিকার হয়েছেন। বছর দুয়েক পরে দেখা গিয়েছে, বুধো নির্দোষ। যতদিনে তিনি মুক্তি পেলেন, ততদিনে সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

কয়েকটা উদাহরণ লিখলে স্মৃতি আপনাকে সুতীব্র ব্যঙ্গ করবে। আমি কি সত্যিই এত উলটো-পালটা ভেবেছিলাম?

নয়ডায় আরুশি-হেমরাজের মৃত্যুর ঘটনায় মিডিয়া প্রথম থেকেই দায়ী করেছিল মেয়েটির বাবা-মা রাজেশ ও নূপুর তলোয়ারকে। যাবজ্জীবন পর্যন্ত হয়ে যায়। পরে তাঁদের মুক্তি দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্ট। প্রমাণের অভাবে।

ক্লাস টু-র ছাত্র প্রদ্যুম্ন ঠাকুর হত্যাকাণ্ডে প্রথমে বাসের কনডাক্টরকেই খুনি বানিয়ে দেওয়া হয় টিভি চ্যানেলে। অন্য চ্যানেলও সেটাই বলতে থাকে টিআরপির লোভে। পরে দেখা গেল, কনডাক্টরের দোষই নেই। হত্যাকারী আসলে ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র।

নিশ্চয়ই মনে আছে সরবজিৎ সিংয়ের গল্প। মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া মিলে তাঁর বিরুদ্ধে কত অভিযোগ তুলল। পরে দেখা গেল, সব মিথ্যে অভিযোগ।

মালিগাঁও বিস্ফোরণ কাণ্ডে প্রথমে বেশ কিছু মুসলিম নেতাকে দায়ী করা হয়। দিনের পর দিন তাঁরা টার্গেট। পরে আমরা দেখলাম, বিস্ফোরণ আসলে ঘটিয়েছে একটি হিন্দু সংগঠন। একই ব্যাপার দেখা যায় মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণে, সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণে।

আরও অতীতে বফর্সের প্রসঙ্গ তুলতেই হবে। বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংয়ের মতো বেশ কিছু বিশিষ্ট নেতা ক্রমাগত বলে গিয়েছেন, রাজীব গান্ধি চোর হ্যায়। কত অভিযোগ রাজীবের নামে! সেটাকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীরা রাজীবকে হারিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় এলেন। রাজীব দোষী প্রমাণিতই হলেন না। পরে ভিপি সিং নিজে সোনিয়ার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলে এসেছিলেন, আমরা ভুল করেছিলাম। রাজীব নির্দোষ। তাতে হলটা কী? রাজীব তো অপার কলঙ্ক নিয়েই নিহত হয়েছিলেন। সবাই চোর চোর রবেই রইলেন, ভিপি-র ক্ষমা চেয়ে আসার পর নিজেরা দোষ স্বীকার করলেন না।

কংগ্রেস আমলের টুজি স্পেকট্রাম কেচ্ছা, কয়লা কেলেঙ্কারিতে অনেক নেতা ধরা পড়লেন। পরে আদালত তাঁদের মুক্তি দিল একই কারণে। যে অভিযোগগুলো করা হয়েছিল, তা অত্যন্ত বাড়িয়ে করা।

বাংলায় মৃত ও জীবিত কয়েকটি হতভাগ্যের নাম ভাবা যাক। রিজওয়ানুর রহমান, তাপসী মালিক, সত্যেন্দ্র দুবে, এমপি লোহিয়া...। কয়েকটা ঘটনার কথা ভাবা যাক। পার্ক স্ট্রিটে ধর্ষণের কাণ্ড, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি। সব ক্ষেত্রেই আদালত কঠোর সমালোচনা করেছে সব ঘটনায় বাড়াবাড়ি রকমের অসংবেদনশীলতার জন্য। অনেক নির্দোষ লোককে দায়ী করা হয়েছে সেখানে।

যেভাবে কলকাতার প্রাক্তন নগরপাল রাজীব কুমারকে টিভির কলতলার ঝগড়ায় কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় প্রচুর অভিযোগে, এতদিন পরেও তার প্রমাণ হল কই? আরজি কর বিতর্কে এমন অনেক ডাক্তারকে অযথা দোষী বলে চর্চা হয়েছে, তাঁরা লজ্জা ও ভয়ে গৃহবন্দি ছিলেন নিজেরাই। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কের পাশে আরও কয়েকজন মহিলার নাম ফলাও করে বলা হয়েছে টিভিতে, লেখা হয়েছে কাগজে। পরে দেখা গিয়েছে তাঁরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। একবার ভাবুন তো, সেই মহিলারা বাড়ি বা পাড়ায় কেমন লাঞ্ছিত হয়েছেন। একজনের তো বিয়েই ভেঙে যাচ্ছিল। এর জন্য কারও শাস্তি হবে না?

সুশান্তর আত্মহত্যা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চার পাঁচটা ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১) আইন বলে, দোষী প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে নির্দোষ ধরা উচিত। এখানে উলটোটা ধরেই শুরু হয় কাজ। ২) ক্রমাগত টিভি, কাগজ বা সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালেখিতে জনতার চাপ তৈরি হয়। তা প্রভাব ফেলতেই পারে বিচার ব্যবস্থায়। ৩) অনেক নির্দোষ মানুষের সামাজিক সম্মান নষ্ট হয়ে যায়। কোর্ট মুক্ত ঘোষণা করলেও সেই সম্মান ফেরে না আর। ৪) প্রকাশ্যে এত উলটো-পালটা মতবিনিময়ে ন্যায়বিচার কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সুশান্তের মৃত্যুর পর কতরকম যে তত্ত্ব বেরিয়েছিল, আজ ভাবলে অবাক লাগে। বিস্মিত হই। বিহ্বলতা গ্রাস করে। পরমুহূর্তে ভাবি, এত বিস্মিত হয়ে লাভটা কী?

এসব রঙ্গই এখন বঙ্গজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

পুলিশ, সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফার ঘিরে ধরেছেন রিয়া চক্রবর্তীকে। সুশান্ত সিং রাজপুতের প্রাক্তন প্রেমিকা এভাবেই হেনস্তার শিকার হন।

আজ

১৯৮৭

সরোদশিল্পী তিমিরবরণ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

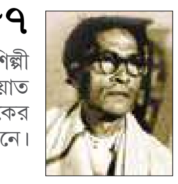

১৯২৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা উৎপল দত্ত।

আলোচিত

বাংলাদেশে এখন দুটি পক্ষ। এক জিহাদ পক্ষ, দুই মুক্তিচিন্তা পক্ষ। এক রাজাকারি পক্ষ, দুই মুক্তিযুদ্ধ পক্ষ। এক পাকিস্তান পক্ষ, দুই বাংলাদেশ পক্ষ। এক ধর্মান্ধতা পক্ষ, দুই বিজ্ঞানমনস্কতা পক্ষ। এক বর্বরতা পক্ষ, দুই প্রগতিশীলতা পক্ষ। এক সাম্প্রদায়িকতা পক্ষ, দুই অসাম্প্রদায়িকতা পক্ষ।

-তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল/১

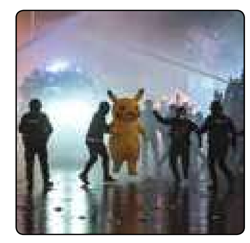

পোকেমন গো-তে পিকাচুকে দেখেননি এমন মানুষ কমই। এবার বাস্তবেও তাকে চাক্ষুষ করলেন ইস্তানবুলবাসী। সেখানের মেয়রকে গ্রেপ্তারের পর রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখায় জনগণ। তাঁদের একজনকে পিকাচুর ড্রেসে দেখা গেল। পুলিশের তাড়ায় জনতার সঙ্গে সেও পালাচ্ছে।

ভাইরাল/২

নয়ডার মহিলা হস্টেলে আগুন লাগায় ছাত্রীরা আটকে পড়েন। প্রাণভয়ে দুজন ব্যালকনি বেয়ে নীচে নামতে যান। মই পর্যন্ত পৌঁছোনোর আগেই একজন পা পিছলে পড়ে আহত হন। অন্যজন অবশ্য নিরাপদে নামেন।

উত্তরের পাঁচালি

১৬ পেরিয়ে ১৭-য়

কথা না বলেও কতকিছুই না বলা যায়। খুব সহজে। এই লক্ষ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছিল জলপাইগুড়ি সৃষ্টি মাইম থিয়েটার। দেখতে দেখতে তা আজ ১৬ বছর পেরিয়ে ১৭ বছরে পা রেখেছে। চিত্র প্রদর্শনী, মূকাভিনয় ও নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে কিছুদিন আগে জলপাইগুড়িতে সংস্থার ষোড়শ বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। জলপাইগুড়ি উইঙ্গস আর্টিস্ট গ্রুপ ও জলপাইগুড়ি সৃষ্টি মাইম থিয়েটারের যৌথ আয়োজনে উইঙ্গস আর্টিস্ট গ্রুপের চিত্রশিল্পীরা তাঁদের দারুণ সমস্ত সৃষ্টি নিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করলেন। একটি গ্যাস বেলুন ও এক বালকের মধ্যে কিছু মুহূর্ত মূকাভিনেতা সব্যসাচী দত্ত অসাধারণভাবে পরিবেশন করেন। 'বেলুন' নামে এই পরিবেশনা ছিল তাঁর গুরু প্রখ্যাত মূকাভিনেতা পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক নিরঞ্জন গোস্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। নিজেদের শারীরিক ক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত করে দেখাতে গিয়ে এক তরুণীর কাছে দুই তরুণকে কীভাবে নাজেহাল হতে হল তা দেখিয়ে চিত্রজিৎ ঝাঁ, অভিষেক রায় ও সাক্ষী ঝা অভিনীত 'ওয়েট লিফটিং' সবাইকে দারুণ হাসাল। একজন মুখোশশিল্পী মুখোশ তৈরি করে তা পরার পর কীভাবে সেই চরিত্রে ঢুকে পড়েন তা 'মাস্ক মেকার'-এ খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন মৌসুমি খান। এটি ছিল আধুনিক মূকাভিনয়ের জনক মার্সেল মার্সোর প্রতি এক অভিনব শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। রাস্তায় চলতে চলতে মোবাইল ফোনে কথা বলায় কতটা বিপদ লুকিয়ে তা খুব সহজে ফুটে ওঠে 'রোড অ্যাক্সিডেন্ট'-এ। শেষ মূকাভিনয় ছিল 'সৈনিক'। দেশকে যাঁরা পাহারা দিচ্ছেন তাঁদের কেন্দ্র করেই এই নিবেদন। ছিল জলপাইগুড়ি অরবিন্দ মাধ্যমিক উচ্চতর বিদ্যালয়ের নাটক 'অন্য রঙের ফুল'। একটি সত্তার মধ্যে থাকা আরেক সত্তার মানুষকে নিয়ে এই গল্প। দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের এই নিবেদনটি খুবই প্রশংসাযোগ্য।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

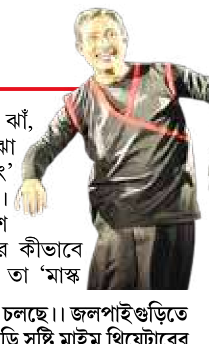

মূকাভিনয় চলছে।। জলপাইগুড়িতে জলপাইগুড়ি সৃষ্টি মাইম থিয়েটারের ষোড়শ বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান।

বুকে খন

সুদেব সরকার।

খন পালাগান নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার সময়ই কুশমণ্ডির সুদেব সরকার এর প্রেমে পড়েন। দিনাজপুরের গর্বের এই লোকসংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে একদিন পৌঁছে দেবেন বলে সেই সময় থেকেই তাঁর স্বপ্ন দেখা শুরু। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় খন নিয়ে ৩৩ দিনের ক্ষেত্রসমীক্ষা শেষে কুশমণ্ডির এডুসিটি বিএড কলেজ ক্যাম্পাসে 'খন অ্যাকাডেমি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করেন। ২০২১ সালে তা ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকে নথিভুক্ত হয়। সুদেব প্রতিষ্ঠা করেন 'রাজবংশী ট্র্যাডিশনাল মিউজিয়াম' সেন্টারও। বাংলাদেশের রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফোকলোর' ভিজিটিং রিসার্চ স্কলার হিসেবে নির্বাচিত হন। সম্প্রতি 'ব্রিটিশ অ্যাসেসিয়েশন ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ'-এর আমন্ত্রণে লন্ডনের কিংস কলেজে খন পালাগানের আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন সুদেব। বক্তৃতা শেষে প্রদর্শন করেন খনের অডিও ভিজুয়াল। খনকে কেন্দ্র করে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সহ সাতটি কলেজের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছেন। 'খন' নামেরই পত্রিকা সম্পাদক সুদেবের কথায়, 'যেখানেই পারব খনকে স্বমহিমায় তুলে ধরতে তৎপর থাকব চিরকাল।'

–অজিত ঘোষ

টুকলিবাজদের দাপট রোখার অঙ্ক দরকার

শিক্ষক-অভিভাবক, সবারই দায় রয়েছে। শিক্ষার্থীদের অনৈতিক কাজ চলছে দিনের পর দিন। নেতারাও ঢুকছেন স্কুলে।

তন্ময় দাস

টুকলিতে বাধা দেওয়ায় পরীক্ষার্থীরা হাত তুলল শিক্ষকদের ওপর! জখম ৭ থেকে ৮ জন শিক্ষক! কখনও গরম জল ঢেলে 'শায়েস্তা' শিক্ষকদের। জনৈক শিক্ষককে পরীক্ষার শেষ ৩ দিন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কারণ অবৈধ উপায়ে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়া। নকল করতে বাধা দেওয়ায় শিক্ষিকাকে বাধ্য করা হয়েছে ১ ঘণ্টা বাড়তি সময় দিতে।

এই জাতীয় খবর হামেশাই দেখা যায়, শোনা যায় সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে। গত ৫ মার্চ মালদার চামাগ্রামের ঘটনায় যা ঘটল তা কি আদৌ কাম্য? নাকি এটা হওয়ার ছিল? ঘটনার জন্য ওই ছাত্রছাত্রীর দল কি দায়ী? নাকি দায়ী এই সমাজ? বুকে হাত দিয়ে বলুন তো এদের কারা তৈরি করেছে? এরা কীভাবে অষ্টম থেকে নবম, নবম থেকে দশম বা মাধ্যমিক বা একাদশ শ্রেণি পাশ করেছে? কারা করিয়েছে? এখন গেল গেল রব তুলে লাভ কী? অঙ্ক আগে থেকে কষা দরকার।

তাহলে কী দাঁড়াল? তল্লাশি করা যাবে না, নকল করতে দিতে হবে, পরীক্ষার ঘরে যা ইচ্ছে তাই করব...এরকম হাজারো আবদার, বায়নাক্কা। ভুল হচ্ছে হয়তো। মনে হয় দাবি, একরকম অধিকার তাদের। মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিন বহু রাস্তা সাদা কাগজের কুচিতে ছয়লাপ হল। পাঠ্যবই ছিঁড়ে ফেলা হল। তবু আমাদের অনেকাংশের কোনও হয়তো হেলদোল ছিল না। ছিল হয়তো মনের এক কোণে একটা ব্যথা। কিন্তু এইসব তো একদিনের জল বাতাসে পুষ্ট হয়নি। আজ সবকিছু অনাচার এসে আঘাত করছে বিদ্যালয়ের আঙিনায়। আচ্ছা বলুন তো, একটা অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা সমাজের একটা বড় অংশের শিক্ষার্থী তার প্রথম চার বছরের শিক্ষাবর্ষে কেন মাতৃভাষার অক্ষরের সঙ্গে অপরিচিত? কেন তারা লিখতে-পড়তে অক্ষম? অথচ আমরাই পারি খাঁচায় বন্দি একটা টিয়া বা ময়নার মুখে বোল ফোটাতে। এই বাচ্চাদের কীভাবে পাশ-ফেলের দোহাই দিয়ে উন্নীত করছি নবম থেকে পরের ক্লাসে, সবাই জানি।

যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা স্কুল প্রাঙ্গণে অনধিকার খবরদারি করে বা মাতব্বরি করে, তখন তাঁকে মদত কে বা কারা দেয়? ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য তাঁবেদারি করতে গিয়ে আমরা কি তাঁদের খাল কেটে ডেকে আনি না? অনেক সময় নিজেদের ছোট ছোট স্বার্থে আহ্লাদে আটখানা হয়ে আপাত ক্ষমতা জাহির করতে গিয়ে কি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণকে কলুষিত করছি।

অনেক প্রশ্ন উঠবে। কেন হাজার হাজার আমাদের সন্তান হারিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার আলোকবর্তিকা থেকে? এই বছরই ৩ লক্ষ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থী কম। কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে? কোন পরিস্থিতিতে একটা মেয়ে স্কুলে না গিয়ে বিড়ি বাঁধতে গিয়ে ফুসফুসকে আক্রান্ত করছে অথবা একটা ছেলে পরিযায়ী শ্রমিক হচ্ছে, ভাবতে হবে। কেন আমরা পিছনে সভ্যতার চাকাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা, তাকে সাহস করে আটকাতে চাইছি না? নাকি আপাত সুখের আশায় অ-সুখের চাদর জড়িয়ে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা?

আসলে এইসব মেনে নিয়ে বেঁচে থাকা হয়তো যায়। কিন্তু এর আঁচ কিন্তু সবার গায়ে লাগবে। পিছিয়ে পড়া সভ্যতার অংশীদার আমরা। তখন তার মন্দকে মেনে নিতে পারব না। বরং ব্যর্থ আক্রোশে ল্যাজ গুটিয়ে গুমরোব।

(লেখক মালদার বাসিন্দা। বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১০১

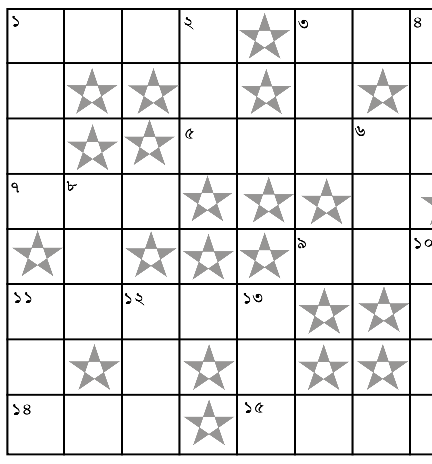

পাশাপাশি : ১। ধনুক চালনা সংক্রান্ত প্রাচীনশাস্ত্র, বিশ্বামিত্র মুনি প্রণীত ধনুর্বিদ্যা ৩। ঈষৎনীল এমন, নীলাভ ৫। স্বীকৃত খাজনা ৭। অস্থায়ী বাসস্থান, সেনাছাউনি তাঁবু ৯। মানুষ, পুরুষমানুষ, স্বামী ১১। ঝোপঝাড়, বনবাদাড় ১৪। নৌকা বায় যে, খেয়ামাঝি, খেয়াঘাটের শুল্ক আদায়কারী ১৫। বংশে প্রচলিত আচার-আচরণ কুলধর্ম।

উপর-নীচ : ১। জ্যোতিষে রাশিচক্রের একটি ২। পরওয়ানা ৩। ধনী, ধনবান ব্যক্তি ৪। অতি অল্প সময়, ক্ষণমাত্র ৬। হলুদ রং, পীতবর্ণ ৮। ধান গম ইত্যাদির বীজ ১০। সংযত আচরণ ১১। মোটা পশমের কাপড় ১২। আড়ম্বর, সমারোহ, জেল্লা, ঝকমকে ভাব ১৩। মারকুটে, জঙ্গি, যুদ্ধপ্রিয়।

সমাধান ■ ৪১০০

পাশাপাশি : ১। ওয়াদা ৩। নবি ৫। নন্দা ৬। পুলিন ৮। শটন ১০। দামাল ১২। তরাস ১৪। খোদা ১৫। দারু ১৬। পিনাক।

উপর-নীচ : ১। ওয়ারিশ ২। দানধ্যান ৪। বিজলি ৭। নভ ৯। পোত ১০। দাপাদাপি ১১। লকলক ১৩। রামদা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মার্চ মাসের বিষয় : সাদা-কালো

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

বিদায়বেলায়

প্রথম : শুভ্রদীপ সাহা
(আনন্দনগর, আলিপুরদুয়ার) সোনি আইএলসিই-৭এম২

বাঁধনছাড়া

দ্বিতীয় : সুমন চক্রবর্তী
(আনন্দপাড়া, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫৫০ডি

মুখছবি

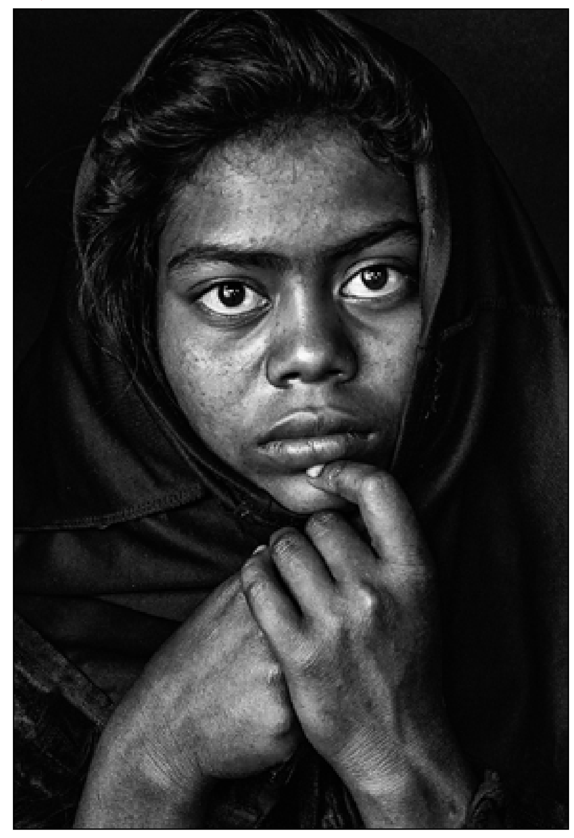

তৃতীয় : দিলীপ দে সরকার
(কদমতলা, শিলিগুড়ি) নিকন জেড৭

উদ্বেগ

চতুর্থ : গৌরব বিশ্বাস
(শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি) সোনি এ৬৩০০

ভুবনজয়ী

পঞ্চম : জয়াশিস বণিক
(নাকতলা, কলকাতা-৪৭) নিকন ডি৭২০০

নিশাচর

ষষ্ঠ : রাজদীপ সাহা
(সুভাষনগর, ময়নাগুড়ি) নিকন ডি৭৫০০

অন্তহীন

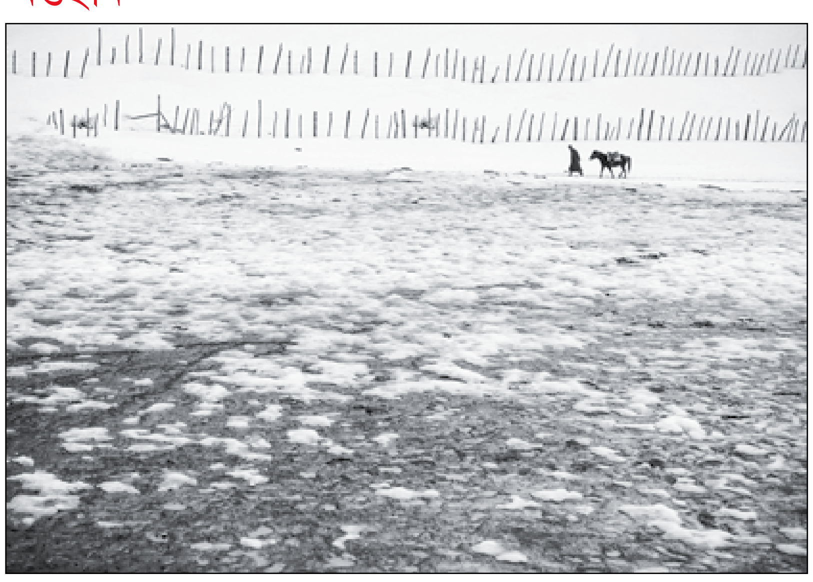

সপ্তম: নীহাররঞ্জন সরকার
(ধলদিঘি, গঙ্গারামপুর) ক্যানন ইওএস আর৬

পারাপার

অষ্টম : অরজিৎ ভদ্র
(ধলদিঘি উত্তরপাড়, গঙ্গারামপুর) ক্যানন ইওএস ৬০০ডি

উড়ান

নবম : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫ডি মার্ক ৪

যাত্রা

দশম : রাহুল অধিকারী
(প্রসন্ননগর, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৭০ডি

জীবন

একাদশ : অমিতাভ সাহা
(দেবীবাড়ি, কোচবিহার) নিকন ডি৩১০০

যুগলে

দ্বাদশ : শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭০০০

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

অয়ন সাহা, দেবাদৃতা বসু, দীপাঞ্জয় ঘোষ, বর্ষা রায়, রুমি বাগচী, সন্দীপন দাস, অনিশা রায়, প্রিয়ম ঘোষ, সুশোভন সাহা, ওমকেশ রায়, ঋক মণ্ডল, শুভঙ্কর ভদ্র, অনীক সান্যাল, অনীশ বিশ্বাস, অসীম সরকার, সুভম শর্মা, আধ্যাত্ম সরকার, চন্দ্রাণী সরকার, জয়দীপ পাল, কৌশিক দাম, নির্মাল্য দাস, কোয়েল চৌধুরী, প্রতীক গড়াই, বরুণ ভৌমিক, ঋত্বিকা কর, তাপস ভৌমিক, দীপঙ্কর কুণ্ডু, চন্দন দাস, মানস বর্মন, রাজু রায়, বিপ্লব পাল, তাপস চক্রবর্তী, দেবজিৎ সরকার, অরিজিৎ সরকার, শান্তনু দেব, সুরভি বোস, সৌরভ রক্ষিত, শুভঙ্কর দেবনাথ, সৌরভ দত্ত, শঙ্খ অধিকারী, অনুপম চৌধুরী, রাজনন্দিনী সরকার, কস্তুরী চক্রবর্তী, সোমা চক্রবর্তী, ইন্দ্রজিৎ সরকার, পিয়ালি দাস, অভিরূপ ভট্টাচার্য ও অনুমিতা পাল।

‘বাকস্বাধীনতা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ’

কং সাংসদকে মুক্তি দিয়ে গুজরাট পুলিশকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর এবং ফৌজদারি মামলা শুক্রবার পত্রপাঠ বাতিল করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি শীর্ষ আদালতের বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ বাকস্বাধীনতার গুরুত্ব তুলে ধরে তীব্র ভর্ৎসনা করল গুজরাটের বিজেপি সরকারের পুলিশকে। স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান কুণাল কামরা সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যেই ‘বাকস্বাধীনতা’ নিয়ে শীর্ষ আদালতের এদিনের পর্যবেক্ষণ ও রায় দৃষ্টান্তমূলক বলে মনে করা হচ্ছে।

সমাজমাধ্যমে একটি কবিতার ভিডিও পোস্ট করেছিলেন কংগ্রেস সাংসদ। কবিতার শিরোনাম ছিল ‘এ খুন কে প্যায়াসে বাত শুনো’, যার মর্মার্থ ‘হে রক্তপিপাসু, কথা শোনো’। ওই কবিতাটিকে ‘হিংসাত্মক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিভঙ্গের কারণ হতে পারে’ জানিয়ে ইমরানের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে গুজরাট পুলিশ। সেই এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করে প্রথমে গুজরাট হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ। সেই আবেদন খারিজ হওয়ার পরে তিনি শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, ‘প্রতাপগড়ীর বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ প্রমাণিত হয়নি।’ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালত বলেছে, ‘কোনও লেখা বা বক্তব্যের অর্থ না বুঝে এফআইআর দায়ের করা উচিত নয়।’ আরও বলেছে, ‘কবিতাটি দেখুন। এটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি কবিতা। এটি কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। এটি কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও নয়। দয়া করে কবিতাটির প্রতি মনোনিবেশ করুন।’

কবিতা, নাটক, শিল্প, ব্যঙ্গচিত্র, সাহিত্য-এসব জীবনকে সমৃদ্ধ করে। প্রতাপগড়ীর শেয়ার করা কবিতাটি কোনও ধর্মবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী বার্তা বহন করে না, বরং এটি অহিংসা ও সাম্প্রদায়িক সহমর্মিতার বার্তা দেয়।

অভয় এস ওকা এবং উজ্জ্বল ভুঁইয়া
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

আদালতের পর্যবেক্ষণ

- বাকস্বাধীনতা সুস্থ ও সভ্য সমাজের অঙ্গ
- কোনও লেখা বা বক্তব্যের অর্থ না বুঝে এফআইআর দায়ের করা উচিত নয়
- কবিতা, নাটক, শিল্প, ব্যঙ্গচিত্র, সাহিত্য ইত্যাদি জীবনকে সমৃদ্ধ করে
- প্রতাপগড়ীর শেয়ার করা কবিতা অহিংসা ও সাম্প্রদায়িক সহমর্মিতার বার্তা দেয়
- সংবিধান বাকস্বাধীনতার ওপর কিছু সীমাবদ্ধতা রাখলেও তা যেন নাগরিকদের অধিকার খর্ব করতে ব্যবহার না করা হয়
- ক্ষমতাশালীদের সমালোচনার ভিত্তিতে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়
- সংবিধান প্রণয়নের ৭৫ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর এখন অন্তত বাকস্বাধীনতার গুরুত্ব বোঝা উচিত পুলিশের

বেঞ্চ বলেছে, ‘বাকস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের অধিকার, স্বাধীন চিন্তাভাবনা একটি সুস্থ ও সভ্য সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই স্বাধীনতা ছাড়া সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিশ্চিন্ত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করা অসম্ভব। কবিতা, নাটক, শিল্প, ব্যঙ্গচিত্র, সাহিত্য— এসব জীবনকে সমৃদ্ধ করে। প্রতাপগড়ীর শেয়ার করা কবিতাটি কোনও ধর্মবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী বার্তা বহন করে না, বরং এটি অহিংসা ও সাম্প্রদায়িক সহমর্মিতার বার্তা দেয়।’

রায়ের এক জায়গায় বেঞ্চ এও বলেছে, সংবিধান বাকস্বাধীনতার ওপর কিছু সীমাবদ্ধতা রাখলেও তা যেন নাগরিকদের অধিকার খর্ব করতে ব্যবহার না করা হয়। কোনও বক্তব্য বা লেখা মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত, শুধু ক্ষমতাশালীদের সমালোচনার ভিত্তিতে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়।

সুপ্রিম কোর্ট পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কটাক্ষ করে বলেছে, ‘সংবিধান প্রণয়নের ৭৫ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর এখন অন্তত বাকস্বাধীনতার গুরুত্ব বোঝা উচিত পুলিশের।’

২০২৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর প্রতাপগড়ী তাঁর এক্স (আগের টুইটার) অ্যাকাউন্টে ৪৬ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ভাগ করেছিলেন। গুজরাটের জামনগরের এক বাসিন্দা অভিযোগ করেন, এই পোস্ট ‘জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর শুধু তা-ই নয়, ধর্মীয় অনুভূতিতেও তা আঘাত হেনেছে।’ যদিও তাঁর এহেন বক্তব্য ধোপে টেকেনি শীর্ষ আদালতে।

হাইকোর্টে আগাম জামিন কুণালের

চেন্নাই, ২৮ মার্চ : গদ্দার বিতর্কে খানিকটা হলেও স্বস্তি পেলেন স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান কুণাল কামরা। শুক্রবার মাদ্রাজ হাইকোর্ট তাঁর আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে। ৭ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। বিচারপতি সুন্দর মোহন জানান, আবেদনকারী কুণাল কামরাকে যে সমস্ত হুমকি দেওয়া হয়েছে, তাতে তাঁর পক্ষে মহারাষ্ট্রের কোনও আদালতের দ্বারস্থ হওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। উচ্চ আদালত বলেছে, ‘আবেদনকারীকে কীভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে সেই সংক্রান্ত সংবাদপত্রের প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে। তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। তবে শর্ত একটাই, তাঁকে বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একটি বন্ডে সই করতে হবে।’ কৌতুকশিল্পীর আইনজীবী হাইকোর্টে দাবি করেন, তাঁর মক্কেলের কাছে প্রায় শ-পাঁচেক হুমকি ফোন এসেছে। তিনি যে ব্যঙ্গটি করেছিলেন তা বাকস্বাধীনতারই অঙ্গ। তাছাড়া তিনি তাঁর শোয়ে কারও নাম নেননি।

ধনকরের ওয়াক আউট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : শুক্রবার রাজ্যসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী রইল সংসদ। বৈঠকের পরিবেশ আলোচনার পক্ষে অনুপযুক্ত বলে জানিয়ে নিজের ঘর থেকে ওয়াকআউট করেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী দুই শিবির তর্জায় জড়িয়ে পড়ে। বিরোধীদের দাবি, তাদের প্রশ্ন খারিজ করার পক্ষে যুক্তি দিতে না পারায় ওয়াকআউট করেছেন চেয়ারম্যান।

বৈঠকে নকল এপিক নম্বর ইস্যু নিয়ে আলোচনা করার দাবি তুলেছিল বিরোধীরা। পাশাপাশি, সম্প্রতি সংসদে বিলগুলি দ্রুততার সঙ্গে পাশ করানোর বিরুদ্ধেও আপত্তি জানায় বিরোধীরা। বিলগুলি নিয়ে যথাযথ পর্যালোচনা করতে সেগুলি সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর দাবি তোলে বিরোধীরা। এই নিয়ে সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যান চেয়ারম্যান ধনকর। ভুয়ো এপিক ইস্যুতে ইতিমধ্যেই একাধিকবার আলোচনা চেয়েছে বিরোধী দলগুলি। যদিও ট্রেজারি বেঞ্চ এখনও সেই আলোচনায় সম্মতি দেয়নি। বিরোধীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, আগামী সপ্তাহে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করবে তারা। এদিনও সংসদে সরব হয় তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে জিরো আওয়ারে এপিক নিয়ে আলোচনার জন্য নোটিশ দিলেও চেয়ারম্যান এখনও কোনও রায় দেননি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

ইউনূসের চিন সফর ‘সফল’, দাবি ঢাকার

ঢাকা, ২৮ মার্চ : চিন সফরের তৃতীয় দিনে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস। শুক্রবার দু’পক্ষের মধ্যে কারিগরি সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি চুক্তি এবং সাহিত্য, সংস্কৃতি, তথ্য আদানপ্রদান, গণমাধ্যম, ক্রীড়া, স্বাস্থ্য সহ মোট ৮টি ক্ষেত্রে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া বিনিয়োগ, ঋণ ও অনুদান বাবদ বাংলাদেশের জন্য মোট ২১০ কোটি ডলার বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শি সরকার। এই বরাদ্দের সিংহভাগই হবে বাংলাদেশে বিশেষ চিনা শিল্প অর্থনৈতিক অঞ্চলে। আর এই প্রাপ্তির ওপর ভিত্তি করেই ইউনুসের চিন সফর সফল বলে দাবি করেছেন প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেসসচিব আবদুল কালাম আজাদ মজুমদার।

তিনি জানিয়েছেন, ইউনুসের চলতি সফর বাংলাদেশে চিনা বিনিয়োগের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এর ফলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মোংলা বন্দরের পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটবে। তাঁর কথার রেশ ধরে প্রধান উপদেষ্টার বেজিং যাত্রাকে ‘গুরুত্বপূর্ণ সফর’ বলে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশে চিনা রাষ্ট্রদুত ইয়াও ওয়েন। তাঁর দাবি, ৩০টি চিনা সংস্থা বাংলাদেশের বিশেষ চিনা শিল্প অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে।

৫ অগাস্ট ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের মুখে আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে

চিনের লগ্নি কার্যত স্থগিত রয়েছে। অতীতে তিস্তা সহ একাধিক প্রকল্পে চিন বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ দেখালেও গত ৭ মাসে তাতে ভাটা পড়েছে। এদিকে অন্তর্বর্তী সরকার, ছাত্রনেতাদের একাংশ এবং জামাতের মতো মৌলবাদী দলগুলির ক্রমাগত ভারতবিরোধী প্রচারের জেরে দিল্লি ও ঢাকার মধ্যে দূরত্ব বেড়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ তলানিতে ঠেকেছে। বেড়েছে জিনিসপত্রের দাম। অন্তর্বর্তী সরকার ও ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ জমেছে। এই পরিস্থিতিতে ইউনুসের চিন সফরের গুরুত্বকে তুলে ধরতে চাইছে বাংলাদেশের শাসক শিবির।

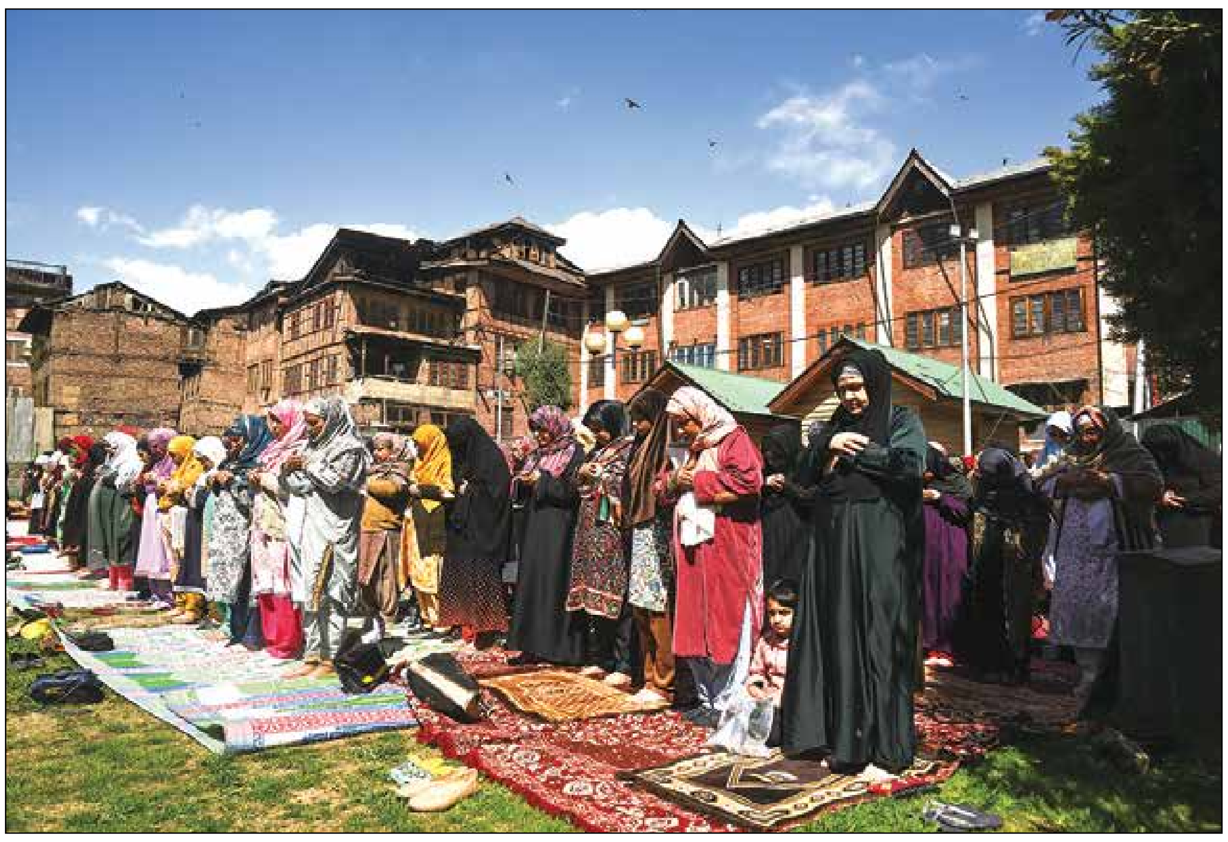

পবিত্র রমজান মাসের শেষ জুম্মাবারে প্রার্থনা কাশ্মীরি মহিলাদের। শুক্রবার।

পড়শি দুই দেশে হিন্দু নির্যাতনে সরব জয়শংকর

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : বাংলাদেশ যতই অস্বীকার করুক, পদ্মাপাড়ে হিন্দু সহ অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের ঘটনায় মুখ বুজে থাকতে নারাজ ভারত। শুক্রবার লোকসভায় প্রশ্নোত্তরপর্বে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে প্রতিবেশী দেশে হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তার জবাবে বিদেশমন্ত্রী বলেন, ‘শুধুমাত্র ২০২৪ সালে বাংলাদেশে হিন্দু সহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর ২৪০০টিরও বেশি হামলার ঘটনা ঘটেছে। ২০২৫ সালে এখনও পর্যন্ত ৭২টি হামলার ঘটনা ঘটেছে।’ বারবার বিষয়টি ঢাকার কাছে উদ্বেগ জানানো সত্ত্বেও যে কাজের কাজ কিছুই হয়নি সেটা বিদেশমন্ত্রীর জবাবে ফুটে উঠেছে।

তিনি বলেন, ‘ভারতের রাষ্ট্রদূত এই বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রকের উপদেষ্টার কথা বলেছেন। বিদেশসচিব যখন বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলেন তখনও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছিলেন।’ বাংলাদেশের পাশাপাশি পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন জয়শংকর। তিনি জানান, ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর ১০টি, শিখদের ওপর ৩টি, আহমেদিয়াদের ওপর ২টি এবং খ্রিস্টানদের ওপর ১টি অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করে বিদেশমন্ত্রী বলেন, ‘নয়াদিল্লির অবস্থানের কথা সবাই জানে। কিন্তু আমরা প্রতিবেশী দেশের কট্টরপন্থী এবং ধর্মান্ধ মানসিকতা বদলাতে পারব না।’ এদিন প্রশ্নোত্তর পর্বে শাসক ও বিরোধী শিবির থেকে ভারতের

সংখ্যালঘুদের সঙ্গে কী আচরণ করা হচ্ছে আমরা সেদিকে নজর রাখছি। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছি। আমরা প্রতিবেশীদের উগ্র মানসিকতা বদলাতে পারব না। ইন্দিরা গান্ধিও পারতেন না।

এস জয়শংকর

দুই প্রতিবেশী দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

অপরদিকে পাকিস্তান-বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে ১৯৭১ সালের মতো এবারও কেন্দ্রীয় সরকার কোনও কঠিন পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করছে কি না তা জানতে চান শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ অরবিন্দ সাওয়ান্ত। জবাবে জয়শংকর বলেন, ‘সংখ্যালঘুদের সঙ্গে কী আচরণ করা হচ্ছে আমরা সেদিকে নজর রাখছি। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছি। আমরা প্রতিবেশীদের উগ্র মানসিকতা বদলাতে পারব না। ইন্দিরা গান্ধিও পারতেন না।’

সংখ্যালঘুদের রক্ষায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে চারটি চুক্তি রয়েছে সেগুলি নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার ব্যাপারে জানতে চান বিজেপির নিশিকান্ত দুবে। জবাবে বিদেশমন্ত্রী বলেন, ‘ওই চুক্তিগুলি বাস্তবে কোনও কাজে লাগে না। কারণ পাকিস্তান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেয় না।’

শুল্কনীতি কেন্দ্রকে বার্তা চিদম্বরমের

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্যের জন্য বাঁধাধরা নিয়মনীতি রয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ডব্লিউটিও-র। কিন্তু সেইসব নিয়মকে পাশ কাটিয়ে যদি এক বা একাধিক দেশের সঙ্গে বিশেষ ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়তে হয়, তাহলে সব দিক খতিয়ে দেখা দরকার। নয়তো পরিণাম বিপর্যয়কর হতে পারে। শুক্রবার কার্যত এই ভাষাতেই মোদি সরকারকে সতর্ক করলেন ইউপিএ আমলের অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতার মতে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পারস্পরিক শুল্কনীতি চালু করার কথা ঘোষণা করায় আমেরিকায় ভারতের প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের রপ্তানি অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। সম্প্রতি তিনি আমদানি করা গাড়ি এবং গাড়ির যন্ত্রাংশের ওপরও ২৫ শতাংশ হারে কর বসিয়েছেন। এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কেন্দ্র কী পদক্ষেপ করছে, সে ব্যাপারে ধোঁয়াশা রয়েছে। বিরোধী দলগুলি তো বটেই, সরকারের অধিকাংশ মন্ত্রীরও এ বিষয়ে ধারণা নেই বলে চিদম্বরমের দাবি। তাঁর পরামর্শ, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ে সংসদে বিবৃতি দিক সরকার। নয়তো বিরোধী দলগুলির সঙ্গে তারা আলোচনা করতে পারে। পাশাপাশি আমেরিকায় যেসব দেশের আমদানি-রপ্তানি সংকটে পড়েছে তাদের সঙ্গেও ভারতকে আলোচনায় বসতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরি।

সতর্ক না হলে বিপর্যয় আসন্ন

এক সাক্ষাৎকারে চিদম্বরম বলেন, ‘এই নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকতে পারে না। ধরেই নেওয়া যায় মার্কিনীরা শুল্কনীতির ফলাফল সম্পর্কে অনিশ্চিত। কিন্তু আপনাকে বিকল্প তৈরি রাখতে হবে। যদি ওরা এক পা এগিয়ে আসে? আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হবে? যদি দু-পা পিছিয়ে যায়? আমরা কী প্রতিক্রিয়া দেব? আমাদের পরিকল্পনা গোটা বিশ্বের কাছে প্রকাশ করার দরকার নেই। কিন্তু সংসদে একটি বিবৃতি দেওয়া উচিত। অথবা বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি নিশ্চিত যে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করছে। আমরা অন্যতম কৃষি ও পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। প্রচুর পরিমাণে শিল্পপণ্যও রপ্তানি করি। তাই আমাদের অবশ্যই কৃষি, পোশাক এবং শিল্পপণ্য রপ্তানিকারী দেশগুলির সঙ্গে জোট বাঁধতে হবে।’ তাঁর দাবি, ‘আমার মনে হয় এই মুহূর্তে শুধু বিদেশমন্ত্রী এবং বাণিজ্যমন্ত্রী, যাঁরা আমেরিকায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁরাই জানেন যে কী ঘটছে। আমার মনে হয় না অন্য মন্ত্রীরা জানেন। আমি নিশ্চিত, কৃষিমন্ত্রী জানেন না। আমি নিশ্চিত শিল্পমন্ত্রী জানেন না।’

আমেরিকার নয়া শুল্কনীতির মোকাবিলায় কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির অবস্থানের প্রশংসা করেছেন চিদম্বরম। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি পার্লামেন্ট এবং বিরোধী নেতাদের আস্থা অর্জন করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে সমন্বয় করব এবং ট্রাম্পের একতরফা শুল্কের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাব।’

আমেরিকার সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের জের

‘পুরোনো’ সম্পর্কে ইতি কানাডার!

অটোয়া, ২৮ মার্চ : আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নাটকীয় সিদ্ধান্ত নিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কার্নি সাফ জানিয়েছেন, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা নিয়ে দু’দেশের পুরোনো সম্পর্ক শেষ। তাঁর এই বক্তব্যের মূলে রয়েছে গাড়িশিল্পে ট্রাম্পের নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা, যা থেকে অব্যাহতি পায়নি কানাডা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিদেশ থেকে আমদানি করা সব ধরনের গাড়ি ও গাড়ির

যন্ত্রাংশের ওপর মোটা অঙ্কের শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করেছেন। আমেরিকার দীর্ঘদিনের বন্ধু দেশ কানাডাকেও শুল্কের বোঝা থেকে বাঁচাতে রেয়াত করেননি। বুধবার ট্রাম্পের এই ঘোষণার পরের দিন কার্নি বুঝিয়ে দিলেন তাঁর দেশও চুপ করে থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর ইঙ্গিত, কানাডা পালটা চাপ দিতে তৈরি। তবে অটোয়া কী কৌশল নেবে তা প্রকাশ করেননি প্রধানমন্ত্রী কার্নি।

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক হবে কার্নির। তিনি জোর দিয়ে এও জানিয়েছেন, আমেরিকার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হবে কানাডার সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানিয়ে। এখন দেখার ট্রাম্পের সঙ্গে কার্নির আসন্ন আলোচনায় কানাডা কতটা লাভবান হয়।

ব্রিটেনের ক্ষমার দাবিতে সরব বিরোধী এমপি

লন্ডন, ২৮ মার্চ : ঔপনিবেশিক জমানায় কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের জন্য ভারত সরকারের কাছে ব্রিটিশ সরকারের আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানালেন ব্রিটিশ বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির সাংসদ বব ব্ল্যাকম্যান। ব্রিটেনের সংসদে দেওয়া তাঁর বক্তৃতার একটি ভিডিও এক্স (আগে টুইটার) প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, ‘আজ আমি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কথা তুলেছি। আমি দেশের সরকারকে এই নৃশংসতার বার্ষিকীর আগে ভারতের মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলেছি।’

জালিয়ানওয়ালাবাগ

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত ভারতের পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর শহরে ইংরেজ সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার রেজিনাল্ড ডায়ারের নির্দেশে গণহত্যা সংঘটিত হয়। ওই শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি ঘেরা উদ্যানে দমনমূলক রাওলাট আইনের প্রতিবাদে সমবেত নিরস্ত্র জনগণের ওপর সেদিন নির্বিচারে গুলিবর্ষণের জেরে মৃত্যু হয় কমপক্ষে দু’হাজার জনের, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন শিশু ও মহিলা। জখম হন অগুনতি। ওই গণহত্যার প্রতিবাদে ব্রিটিশ সম্মান নাইটহুড ফিরিয়ে দেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হাউস অফ কমন্সে তাঁর ভাষণে ব্ল্যাকম্যান বলেন, ‘১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জনসাধারণ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় খুব শান্তিপূর্ণভাবে জালিয়ানওয়ালাবাগে জড়ো হয়েছিল। তারা তাদের পরিবারের সঙ্গে দিনটি উপভোগ করতে এসেছিল। কিন্তু জেনারেল ডায়ার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাঁর সৈন্যদের নিয়ে এসে সেই নিরীহ মানুষদের ওপর গুলি চালানোর আদেশ দেন, যতক্ষণ না তাদের গুলি ফুরিয়ে যায়।’

ব্রিটিশ সাংসদ ওই হত্যাকাণ্ডকে ‘ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কলঙ্ক’ বলে অভিহিত করে বলেন, ‘এই হত্যাকাণ্ডের শেষে ১,৫০০ মানুষ মারা যান এবং ১,২০০ জন আহত হন। পরে জেনারেল ডায়ার এই কলঙ্কের জন্য তিরস্কৃত হন।’ তিনি আরও বলেন, ‘তাই সরকারের কাছ থেকে কি আমরা একটা বিবৃতি পেতে পারি, যেখানে ভুলগুলি স্বীকার করে ভারতের মানুষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাওয়া হবে?’

২০১৯ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে জালিয়ানওয়াবাগ হত্যাকাণ্ডের জন্য ‘গভীর আক্ষেপ’ প্রকাশ করে সেটিকে ‘ব্রিটিশ ভারতীয় ইতিহাসের লজ্জাজনক দাগ’ বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাননি ভারতের মানুষের কাছে। এবার দেখার, কিয়ের স্টারমার সরকার দেশের বিরোধী দলনেতার আহ্বানে সাড়া দেন কি না!

ইফতার পার্টিতে শান্তির বার্তা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৮ মার্চ : নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসলিম সম্প্রদায় বিপুল ভোট দিয়ে তাঁর পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনিও এবার তাঁদের পাশে থাকবেন। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে ইফতার পার্টির আয়োজন করেন ট্রাম্প। নৈশভোজে বার্তা দিলেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন মুসলিমদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, ‘আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এটা অবিশ্বাস্য ছিল।’

ইফতার পার্টি উপলক্ষ্যে নৈশভোজের ভিডিওতে ‘শুভ ইদ’ বলার পর ট্রাম্পের মুখ থেকে শোনা

গেল, রমজান মাসের তাৎপর্য। এই পবিত্র মাসে মুসলিমদের ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস, প্রার্থনা, ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশের বিষয়টি উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেছেন, ‘আমরা গোটা বিশ্বে শান্তি চাই।’ পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে তাঁর সরকারের কূটনীতিকদের প্রচেষ্টার কথা তিনি তুলে ধরেন। ঐতিহাসিক আব্রাহাম চুক্তির উল্লেখ করেন। ২০২০ সালে ইজরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি আব্রাহাম চুক্তি সই করে। এই চুক্তির ফলে কয়েক দশকের বিবাদ মিটিয়ে ইজরায়েলকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় আরব দেশটি।

দুই দেশেই জরুরি অবস্থা জারি ■ সাহায্যের হাত বাড়াল ভারত

মায়ানমার-থাইল্যান্ডে ভূমিকম্পে মৃত ১৪৪

নেপিদ্য ও ব্যাংকক, ২৮ মার্চ : ভয়ংকর জোড়া ভূমিকম্পে শুক্রবার কেঁপে উঠল মায়ানমার। বিধ্বস্ত রাজধানী নেপিদ্য। তবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মান্দালয় শহরটি। কম্পনের চোটে সেখানে বেশ কয়েকটি বহুতল ভেঙে পড়েছে। অসংখ্য বাড়িতে ফাটল ধরেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি মসজিদ। রাস্তাঘাটে ফাটল ধরেছে। প্রত্যন্ত এলাকাগুলির সঙ্গে নেপিদ্যর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। নিশ্চিহ্ন পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্য ইরাবতী নদীর ওপর গড়ে ওঠা প্রাচীন আভা সেতু। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকম্পে দুই দেশে প্রাণ হারিয়েছেন ১৪৪ জন। নিখোঁজ শতাধিক। আহতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। তবে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। মায়ানমারের পাশাপাশি ভূমিকম্পের জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে থাইল্যান্ডে। দুই দেশেই জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা।

আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে ২টি কম্পনের মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৭.৭ এবং ৬.৪। ভারতের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষক সংস্থা ন্যাশনাল সেন্টার ফের সিসমোলজির হিসাবে কম্পনের মাত্রা ৭.৫ এবং ৭। প্রথম ভূমিকম্প হয়েছে ভারতীয় সময় অনুযায়ী বেলা ১১টা ৫০-এ। এর ঠিক ১২ মিনিট বাদে দ্বিতীয়বার কম্পন টের পাওয়া যায়। ২টি ভূমিকম্পের কেন্দ্র আলাদা হলেও উৎপত্তি স্থল ছিল মাটির মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। যে জন্য ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে। প্রথম ভূমিকম্পের উৎস বার্মা প্রদেশের ১২ কিলোমিটার উত্তরে। দ্বিতীয়টির উৎস লকসকের ১৫১ কিলোমিটার পশ্চিমে। মায়ানমার, থাইল্যান্ড ছাড়াও লাওস, চিন, বাংলাদেশ এবং ভারতে কম্পন অনুভূত হয়েছে। কলকাতা ও দিল্লি দুই শহরেই মৃদু কম্পন টের পেয়েছেন বাসিন্দারা। কেঁপেছে হাওড়া ও হুগলি জেলার মাটিও। তবে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড বাদে কোথাও প্রাণহানির খবর নেই। দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের ইউনান প্রদেশে একটি ৭.৯ মাত্রার কম্পন হয়েছে বলে সেদেশের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানিয়েছে।

গৃহযুদ্ধের জেরে মায়ানমারের বড় অংশ বর্তমানে জুন্টা সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। বিদ্রোহী জোটের দখলে থাকা ওইসব এলাকায় ক্ষতির বহর কতটা তা জানতে সময় লাগবে। মান্দালয়ের এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, দুপুর ১টার আশপাশে (ভারতের সময় অনুযায়ী দুপুর ১১টা ৫০ মিনিট) কম্পন অনুভূত হয়েছে। প্রথম কম্পনের কয়েক মিনিট বাদে ফের কম্পন হয়। শহরের বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন। রাত হয়ে গেলেও অনেকে বাড়িতে ঢুকতে ভয় পাচ্ছেন। ক্ষতিগ্রস্ত আবাসনগুলির বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কারণে ঘরে না ফেরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ফলে হাজার হাজার মানুষকে শুক্রবার রাতটা খোলা আকাশের নীচে কাটাতে হবে।

এদিকে ভূমিকম্পের জেরে থাইল্যান্ডেও ক্ষতির পরিমাণ লাফিয়ে বাড়ছে। রাজধানী ব্যাংককে একটি নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়েছে। দেশের নানা জায়গায় বাড়িঘর ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। ব্যাংককের কয়েকটি রাস্তা ফাটল ধরার কারণে যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রেল ও মেট্রো পরিষেবা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিপর্যয় মোকাবিলা দলের পাশাপাশি সেনাকে নামানো হয়েছে। থাইল্যান্ডের উপপ্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, শুধু নির্মীয়মাণ বহুতলের ধ্বংসাবশেষ থেকেই এ পর্যন্ত ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে অন্তত ৮১ জনের আটকে থাকার কথার আশঙ্কা রয়েছে। তাঁদের প্রায় সবাই নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক। এছাড়া পূর্ব থাইল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও ১৩ জনের প্রাণহানির কথা জানা গিয়েছে। পর্যটনস্থল পাটায়ার একাধিক হোটেলে ফাটল ধরেছে।

ক্ষয়ক্ষতির আঁচ পেতে এদিন বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতোংটার্ন সিনাওয়াতরা। তিনি জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের সময় তিনি দক্ষিণের দ্বীপ ফুকেতে সরকারি কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন। বিপর্যয়ের পর সফর অসমাপ্ত রেখেই রাজধানীতে ফিরে এসেছেন। মায়ানমার ও থাইল্যান্ডকে জরুরি ভিত্তিতে সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স পোস্টে মোদি লিখেছেন, 'মায়ারমার ও থাইল্যান্ডের অবস্থার কথা জেনে খুবই উদ্বেগে রয়েছি। ওখানে সবাই যাতে নিরাপদে থাকেন সেই প্রার্থনা করছি। ভারত জরুরি ভিত্তিতে সাহায্যের জন্য তৈরি। সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রককে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দিয়েছি।'

একনজরে

- ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির হিসাবে কম্পনের মাত্রা ৭.৫ এবং ৭
- প্রথম ভূমিকম্প ভারতীয় সময় বেলা ১১টা ৫০-এ। দ্বিতীয় কম্পন ১২টা ২ মিনিটে
- একটি ভূমিকম্পের উৎস বার্মা প্রদেশের ১২ কিমি উত্তরে। দ্বিতীয়টি লকসকের ১৫১ কিমি পশ্চিমে
- মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, চিন, বাংলাদেশ এবং ভারতে কম্পন

সাগাইং চ্যুতিরেখার কারণেই বিপর্যয়

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : জাপানের মতো মায়ানমারেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ভূমিকম্প। ১৯৩০-'৫৬-র মধ্যে ৭ বা তার বেশি মাত্রার অন্তত ৬টি কম্পন অনুভূত হয়েছে মায়ানমারে। পরবর্তী ৭ দশক জোরালো ভূমিকম্পের সংখ্যা কিছুটা কমেছিল। ২০২৫-এ এসে সেই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ল। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির ডিরেক্টর ওপি মিশ্র জানিয়েছেন, মায়ানমারের উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ১,২০০ কিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত রয়েছে সাগাইং চ্যুতিরেখা। তার জেরেই একের পর এক জোরালো কম্পন অনুভূত হয় মায়ানমারে। তবে এবার ২টি কম্পনের সূচনাই মাটির মাত্র ১০ কিলোমিটার নীচে হওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে।

ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞদের মতে, ২টি জোরালো কম্পনের পর আগামী কয়েকদিন মায়ানমারে বেশ কিছু আফটার শক অনুভূত হতে পারে। শুক্রবার বিকাল ও রাতের দিকে দফায় দফায় সেখানে কয়েকটি মৃদু কম্পন হয়েছে। বড় ভূমিকম্পের পর এগুলি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে মনে করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক হুমায়ুন আখতার বলেন, 'মায়ানমার কেন্দ্রীয় বেসিনের কাছে সাগাইং চ্যুতিরেখা অবস্থিত। এটি শান মালভূমি ও কেন্দ্রীয় বেসিনের মধ্যবর্তী অঞ্চল। সেখানেই এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছে। এলাকাটি ভূমিকম্পপ্রবণ। এর প্রভাবে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে কম্পন অনুভূত হয়েছে।'

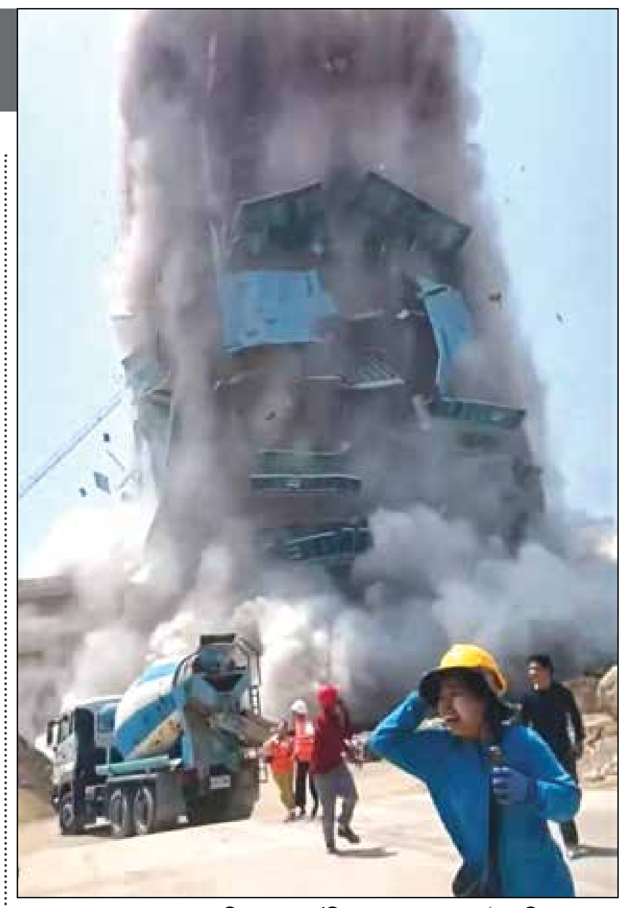

ব্যাংককের একটি বহুতল গুঁড়িয়ে যাওয়ার মুহূর্তের ছবি।

মায়ানমারের নেপিদ্যর রাস্তা। ভূমিকম্পের পর।

ভূমিকম্পের জেরে ভেঙে পড়েছে। শুক্রবার নেপিদ্যয়।

ভিড়ে বিপর্যস্ত নেপিদ্যর হাসপাতাল

নেপিদ্য, ২৮ মার্চ : চিৎকার, কান্না আর হুড়োহুড়ি। এক বিছানায় দুই বা ৩ জনের গাদাগাদি ভিড়। সেই ভিড় বিছানা, চার দেওয়াল টপকে হাসপাতালের বাইরে পৌঁছে গিয়েছে। খোলা আকাশের নীচে মাটিতে শুয়ে আহতরা। পাশে স্যালাইনের বোতল হাতে পরিজনরা। কেউ ছুটছেন চিকিৎসক বা ওষুধের খোঁজে। কেউ আবার নিখোঁজ আত্মীয়-বন্ধুর সন্ধানে ব্যস্ত। মৃতের ভিড়ে হাসপাতালের মর্গ উপচে গিয়েছে। যদিও মৃতের সংখ্যা নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্য কর্মী কেউই। শুক্রবারের ভূমিকম্পের পর এটাই মায়ানমারের রাজধানী নেপিদ্যর সবচেয়ে বড় হাসপাতালের ছবি। সরকারিভাবে যে প্রতিষ্ঠানের শয্যা সংখ্যা একহাজার। এই পরিসংখ্যান আর ওপরের খণ্ড দৃশ্যই বলে দিচ্ছে জোড়া ভূমিকম্পের ফলে মায়ানমারের অবস্থা এখন কেমন।

ওই হাসপাতালকে 'ব্যাপক হতাহতের এলাকা' বলে ঘোষণা করেছে প্রশাসন। এদিন রাত পর্যন্ত মায়ানমার সরকারের হিসাব অনুযায়ী, মৃতের সংখ্যা মাত্র ২০। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকে নমাজ পড়ার সময় একটি মসজিদের দেওয়াল ধসে প্রাণ হারিয়েছেন। সেখানে ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও ১০ জনের আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অংশে বাড়িঘরের নীচে শতাধিক মানুষ চাপা পড়ে রয়েছেন বলে একাধিক সূত্র জানিয়েছে।

নেপিদ্যর হাজার শয্যার হাসপাতালের এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, ভূমিকম্পে মৃত ও আহতদের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। চিকিৎসক ও কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু হতাহতের সংখ্যা এত বেশি যে তাঁদের পক্ষে সংকট সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। আচমকা রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামে টান পড়েছে। চিকিৎসকের কথায়, 'আমি এর আগে এমন কিছু দেখিনি। আমরা মোকাবিলা করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমি খুব ক্লান্ত।'

এপ্রিলে বিদেশ সফরে মোদি-রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : মাস ঘুরলেই বিদেশ সফরে বেরোচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বিমস্টেক সম্মেলনে যোগ দিতে ৩-৪ এপ্রিল থাইল্যান্ড যাচ্ছেন মোদি। বিমস্টেক সম্মেলন শেষে ৪-৬ তারিখ শ্রীলঙ্কা সফর করবেন তিনি। অপরদিকে রাহুল গান্ধি ১৯ এপ্রিল মার্কিন সফরে যাচ্ছেন। সূত্রের খবর, তিনি সেখানে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেবেন। পরে বস্টনে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও কথা বলবেন রায়বেরেলির সাংসদ। রাহুল এর আগে গতবছর সেপ্টেম্বরে ডালাসে গিয়েছিলেন। সেখানে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পর ওয়াশিংটনের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন তিনি।

বৃহস্পতিবারই অক্সফোর্ড বিশবিদ্যালয়ের কেলগ হলে বক্তৃতা দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তৃতার ফাঁকে দর্শককূলের একাংশ আরজি কর, যাদবপুর ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখালেও শেষপর্যন্ত বক্তৃতা বানচাল হয়নি। শুক্রবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পাইতোংতার্ন শিনাওয়াত্রার আমন্ত্রণে ৩-৪ এপ্রিল ব্যাংকক যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ৪ এপ্রিল ষষ্ঠ বিমস্টেক সম্মেলনে অংশ নেবেন তিনি। থাইল্যান্ড বর্তমানে বিমস্টেক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছে। এই নিয়ে তৃতীয়বার থাইল্যান্ড সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিমস্টেক সম্মেলনের ফাঁকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে মোদির সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে। থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং মজবুত করার ব্যাপারে আলোচনা হওয়ার কথা।

থাইল্যান্ড সফর সেরে ৪ এপ্রিল শ্রীলঙ্কা যাবেন মোদি। দেখা করবেন দ্বীপরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট অনুরাকুমারা দিশানায়েকের সঙ্গে। অনুরাধাপুরায় ভারতের আর্থিক সহযোগিতায় যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প হয়েছে, সেগুলিরও সূচনা করবেন মোদি।

জেলেনস্কির অপসারণ চান পুতিন

মস্কো, ২৮ মার্চ : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে শান্তি আলোচনা নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ল। দুই পড়শি দেশের যুদ্ধ বন্ধ করতে কিভ ও মস্কোর মধ্যে সরাসরি আলোচনা জরুরি। পুতিন কিভের সঙ্গে বৈঠকের ব্যাপারে জেলেনস্কিকে সরানোর ওপর জোর দিলেন। তাঁর কথায়, জেলেনস্কির বদলে ইউক্রেনে অন্তর্বর্তী প্রশাসন গড়ে উঠুক। তাঁর দাবি, যুদ্ধক্ষেত্রে ও আলোচনার টেবিলে মস্কো আধিপত্য বিস্তার করেছে। এই আবহে পুতিন ইউক্রেনের সব সেনাকে ঝাড়েমূলে নিকেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন রুশ সেনাকে।

ক্রেমলিন এই যুদ্ধের জন্য জেলেনস্কিকেই দায়ী করেছে। পুতিন ও জেলেনস্কি পরস্পরকে এড়িয়ে চলেন। কিছুদিন আগে এক মাসের যুদ্ধবিরতির কথা উঠেছিল।

পুতিনের বক্তব্য, জেলেনস্কিকে সরাতে হবে। ইউক্রেন স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। এই আবহে ইউক্রেনের চিফ অফ স্টাফ অ্যান্ড্রি ইয়ারমার্ক বলেছেন, রাশিয়া যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। শান্তির বিপক্ষে তারা।

২% ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : নয়া অর্থবর্ষ শুরু হওয়ার আগেই মুখের হাসি আরও চওড়া হল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার একটি বৈঠক বসেছিল। সেখানেই সরকারি কর্মচারীদের আরও ২ শতাংশ ডিএ বা মহার্ঘভাতা এবং ডিআর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের ডিএ ৫৩ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৫৫ শতাংশে। চলতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে বর্ধিত হারে ডিএ পাবেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা। মোদি সরকারের নতুন সিদ্ধান্তে উপকৃত হবেন প্রায় ৪৮.৬৬ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং ৬৬.৫৫ লক্ষ পেনশনভোগী। কেন্দ্রের ঘোষণায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র ফারাক বেড়ে দাঁড়াল ৩৭ শতাংশ।

গত বছর জুলাইয়ে শেষবার ডিএ বাড়িয়েছিল কেন্দ্র। সেই বার ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫৩ শতাংশ করা হয়েছিল ডিএ-র পরিমাণ। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন তথ্য ও সম্প্রচার এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। বর্ধিত হারে ডিএ এবং ডিআর দেওয়ার জন্য প্রতিবছর সরকারি কোষাগার থেকে খরচ হবে ৬৬১৪.০৪ কোটি টাকা। সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সূত্র মেনে এই ডিএ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতিমারীর সময় তিনবার ডিএ স্থগিত করে দিয়েছিল কেন্দ্র। ২০২১ থেকে ফের ডিএ দেওয়া শুরু হয়। তবে বৃদ্ধির হার কম হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে সরকারি কর্মচারী মহলে। গত কয়েক বছরে মহার্ঘভাতা বেড়েছে ৩-৪ শতাংশ করে। বৃদ্ধির হার এত কম কেন? জানা গিয়েছে, খুচরো পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার কারণেই এই সিদ্ধান্ত।

কাঠুয়ায় জঙ্গি সংঘর্ষে মৃত্যু চার পুলিশকর্মীর

জম্মু, ২৮ মার্চ : জঙ্গি দমন অভিযানে বেরিয়ে জম্মুর কাঠুয়ার গভীর জঙ্গলে মৃত্যু হল চার পুলিশকর্মীর। শুক্রবার সকালে ড্রোনের মাধ্যমে তল্লাশি চালিয়ে মৃত চতুর্থ পুলিশকর্মীর দেহ উদ্ধার করা হয়। চলতি সন্ত্রাস দমন অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনী ৫ জঙ্গিকে হত্যা করে। আরও কয়েকজনের খোঁজ চলছে। নিহত জঙ্গিরা নিষিদ্ধ জৈশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পুলিশের দাবি, সম্প্রতি হিরানগর সেক্টর দিয়ে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল।

রবিবার থেকে কাঠুয়ায় পাঁচদিন ধরে সন্ত্রাসদমন অভিযান চালাচ্ছে সেনা, এনএসজি, বিএসএফ, সিআরপিএফ এবং এসওজি'কে নিয়ে গঠিত যৌথবাহিনী। মঙ্গলবার এক স্থানীয় বাসিন্দা পুলিশকে জানান, দুই ব্যক্তি সেনার পোশাক পরে গ্রামে ঢুকে তাঁদের কাছে জল চেয়েছিল। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে জঙ্গিদের সন্ধানে পুলিশ গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ঘাটি জুঠানার জঙ্গলে দু'পক্ষের গোলাগুলি চলাকালীন তিন জঙ্গির মৃত্যু হয়। অন্যদিকে মৃত্যু হয় চার পুলিশকর্মীরও। গুরুতর জখম হন দুই সেনা জওয়ান এবং এক ডেপুটি সুপার সহ পাঁচ পুলিশকর্মী। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। অভিযানের সময় ডিএসপি পদমর্যাদার এক কর্তা নিখোঁজ হয়ে গেলেও পরে তাঁকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। তবে মৃত্যু হয়েছে তাঁর তিন দেহরক্ষীর।

জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি জারি রয়েছে সেনাবাহিনীর। শুক্রবার কাঠুয়ায়।

বৃহস্পতিবারের সংঘর্ষের পর যৌথবাহিনী পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে নতুন উদ্যমে তল্লাশি শুরু করে। জঙ্গিদের খুঁজে বের করতে নামানো হয় ড্রোন, হেলিকপ্টার এবং প্রশিক্ষিত পুলিশ কুকুর। এদিকে যৌথবাহিনীর তাড়া খেয়ে জঙ্গিরা ২০ কিলোমিটার দূরে সানিয়ালের গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। তাদের ফেলে যাওয়া আমেরিকার তৈরি এম-ফোর রাইফেল, গ্রেনেড সহ অত্যাধুনিক বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

সন্ত্রাস দমন অভিযানে নিহত পুলিশকর্মীদের বীরত্বকে সম্মান জানিয়েছে সেনাবাহিনীর 'রাইজিং স্টার কোর'। শুক্রবার এক পোস্টে তারা লিখেছে, 'কাঠুয়ায় সন্ত্রাস দমন অভিযানে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে জীবন উৎসর্গ করা (জম্মু ও কাশ্মীর) পুলিশের সদস্যদের আমরা সালাম জানাই। তাঁদের সাহস ও আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে এফআইআরের আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ : বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বাসভবনে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় এফআইআর চেয়ে করা একটি আবেদন শুক্রবার খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অভয় এস ওকা ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইঞার বেঞ্চ বলেছে, 'অভ্যন্তরীণ তদন্ত চলছে। রিপোর্টে যদি অনিয়ম ধরা পড়ে, তবে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেওয়া হতে পারে বা সংসদের কাছে বিষয়টি পাঠানো হতে পারে। এই মুহূর্তে এ সংক্রান্ত আবেদনের শুনানি উপযুক্ত হবে না।'

দুই আইনজীবী ম্যাথিউস নেডুমপারা ও হেমালি সুরেশ কুর্নের তরফে করা আবেদনে বলা হয়েছিল, ঘটনার এক সপ্তাহ পরেও কোনও গ্রেপ্তার বা নথি বাজেয়াপ্ত করার পদক্ষেপ করা হয়নি। তাই এটি পুলিশের তদন্তের বিকল্প হতে পারে না। এ বিষয়ে আদালতের বক্তব্য, 'তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পর সব বিকল্প খোলা থাকবে। কিন্তু এই মুহূর্তে এফআইআর করার আবেদন অযৌক্তিক।' অন্যদিকে বিচারপতি ভার্মাকে তাঁর মূল আদালত এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলি করার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার শুক্রবার ঘোষণা করেছে। এই সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশ মোতাবেক নেওয়া হয়েছে।

স্ত্রীকে খুনের পর বাবাকে ফোন

বেঙ্গালুরু, ২৮ মার্চ : স্ত্রী মুশকানের হাতে খুন হন মীরাটের সৌরভ রাজপুত। তাঁর অর্থ হাতাতে প্রেমিক সুহেলের সঙ্গে রিহার্সাল করে খুন করা হয়। তদন্তে জানা গিয়েছে, ফিঙ্গার প্রিন্ট মুছে ফেলতে স্বামীর দেহ ১৫ খণ্ড করেছিল তারা। সেই রেশ কাটেনি। এরমধ্যেই বেঙ্গালুরুতে তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর হাতে খুন হলেন স্ত্রী।

সূত্রের খবর, নিছক ঝগড়া থেকে স্বামী মেজাজ হারিয়ে ফেলে স্ত্রীকে খুন করেন। তারপর দেহ স্যুটকেশে পুরে শৌচালয়ে রেখে বাবা ও পড়শিকে ফোনে জানান বেঙ্গালুরুর তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী রাকেশ রাজেন্দ্র খেদকার। খুনের পর পালান। পুলিশ পুনে থেকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু হয়েছে।

বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে। দেহ উদ্ধার করে পুলিশ জানিয়েছে, রাকেশ ফিনাইল খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। গৌরীর পরিবার রাকেশের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে।

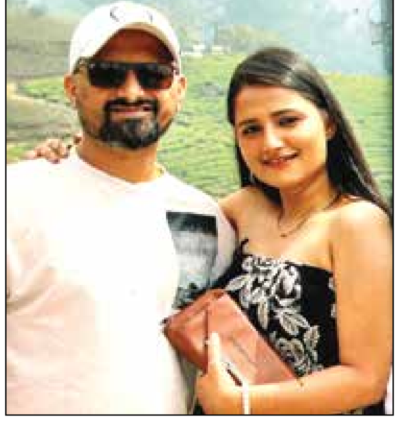

সস্ত্রীক রাকেশ রাজেন্দ্র খেদকার। -ফাইল ছবি

রাকেশ রাজেন্দ্র খেদকারের বাড়ি মহারাষ্ট্রে। মাস খানেক আগে একটি কোম্পানিতে সিনিয়ার প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটরের চাকরি পেয়ে তিনি বেঙ্গালুরুতে চলে আসেন। গৌরী আগের চাকরি ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে বেঙ্গালুরুতে আসেন। কিন্তু উপযুক্ত চাকরি পাননি। এই নিয়ে নিত্যদিন স্বামীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হত। চাকরি না পাওয়ায় স্বামীকেই দোষারোপ করেছেন। একথা জানিয়েছেন রাকেশের বাবা রাজেন্দ্র। তিনি জানিয়েছেন, রাকেশ ও গৌরী পিসতুতো-মামাতো তুতো ভাইবোন। তাঁরা এই বিয়ে চাননি। দু'জনেই জেদ ধরেছিল। তাই তাঁরা বিয়ে দিতে বাধ্য হন। গৌরীর মা রাকেশের বাবার বোন। পুত্রবধূ গৌরী তাঁর ভাগ্নি। রাজেন্দ্র এও জানান, গৌরীর ঝগড়া করা স্বভাব। অশীতিপর মাকেও নানাভাবে হয়রানি করত। ভাইকেও মারধর করত।

রাকেশ পুনে পুলিশের হেপাজতে রয়েছেন। বেঙ্গালুরু পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে প্রশ্ন করবে।

চাষিদের থেকে টমেটো কোম্পানিতে

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৮ মার্চ : একদিকে ভিনরাজ্যে টমেটো চাষ, অন্যদিকে হলদিবাড়ির কিছু ব্যবসায়ীর একতরফা বাজার নিয়ন্ত্রণে ক্ষতির মুখে চাষিরা। গত কয়েক বছর ধরে টমেটোর দাম নিম্নমুখী হওয়ায় অনেক কৃষকই টমেটো চাষ থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। উপযুক্ত দাম না মেলায় পাইকারি বাজারে টমেটো ফেলে কৃষকদের বিক্ষোভ করতেও দেখা গিয়েছে। তবে এবার যেন সুদিন ফিরতে চলেছে টমেটোচাষিদের। কলকাতার একটি সস ও জেলি কোম্পানি কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি টমেটো কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যে ল্যাবে হলদিবাড়ির টমেটোর গুণগতমান পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়েছে তাঁরা।

বুধবার হলদিবাড়ি থেকে সাড়ে সাত টন টমেটো নিয়ে যায় ওই বেসরকারি কোম্পানি বলে জানিয়েছেন হলদিবাড়ি ব্লকের হর্টিকালচার দপ্তরের ক্ষেত্র পরামর্শদাতা মানস মিত্র। তাঁর কথায়, 'কলকাতার এক কোম্পানি হলদিবাড়ির টমেটোর গুণমান যাচাই করেছে।' হলদিবাড়ির আশপাশে শিল্প স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করছেন সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিজোদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

হলদিবাড়ি ব্লকের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ টমেটো চাষের সঙ্গে যুক্ত। ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ১৪০০ হেক্টর জমিতে টমেটো চাষ হয়। একটা সময় টমেটো চাষ করে আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়েছিলেন হলদিবাড়ির চাষিরা। তবে গত কয়েক বছরে সেই চিত্রটা বদলেছে। সঠিক দাম না মেলায় বর্তমানে টমেটো চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ীর ওপরই দায় চাপিয়েছেন কৃষকরা।

চাষি ললিত বর্মনের কথায়, 'স্থানীয় পাইকাররা বাইরের পাইকারদের হলদিবাড়ি বাজার থেকে টমেটো কিনতে দেন না। এতে টমেটোর সঠিক মূল্য পাওয়া যেত না। এখন কোম্পানির তরফে কৃষকদের কাছ থেকে টমেটো কেনার উদ্যোগ নেওয়ায় সকলে ভালো দাম পাবেন।'

দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে বাইরের কোম্পানি চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি টমেটো কিনতে শুরু করছে। গত ১ মার্চ কোচবিহার জেলা উদ্যানপালন দপ্তর ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের উদ্যোগে

> পাইকার বাদ দিয়ে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে টমেটো কেনা হলে কৃষকরা টমেটোর সঠিক মূল্য পাবেন। পুনরায় হলদিবাড়ির কৃষি অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।
>
> **লোকনাথ রায়**
> সদস্য, ফার্মার্স ক্লাব

হলদিবাড়িতে রাজ্যের বিভিন্ন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মালিক ও কৃষকদের নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানেই কলকাতার এক কোম্পানি ওই প্রস্তাব দেয়। ফার্মার্স ক্লাব সবুজ বাংলা অ্যাগ্রি অ্যান্ড প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের সদস্য লোকনাথ রায় বলেন, 'পাইকার বাদ দিয়ে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে টমেটো কেনা হলে কৃষকরা টমেটোর সঠিক মূল্য পাবেন। পুনরায় হলদিবাড়ির কৃষি অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।' পরিস্থিতির বদল হবে বলে জানিয়েছেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। তিনি বলেন, 'এ বছর পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হবে। অনেক চাষি টমেটো চাষ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চাষিদের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকারের উদ্যানপালন দপ্তর।'

গণধর্ষণ নয়, দাবি সিবিআইয়ের

সাক্ষী কারা, জানতে চান বিচারপতি

রিমি শীল

কলকাতা, ২৮ মার্চ : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের গণধর্ষণ হয়নি, একজনই ধর্ষণ করেছে। হাইকোর্টে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট মুখবন্ধ খামে জমা দিয়ে দাবি করল সিবিআই। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারীকৃত নমুনার ফরেন্সিক রিপোর্ট ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই আদালতে এই দাবি করে সিবিআই। এখন ঘটনার নেপথ্যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানান তদন্তকারীরা। শুক্রবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তদন্তকারী সংস্থাকে নির্দেশ দেন, এখনও পর্যন্ত কত জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তার তালিকা জমা দিতে হবে। কোনও ক্ষেত্রে তদন্ত আটকে গেলে তা জানাতে হবে। কলকাতা পুলিশের থেকে পাওয়া কেস ডায়েরিও আদালতে পেশ করতে হবে সিবিআইকে। এদিন শিয়ালদা নিম্ন আদালতেও তিন পাতার রিপোর্ট জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

শুক্রবার আদালতে রিপোর্ট জমা দিয়ে সিবিআই দাবি করে, ১৪ জন

চিকিৎসকের মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী নমুনায় একজন অভিযুক্তের ডিএনএ পাওয়া গিয়েছে। মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও তদন্তের ভিত্তিতে এই ঘটনা গণধর্ষণ নয়।

বিচারপতি জানতে চান, এখন সিবিআই কোন বিষয়ের ভিত্তিতে তদন্ত করছে। তারা উত্তরে জানায়,

> ### আরজি কর
> এখনও পর্যন্ত কত জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তার তালিকা জমা দিতে হবে
>
> কোনও ক্ষেত্রে তদন্ত আটকে গেলে তা জানাতে হবে
>
> কলকাতা পুলিশ থেকে পাওয়া কেস ডায়েরিও আদালতে পেশ করতে হবে

বৃহত্তর ষড়যন্ত্র, তথ্যপ্রমাণ লোপাটের বিষয় তদন্তাধীন রয়েছে। তবে কবে তদন্ত শেষ হবে তার নির্দিষ্ট সময়সীমা আদালতে জানাতে পারেনি সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থা জানায়, হাসপাতালের নার্স, চিকিৎসক সহ প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। বিভিন্ন নথির পরীক্ষা করা হয়েছে। তবে পুনরায় তদন্ত ও সিবিআইয়ের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, নিম্ন আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। একজনকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা হয়েছে। এরপর একই অভিযোগের ক্ষেত্রে কি পুনরায় তদন্ত করা যায়? সিবিআইয়ের বক্তব্য অনুযায়ী তারা ষড়যন্ত্র ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটের বিষয়টি তদন্ত করছে। এক্ষেত্রে মূল মামলার থেকে এই বিষয়টি আলাদা মামলা হতে পারে। মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে সিবিআইয়ের উৎসাহ দেখা যায় কিন্তু উপসংহারে কবে পৌঁছোবে তা বলতে পারে না। আইন অনুযায়ী আদালত যদি পুনরায় তদন্ত বা তদন্ত হস্তান্তরের নির্দেশ দেয় তাহলে রাজ্যের কোনও আপত্তি নেই।' মৃত তরুণী চিকিৎসকের পরিবারের তরফে আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্র দাবি করেন, 'পুলিশ ও সিবিআইয়ের পর্যায়ক্রমে তদন্ত পদ্ধতি দেখলে আপনি বিস্মিত হয়ে যাবেন। এখনও পর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের বয়ান নেওয়া হয়নি। পরিবার এফআইআর না করা পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর রুজু করেনি।' সিবিআই জানায়, সহকারী সুপারের বক্তব্য নেওয়া হয়েছিল। বিচারপতি জানতে চান, চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাস, মলি বন্দ্যোপাধ্যায়, রিনা দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ ও শুধুমাত্র অভিযুক্তেরই ডিএনএ নমুনা পরীক্ষা হয়েছে কি না। সিবিআই সমস্ত কিছু তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে বলে উল্লেখ করে। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৩ এপ্রিল। নিম্ন আদালতে রিপোর্ট জমা দিয়ে সিবিআই জানিয়েছে, নতুন ২৪ জনের বয়ান রেকর্ড হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নতুন করে তিন জনের কল ডিটেলস দেখা হচ্ছে।

বসন্ত-দুপুরে বিপ্লব ও নবরত্ন

প্রথম পাতার পর

৩ প্রতিনিধি রণজিৎ দেব, বিপুল দাস ও রম্যাণী গোস্বামী। আর হ্যাঁ, থাকার কথা ছিল পুরস্কারপ্রাপক নবরত্নের। তবে ছিলেন ৮ জন। সেরা কবি বিভাগের তৃতীয় স্থানের পুরস্কারপ্রাপক মালদার বিটু দাস আসতে পারেননি ব্যক্তিগত কারণে।

শুরুতেই হিমাংশু যা বলেছিলেন, অনেকটা তার রেশ টেনেই আরেক পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প লেখক আলিপুরদুয়ারের পিনাকী সেনগুপ্ত খোলামেলা ডাক দিলেন গল্প খোঁজার। বললেন, 'আসুন সবাই মিলে গল্প খুঁজি, কিছু না কিছু একটা ঠিকই বেরিয়ে আসবে।'

এদিন বেরিয়ে এল অনেক কিছুই। সেরা প্রাবন্ধিক মৌমিতা আলমের কথায় বেরিয়ে এল প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে থাকার ডাক। ওই একই বিভাগে দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সব্যসাচী ঘোষের বক্তব্যে বেরিয়ে এল বদলে যাওয়া বাঙালির কথা। যাঁদের বয়স চল্লিশের ওই পারে, সব্যসাচী তাঁদের এক ঝটকায় নিয়ে গিয়ে ফেললেন উনিশ-কুড়ির বয়সটায়। তখন ঘর ভর্তি নস্টালজিয়া! আবার উত্তরের কবিমহলে পরিচিত মুখ শুভঙ্কর দাস (সুভান)-এর গল্প লেখার হাতও যে যথেষ্ট সরেস, সেটাও তো বেরিয়ে এল এদিনের অনুষ্ঠানেই, যখন সেরা গল্পকার বিভাগে দ্বিতীয় স্থানের পুরস্কার নিতে হাজির হলেন তিনি।

নবীন প্রতিভার স্বীকৃতি বলে কথা। তাল মিলিয়ে সেরা কবি বিভাগে প্রথম পুরস্কার পাওয়া দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরের অনিন্দ্য সরকার তো একদমই নবীন। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েছেন সদ্য। হিমাংশু থেকে সুভান, সকলেরই সামনে এখনও অনেকটা পথ চলা বাকি। তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদক সব্যসাচী তালুকদার মনে করিয়ে দিলেন, একেবারে শুরু থেকেই উত্তরবঙ্গবাসীর মনের কথা বলে আসছে এই সংবাদপত্র। আর সাগর ছেঁচে মুক্তো বেছে নিয়ে আসার কাজটা করেছেন যাঁরা, সেই বিচারকদের সম্মাননা জানালেন জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী। বিচারকরাও জানালেন, ঠিক কীভাবে তাঁরা বেছে নিয়েছেন এই নয়জন রত্নকে।

কথায় কথায় বেলা বয়ে যায়। আর পুরস্কার দেওয়ার ফাঁকে কথায় কথায় খেই ধরিয়ে দিয়েছেন অমিতাভ কাঞ্জিলাল। ঘণ্টাদুয়েকের মেদবর্জিত ছিপছিপে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল তনুশ্রী চক্রবর্তীর সরস্বতীবন্দনার স্তোত্র পাঠ দিয়ে। শেষবেলায় তাঁরই কণ্ঠে নিরাকার আল্লার বন্দনা মনে করিয়ে দিল আসন্ন ইদ উৎসবের কথা।

খুশির ইদ। খুশির দুপুর। এসবের ঘোর কাটিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের অফিসে ঢুকতে ঢুকতে প্রায় বিকেল। প্রাক গ্রীষ্মের ধুলোমাখা, ইট-কাঠ-পাথরের শহরের কোন একটা ফাঁক দিয়ে তখন পাগলের মতো ডাকতে ডাকতে গলা শুকিয়ে ফেলছে বসন্তের কোকিল।

রেলপ্রকল্প

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, 'তৃণমূলের কয়েকজন বড় নেতা পিছনে থেকে সাপ্লাই সিন্ডিকেট চালাতে নোংরামিতে নামায় বিঘ্নিত হচ্ছে ওই প্রকল্পের কাজ।'

স্টেশন চত্বরে কান পাতলে শোনা যায় প্রকল্পের কাজ করতে এক সাপ্লাই সিন্ডিকেট দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্মাণ সংস্থার সঙ্গে নির্দিষ্ট দরে চুক্তিবদ্ধ হয়। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে অপর পক্ষ। এর জেরে চরম টানাপোড়েনে আপাতত নির্মাণসামগ্রী সাপ্লাই বন্ধ ওই কাজে। দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্মাণ সংস্থার প্রতিনিধি শ্যামলকুমার দেবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্টেশন মোড়ের এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'পুরোটাই জোর যার মুলুক তার। লড়াইটা শুধু সাপ্লাই করা নিয়ে নয় বরং নিজেদের মর্জিমতো দরে সাপ্লাই করা নিয়ে। কোটি কোটি টাকার সাপ্লাই কাজে যারা জড়িত সবাই আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী।'

নারী পাচারের গুজবে মার

রায়গঞ্জ, ২৮ মার্চ : অপহৃত নাবালিকা মেয়েকে উত্তরপ্রদেশ থেকে রায়গঞ্জের বাড়িতে ফেরাতে এসেছিলেন। কিন্তু নারী পাচারকারী গুজবে বেধড়ক মার খেতে হল নাবালিকার মা ও দাদাকে। তাদেরকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর যায় রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়িতে।

বিশাল পুলিশবাহিনী এসে তদন্ত শুরু করলে আসল রহস্য উদঘাটিত হয়। শুক্রবার বিকেলে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার কমলাবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদয়পুর ভাটা কলোনি মাঠ এলাকায়। ওই ঘটনায় নাবালিকার মা ও দাদাকে জনরোষের হাত থেকে বাঁচিয়ে কর্ণজোড়া ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন সন্ধে সাড়ে ছটা নাগাদ নাবালিকা মেয়েকে পুলিশ উদ্ধার করলেও অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। যদিও অভিযুক্তের মাকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ শহরের উদয়পুর ভাটা কলোনি এলাকার বাসিন্দা পেশায় লরিচালক অভিযুক্ত তরুণ উত্তরপ্রদেশের গোন্ডা জেলার এক সদ্য মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রীকে অপহরণ করে এদিন সকাল সাতটা নাগাদ রায়গঞ্জের বাড়িতে নিয়ে আসে। সকাল আটটা নাগাদ বাড়ি সংলগ্ন কালীমন্দিরে অভিযুক্ত তরুণের মা দুজনকে সিঁদুরদানের মাধ্যমে বিয়ে দিয়ে দেয় বলে অভিযোগ।

পরে বিকেল নাগাদ উত্তরপ্রদেশ থেকে ওই নাবালিকার মা ও দাদা ছেলের বাড়িতে আসলে ছেলের মা সহ পরিবার ছেলেধরা ও নারী পাচারকারী বলে চিৎকার শুরু করে। আশেপাশের বাড়ির লোকেরা ঘটনা সত্যি ভেবে বেধড়ক মারে ওই নাবালিকার মা আর দাদাকে।

মন মজেছে চায়ে।। *শিলিগুড়ির একটি বাগানে সিনেমার শুটিংয়ে কার্তিক আরিয়ান ও শ্রীলিলা।*

হঠাৎ জলস্ফীতি

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : পুকুরের জলে হঠাৎ কম্পন ও জলস্ফীতি হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। শুক্রবার জলপাইগুড়ির বৌবাজার সর্বজনীন কালী মন্দির সংলগ্ন পুকুরে ঘটনাটি ঘটেছে। প্রতিদিনের মতো এদিনও মন্দির কমিটির বেশ কিছু সদস্য পুকুরপাড়ে বসে ছিলেন। তখন হঠাৎই পুকুরের জলে কম্পন অনুভূত হয় বলে ওই সদস্যরা দাবি করেছেন।

যদিও সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক রাজা রাউত বলেন, 'এটি একটি আশ্চর্য ঘটনা হলেও অলৌকিক নয়। সেসময় হয়তো হালকা ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। আমরা টের না পেলেও জলের মধ্যে তা বোঝা গিয়েছে। সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের তরফে প্রকৃত কারণ খোঁজার চেষ্টা করা হবে।'

মৃত্যু শিশুর

প্রথম পাতার পর

সেই সময় বিবেকের বাবা গৌতম রায় নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কখন যে পরিবারের সদস্যের নজর এড়িয়ে বিবেক গভীর জলে চলে গিয়েছিল তা কেউই টের পাননি। ভিড়ের মাঝে বিবেককে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে পরিবারের টনক নড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরিবারের সদস্যরা ওই নাবালককে নদীর গভীর জলে ভেসে থাকতে দেখেন। দ্রুত ওই নাবালককে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিবেক বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল। ঘটনার পর তাদের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল পুত্রশোকে মা জোনাকি বারেবারেই মূর্ছা যাচ্ছেন। ছেলের শোকে গৌতম কথা হারিয়ে ফেলেছেন। বিবেকের জেঠু উত্তম রায় বলেন, 'নদীর মাঝে একটা বড় গর্ত রয়েছে। কিন্তু পুণ্যার্থীদের সতর্ক করতে কমিটির তরফে সেখানে কিছুই করা হয়নি। এমনকি গভীর জলের জায়গাটি কোনও নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়নি। জলের স্রোতে যে কেউ ওই গভীর জলের দিকে চলে যেতে পারে। বিবেকের ক্ষেত্রেই সেটা হয়েছে। মেলা কমিটির গাফিলতির জন্যই আজ আমাদের ছেলের মৃত্যু হল।' প্রতিবেশী সুনীল রায় বললেন, 'আমরা শ্রাবণ মাসে জল্পেশ যাওয়ার সময় তিস্তায় সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের দেখতে পাই। এখানে মেলা কমিটির তরফে না সিভিল ডিফেন্স কর্মী না স্বেচ্ছাসেবক, কাউকেই রাখা হয়নি। যেখানে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয় সেই জায়গায় মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই কেন?' ঘটনার পর এদিন নদীর ঘাটে গিয়ে দেখা গেল তখনও পুরোদমে পুণ্যস্নান চলছে। দুর্ঘটনার পরে গভীর জলে যাওয়া আটকাতে কমিটির তরফে কোনও নেট তখনও সেখানে লাগানো হয়নি। বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে। তা জলের স্রোতে মাঝেমধ্যেই ভেঙে যাচ্ছে বলে পুণ্যার্থীদের অভিযোগ।

থমথমে মোথাবাড়ি

বাঁধাপুকুর ও মোথাবাড়ি, ২৮ মার্চ: মোথাবাড়িতে উত্তেজনার পরদিন আবার রণক্ষেত্র ইংরেজবাজারের বাঁধাপুকুর। পুলিশ-জনতার খণ্ডযুদ্ধে বাধে। এক আধিকারিক সহ বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী রক্তাক্ত হন। মোথাবাড়িতে অবশ্য শুক্রবার সন্ধ্যায় শান্তি বৈঠক হয়। তার আগে অবশ্য বৃহস্পতিবারের গোলমালে পুলিশ ৬টি মামলা রুজু করে। গ্রেপ্তার করা হয় ৩৪ জনকে।

এলাকায় রয়েছে ২৫টি পুলিশ পিকেট। ৭টি মোবাইল ইউনিট টহল দিতে থাকায় মোথাবাড়ি জুড়ে ভারী বুটের শব্দ। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার সকাল থেকে গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে পথ অবরোধ শুরু হয়। ইংরেজবাজারের বাঁধাপুকুরে অবশ্য অন্য একটি ঘটনার জন্য বিক্ষোভ দেখায় একদল মানুষ। শুরু হয় অবরোধও। সেই অবরোধ তুলতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ।

তখন জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। পালটা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোড়ে ক্ষিপ্ত জনতা। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে বেশকিছু গাড়িতে ভাঙচুর চলে। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদবের দাবি, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। গুজব যেন কেউ না ছড়ান।' স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গাজোলে একটি পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজবের জেরে বাঁধাপুকুরে অবরোধ হয়েছিল। পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে গেলে উত্তেজিত জনতার সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়।

জেলাজুড়ে থানা ঘেরাও বিজেপির

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৮ মার্চ : মোথাবাড়ির ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি ও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা অবনতির অভিযোগে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলার নানা জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল, পথ অবরোধ, থানা ঘেরাওয়ের মতো একাধিক কর্মসূচিতে শামিল হল বিজেপি। এদিন সন্ধ্যায় মোথাবাড়ির ঘটনার তীব্র নিন্দা করে একটি মিছিল জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা মোড়ে আসে। টায়ার জ্বালিয়ে সেখানে প্রায় আধ ঘণ্টা পথ অবরোধ করে গেরুয়া শিবির। শহরের প্রাণকেন্দ্রের ওই চারমাথা মোড়ে স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। অবরোধ উঠে গেলে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। যে কোনওরকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তা।

এদিকে, এদিন বিকেলে থানা মোড় থেকে শুরু হয়ে ঘড়ি মোড় ও বাসস্ট্যান্ড হয়ে বিজেপির ছাত্র যুব মহিলাদের মিছিল স্লোগান দিতে দিতে উপস্থিত হয় মাল থানায়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বিধানসভার আহ্বায়ক রাকেশ নন্দী, টাউন সভাপতি নবীন সাহা, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা। বিধায়ক বলেন, 'রাজ্যে আইনের শাসন বলে কিছু নেই। সরকার চালাতে না পারলে তিনি গদি ছেড়ে দিন। আমরা বিধানসভায় নানা বিষয়ে আওয়াজ তুললেও দূরদর্শনে দেখানোর ব্যবস্থা না থাকাতে সেটা সাধারণ মানুষ দেখতে পান না।' এদিন নাগরাকাটা থানাতেও বিজেপির নেতা-কর্মীরা মিছিল করে এসে বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশের কাছে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।

উপস্থিত ছিলেন নাগরাকাটার বিধায়ক, বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেল, চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা প্রমুখ।

ক্ষোভের আগুন নেভাতে জলকামান

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : সুদূর লন্ডনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন এসএফআই কর্মীরা। শুক্রবার ছিল বাম ছাত্র-যুবদের উত্তরকন্যা অভিযান। আগেরদিন মমতার উদ্দেশে এমন 'প্রতিবাদ' যে অভিযানে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে, তা আন্দাজ করা যাচ্ছিল। আন্দাজটা যে খুব ভুল নয়, তা পরিষ্কার হয়ে যায় এদিন সকালে। তরুণ কমরেডদের চোখেমুখে উদ্দীপনার ছাপ তখন স্পষ্ট। কিন্তু অর্ধেক রাস্তা যেতে না যেতেই বদলে গেল মুখের অভিব্যক্তি। একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরে যেতে হল ভিনজেলা থেকে আসা ডিওয়াইএফআই কর্মী-সমর্থকদের। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, জলকামানের মুখে পড়েন কমরেডরা। তাল কাটল অভিযানের।

এদিন সকাল সাড়ে দশটার পর থেকেই কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদা, জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন জেলা থেকে গাড়িভর্তি করে কর্মী-সমর্থকরা আসতে শুরু করেছিলেন। অনেকটা পথ যেতে হবে ভেবে কেউ কাকভোরে ঘুম থেকে ওঠেন। কেউ আবার কাজ মুলতুবি রেখে পাড়ি দেন উত্তরকন্যার উদ্দেশে।

এই যেমন হৃদয় কর্মকার। হৃদয়ে বেকারত্বের জ্বালা নিয়ে মালদা থেকে ট্রেনে চেপে সকালসকাল শিলিগুড়িতে আসেন তিনি। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েছেন। কিন্তু এখনও চাকরি জোটেনি। হৃদয়ের কথা, 'আমার অনেক বন্ধু এই রাজ্যে কাজ না পেয়ে ভিনরাজ্যে রয়েছে। তাই এ রাজ্যে কাজের দাবিটা আমার কাছে খুব প্রাসঙ্গিক। পুলিশের সহযোগিতা চেয়েছিলাম। কিন্তু এমনভাবে জলকামান প্রয়োগ করা হল, উত্তরকন্যায় গিয়ে দাবিটাই তুলে ধরতে পারলাম না।'

বামেদের রুখতে সর্বশক্তি

প্রথম পাতার পর

তাঁদের মধ্যে দুজন মহিলা পুলিশকর্মী রয়েছেন। গোটা ঘটনায় পুলিশ দুটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে। শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'দুটি পৃথক মামলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ধারা দেখে অভিযুক্তদের আদালতে পাঠানো হবে।'

মীনাক্ষীর বক্তব্য, 'আমরা ব্যারিকেড ভাঙিনি, কোনও প্ররোচনা দিইনি। তা সত্ত্বেও পুলিশ আমাদের কর্মী-সমর্থকদের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করেছে।'

বেকার-বিরোধী দিবসে স্থায়ী কাজ, বিভাজন রোখা সহ একাধিক দাবিতে শুক্রবার উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছিল ডিওয়াইএফআই। সেইমতো শুক্রবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ির জলপাই মোড়ে জমায়েতে শামিল হন বাম যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। বেলা দুটো নাগাদ সেখান থেকে মিছিল শুরু হয়ে উত্তরকন্যার দিকে এগোতে থাকে।

এদিকে, বাম ছাত্র-যুবদের আন্দোলন রুখতে এশিয়ান হাইওয়েতে তিস্তা ব্যারেজের দপ্তরের সামনে থেকে উত্তরকন্যা পর্যন্ত ছয়টি ব্যারিকেড করে পুলিশ। প্রথম ব্যারিকেডের সামনেই জলকামান, ঢাল, কাঁদানে গ্যাস এবং লাঠি নিয়ে বাহিনীকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে সংঘাত নয়, ব্যারিকেড সরিয়ে দিলে তবেই উত্তরকন্যা যাবে বলে দাবি করে ব্যারিকেডের সামনে থমকে যান আন্দোলনকারীরা।

ব্যারিকেডের ৫০ মিটার দূরে রাস্তার ওপর বসে পড়েন তাঁরা। ঘণ্টাখানেক রাস্তার ওপর বসেছিলেন তাঁরা। একসময় তাঁদের অবস্থান থেকে স্লোগান উঠলে হঠাৎই জলকামান দাগতে শুরু করে পুলিশ। জলকামানের মুখোমুখি বসে ছিলেন মীনাক্ষী সহ সংগঠনের প্রথম সারির যুব নেতারা।

জলকামানেও তাঁদের সরাতে না পেরে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো শুরু হয়। একের পর এক সাত রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের শেল চার্জ করে পুলিশ। এরপরেও মীনাক্ষীরা রাস্তা থেকে না ওঠায় ব্যারিকেড খুলে এগিয়ে এসে লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। রাস্তায় বসে থাকা মীনাক্ষী সহ সংগঠনের নেতা-নেত্রীদের ওপর যথেচ্ছ লাঠিচার্জ করা হয়। রাস্তা থেকে মীনাক্ষীদের চ্যাংদোলা করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ।

এরপর বাকি বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে রে-রে করে তেড়ে যায় লাঠিধারী বাহিনী। উত্তেজনার পারদ চড়ে যায়। পালটা পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিল পড়তে থাকে। পুলিশ আরও কয়েক পা এগোলে বিক্ষোভকারীরা নাগাড়ে ঢিল ছুড়তে থাকেন।

এরপর পুলিশ চারটি ভাগ হয়ে চারদিক থেকে তাড়া করে। প্রথমে নৌকাঘাট এলাকা পার করে আন্দোলনকারীদের পিডব্লিউডি মোড় পর্যন্ত হটিয়ে দেওয়া হয়। এতক্ষণ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের কিছুটা লুকোচুরি চলছিলই। ইতিমধ্যে পুলিশের একাংশ অটো এবং টোটোতে চেপে হঠাৎ করে বিক্ষোভকারীদের সামনে নেমে এলোপাতাড়ি লাঠিচার্জ শুরু করে। ছত্রভঙ্গ হয়ে সকলে পালিয়ে যান।

রাস্তা বন্ধে ভোগান্তি শিলিগুড়িতে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : ডিওয়াইএফআইয়ের আন্দোলন সামলাতে পুলিশের অতিসক্রিয়তায় ভুগতে হল শহরবাসীকে। ফুলবাড়ি থেকে শহরে ঢোকার এবং এয়ারভিউ মোড়, থানা মোড় থেকে বর্ধমান রোডের দিকে আসা সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল পুলিশ। এর আগে যতবার উত্তরকন্যা অভিযান হয়েছে সব ক্ষেত্রেই অ্যাম্বুল্যান্সকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার আন্দোলনের জেরে সকাল থেকে জরুরি পরিষেবার গাড়ি, অ্যাম্বুল্যান্সকেও ছাড় দেওয়া হয়নি। ক্যানসার আক্রান্ত বা ২০ দিনের শিশুকে নিয়ে যাওয়া অ্যাম্বুল্যান্সকেও এদিন নৌকাঘাট হয়ে ফুলবাড়ির দিকে যেতে দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়েই গুরুতর অসুস্থ রোগীদের নিয়ে নৌকাঘাট, রাঙ্গাপানি, ক্যানাল রোড হয়ে ফুলবাড়ির দিকে যেতে হয়েছে অ্যাম্বুল্যান্সগুলিকে। ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাঁর ফোন পরিষেবা সীমার বাইরে থাকায় বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ডিওয়াইএফআইয়ের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শুক্রবার উত্তরকন্যা অভিযান ছিল। তাই আগে থেকেই ট্রাফিক পুলিশের তরফে শহরের একাধিক রাস্তা বন্ধ করা হয়েছিল। ফুলবাড়ির দিক থেকে শহরে ঢোকার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ক্যানাল রোড দিয়ে ওই গাড়িগুলিকে ইস্টার্ন বাইপাস, চেকপোস্ট, মাল্লাগুড়ি হয়ে শহরে ঢোকানো হয়েছে। একই পথে শহর থেকে বাইরে যাওয়ার গাড়িগুলিকে বের করা হয়েছে। শহরের ভেতরে শিলিগুড়ি জংশনের দিক থেকে জলপাই মোড়ের দিকে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

মেলেনি গাড়ি, হেঁটে যাতায়াত। ছবি : তপন দাস

বেলা বারোটা থেকে এই বিধিনিষেধ চালু করা হয়েছিল। শুধু বাইক এবং ছোট চারচাকা গাড়িকে ঝংকার মোড় পর্যন্ত আসতে দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে, থানা মোড় থেকে স্টেশন ফিডার রোড ধরে জলপাই মোড়ের দিকে আসা গাড়িকে হিন্দি হাইস্কুলের মোড় থেকে শক্তিগড়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জলপাই মোড় থেকে কিছু গাড়ি পিঅ্যান্ডটি-র গলি দিয়ে শক্তিগড়ের দিকে ডাইভার্ট করা হয়েছিল। অ্যাম্বুল্যান্সকে অন্যান্য এলাকায় ছাড় দেওয়া হলেও নৌকাঘাট মোড়ের কাছে আটকে দেওয়া হয়। পরপর দুটি অ্যাম্বুল্যান্স ছিল ওই এলাকায়। একটিতে ২০ দিনের শিশু এবং অপরটিতে ক্যানসার আক্রান্ত একজন ছিলেন। দুজনকেই ফুলবাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু নৌকাঘাট মোড়ের কাছে যেতেই ওই অ্যাম্বুল্যান্স দুটি আটকে দেয় পুলিশ। সাধারণ মানুষের তো হয়রানি হয়েছেই, তবে রোগীদের হয়রানি হওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এমন অনেকেই রয়েছেন যাঁদের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে যেতে এদিন ব্যাপক সমস্যা হয়েছে। সুযোগ বুঝে টোটোচালকরা বেশি ভাড়া চেয়েছেন বলে অভিযোগ। কোচবিহারের বাসিন্দা সুভাষ বর্মন গাড়ির জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন নৌকাঘাট এলাকায়। তাঁর বক্তব্য, 'কোথা থেকে গাড়ি ধরব কিছুই বুঝতে পারছি না। জংশনের দিকে যেতে হলেও হেঁটে যেতে হবে আবার ফুলবাড়ির দিকে গেলেও হেঁটে যেতে হবে। একজন টোটোচালক জংশন যেতে আমার কাছে ১৫০ টাকা দাবি করেছেন।'

রমজান মাসের শেষ শুক্রবারে। জলপাইগুড়ির নবাববাড়ি মসজিদে শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ডাস্টবিন নিয়ে তর্জা

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অনুষ্ঠান বয়কট ১৩ কাউন্সিলারের

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৮ মার্চ : পূর্ব পরিকল্পনামতো শুক্রবার ময়নাগুড়ি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে দেবীনগরপাড়া বেসিক স্কুল মাঠের পাশে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন জলপাইগুড়ির মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী। কিন্তু সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করলেন শাসকদলের ১৩ জন কাউন্সিলার।

এই বয়কটের কারণ প্রসঙ্গে জানা গেল, শনিবার শহর লাগোয়া টাউন ক্লাব ময়দানে জলসার আসর বসবে। এজন্য উদ্যোক্তারা শুক্রবার পুরসভার কাছে ৪০টি ডাস্টবিন দাবি করেন, যা অনুষ্ঠান শেষে ফিরিয়ে দেবেন তাঁরা। কাউন্সিলারদের সায় থাকলেও চেয়ারম্যান ভাড়া ছাড়া ডাস্টবিন দিতে নারাজ হন। এই নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। সেই সময় কাউন্সিলার সহ জলসা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে চেয়ারম্যান দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। সেই ক্ষোভেই এদিন ১৩ জন কাউন্সিলার ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করেন। যদিও শেষমেশ চেয়ারম্যান এক-একটি ডাস্টবিন ২০ টাকা ভাড়া অনুযায়ী মোট ৪০টি ডাস্টবিন ৮০০ টাকায় ভাড়া দেওয়ার নির্দেশ দেন। উদ্যোক্তারা সেই মোতাবেক ডাস্টবিন ভাড়া নেন এবং টাকাও দেন।

অনুষ্ঠান বয়কট প্রসঙ্গে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল বলেন, 'যাঁরা জলসার জন্য ডাস্টবিন চাইতে এসেছিলেন পুর চেয়ারম্যান তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। তাই আমরা কেউই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাইনি।' পুর কর্তৃপক্ষের ব্যবহার ভালো লাগেনি বলে জানিয়েছেন জলসা উদ্যোক্তা পিন্টু ঝা। তাঁর কথায়, 'ভাড়া দিয়েই ডাস্টবিন নিয়েছি। ব্যবহার ভালো পেলে খুশি হতাম।'

যদিও চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'কারও সঙ্গে কোনও দুর্ব্যবহার করা হয়নি। নিয়ম সবাইকে মানতে হবে। পুর এলাকার বাইরে এভাবে ডাস্টবিন দেওয়া যায় না। তাছাড়া ভাড়া দিয়ে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।' নিজেদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে, তবে তা আলোচনাসাপেক্ষে মিটিয়ে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়।

অন্যদিকে, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সীতেশ বর, ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ সহ পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী, ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার চন্দনা রায় সহ অন্যরা। মহকুমা শাসক জানান, ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এখান থেকে এলাকার নাগরিকরা ৩১ মার্চ থেকে প্রতিদিন স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। একজন চিকিৎসক, একজন নার্স এবং একজন কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকবেন এখানে। এতে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের চাপ বেশ কিছুটা কমবে।

পরবর্তীতে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দনগর সাহাপাড়ায় এই ধরনের আরও একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান। এজন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে এবং অর্থবরাদ্দ হলেই কাজ শুরু করা হবে বলে তিনি জানান। মোট তিনটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তৃতীয়টির জন্য জায়গা খোঁজা হচ্ছে বলে ভাইস চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধনে মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী। শুক্রবার।

> যাঁরা জলসার জন্য ডাস্টবিন চাইতে এসেছিলেন পুর চেয়ারম্যান তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। তাই আমরা কেউই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাইনি।
>
> **গোবিন্দ পাল**
> *কাউন্সিলার, ৯ নম্বর ওয়ার্ড*

> কারও সঙ্গে কোনও দুর্ব্যবহার করা হয়নি। নিয়ম সবাইকে মানতে হবে। পুর এলাকার বাইরে এভাবে ডাস্টবিন দেওয়া যায় না। তাছাড়া ভাড়া দিয়ে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।
>
> **অনন্তদেব অধিকারী**
> *চেয়ারম্যান*

ফরওয়ার্ড ক্লাবে পুজোর প্রস্তুতি।

বাসন্তীপুজোর প্রস্তুতি মালবাজারে

মালবাজার, ২৮ মার্চ : জলপাইগুড়ির বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি বাসন্তীপুজোকে কেন্দ্র করে সাজোসাজো রব এখন মালবাজার শহরে। প্রস্তুতি পর্বের কাজ প্রায় শেষের দিকে। শহরের সুভাষ মোড়ে নবনির্মিত দুর্গা মন্দিরে থানা মোড় দুর্গাপুজো কমিটি বাসন্তীপুজোর আয়োজন শুরু করেছে। রবিবার নবরাত্রির কলস স্থাপন হবে মন্দিরে। টানা দশদিন ধরে চলবে পুজো।

অন্যদিকে, মাল শহরের এক নম্বর ওয়ার্ডে রামকৃষ্ণ কলোনি মহিলা বাসন্তীপুজো কমিটি এবং শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের ফরওয়ার্ড ক্লাবের মাঠে ধুমধাম করে বাসন্তীপুজোর আয়োজন শুরু হয়েছে। মণ্ডপের কাজ চলছে জোরকদমে। পাশাপাশি শহরের বেশকিছু বাড়িতেও বাসন্তী দেবীর আরাধনা হবে।

বিক্ষোভ মিছিল

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : ডিওয়াইএফআইয়ের উত্তরকন্যা অভিযানে পুলিশের কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো, লাঠিচার্জ সহ ২৬ জন সদস্যকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদেবিক্ষোভ দেখালেন সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা। শুক্রবার তাঁরা মিছিল করে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার সামনে আসেন। এদিনের ওই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন যুব নেতা বিপ্লব ঝা, শুভাশিস সরকার, কৌশিক ভট্টাচার্য প্রমুখ। তাঁরা বলেন, আমাদের সদস্যদের নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

বিশেষ বাস

মালবাজার, ২৮ মার্চ : মালবাজার এনবিএসটিসি'র ডিপো থেকে শুক্রবার ভোরে ইদ উপলক্ষ্যে একটি বাস কলকাতায় রওনা দেয়। ৫৫ সিটের ওই সরকারি বাসটি যাত্রী নিয়ে রওনা দেওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষ। এই বাস চালানোর মধ্যে দিয়ে পুরোনো দিনের রকেট বাসের স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন বলে জানালেন স্থানীয় কাজল সাহা ও রাজীব ঘোষরা। যদিও মাল-ডিপো ইনচার্জ মন্টু সরকারের কথায়, 'ইদ উপলক্ষ্যেই শুক্রবার এই বিশেষ বাসটি চালানো হয়।'

শিশু উদ্যান যেন জঞ্জালের মুক্তাঞ্চল

আবর্জনায় ভরেছে শিশু উদ্যান। ধূপগুড়ির সূর্য সেন কলোনিতে।

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৮ মার্চ : বিড়াল যেভাবে জাদুবলে রুমাল হয়ে যায়, অনেকটা সেরকমই কোনও অজানা ম্যাজিকে একসময়ের সুসজ্জিত শিশু উদ্যান আজ এলাকার আবর্জনা ফেলার মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে এনিয়ে স্থানীয়দের যেমন কোনও হেলদোল নেই, তেমনি পুরসভারও মাথাব্যথা নেই। পুর এলাকার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন কলোনি এলাকায় এভাবেই বছরের পর বছর পড়ে রয়েছে অতীতের শিশু উদ্যান।

প্রায় সাড়ে তিন দশক আগে তৎকালীন ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে স্লিপার, দোলনার মতো শিশুদের মনোরঞ্জনকারী একাধিক সরঞ্জাম সহ চালু হয়েছিল এই একফালি শিশু উদ্যান। যেখানে এলাকার তো বটেই, বাইরের খুদেরাও নিয়মিত যাতায়াত করত। কিন্তু তারপরেও যারা এটা তৈরি করেছিল তারাই বেশিদিন এখানে নজরদারি চালায়নি। পুরসভা হওয়ার পর সেই সুযোগ থাকলেও অজানা কারণে আড়াই দশকে সে কাজে উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি কোনও পুর বোর্ডকেই। স্থানীয় অমিত মিত্রের কথায়, 'মাঝেমধ্যেই শুনি ধূপগুড়ি শহরে পুরসভার হাতে জায়গার অভাব। অথচ এখানে সরকারি জায়গা অযত্নে, অবহেলায় পড়ে রয়েছে। শিশু উদ্যানের পুনরুজ্জীবন না হোক, পুরসভা চাইলে নিশ্চিতভাবে এখানে অন্য কিছু তো গড়ে তুলতেই পারত।'

শহরে দীর্ঘদিনের দাবি 'আই লাভ ধূপগুড়ি স্মারক' বসানোর। একসময় এসজেডিএ'র উদ্যোগে সেজন্য জোরদার খোঁজখবরও শুরু হয়। তারপর জায়গার অভাবকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে সে কাজ আর এগোয়নি। একইভাবে ভাষা শহিদ স্মারক, ক্লক টাওয়ার, পূর্ণাবয়ব মূর্তি সহ কবিগুরু প্রাঙ্গণ, জাতীয় পতাকা তোলার বেদির মতো নানা স্মারক গড়ে তোলার কথা শোনা গেলেও প্রতিবারই বাধা হয়েছে জায়গার অভাবে। মজার বিষয় একদিকে যখন পুরসভা জায়গা খুঁজে পায়নি, অন্যদিকে তখন সূর্য সেন কলোনিতে পড়ে থাকা জায়গা পুরসভার চোখেই পড়েনি। এলাকার বাসিন্দা মিঠুন চক্রবর্তীর কথায়, 'বেশ অনেকটা জায়গা পরিত্যক্ত এবং বিনা ব্যবহারে পড়েই আছে। ভালো কিছু গড়ে তোলা গেলে সেটা এলাকার পাশাপাশি গোটা শহরের জন্যেই ভালো হবে।'

এখন ওই পার্কটির জায়গায় জায়গায় আবর্জনার স্তূপ, সীমানা প্রাচীর সহ উদ্যানের বেশিরভাগ জিনিস ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও শিশুদের এক-দুটি খেলনার ধ্বংসাবশেষ আজও সেখানে দাঁড়িয়ে। সকলের আশঙ্কা এভাবে পড়ে থাকলে আগামীদিনে জবরদখলও হয়ে যেতে পারে এই দুই ফালি ফাঁকা জায়গা। অবহেলিত পার্কের পুনরুজ্জীবন নিয়ে ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'এনিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও প্রস্তাব কোনওদিন পাইনি। তবে যতটা জায়গা আছে সেখানে ভালো কিছু গড়ে তোলা যায় এ কথা সত্যি। এটা নিয়ে আগামীদিনে অবশ্যই ইতিবাচক ভাবনা নেব আমরা।'

আর পদক্ষেপের আশাতেই তিরিশ বছরের বেশি সময় পড়ে আছে শিশু উদ্যানটি। যাদের ছোটবেলার স্মৃতিতে ওই উদ্যানের ছোঁয়া রয়েছে তাঁরা মনেপ্রাণে চান এই উদ্যানটি যাতে আবার আগের মতো বাঁচিয়ে তোলা হয়। না হলে অনেকেরই জীবন থেকে একটুকরো ছেলেবেলা কার্যত হারিয়ে যাবে।

পাড়ায় পাড়ায়

জলপাইগুড়ি

উপায় নেই জল বেরোনোর

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : জলপাইগুড়ি শহরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়ায় রাস্তার একপাশে নর্দমা থাকলেও তাতে শুধু মাটি রয়েছে। মাটির আস্তরণে ঢেকে রয়েছে নর্দমাটি। ফলে জল যেতে পারছে না। দোকানি সজল বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের বাড়ির বা দোকানের জল নালায় গিয়ে পড়লেও সেখানে মাটির আস্তরণ থাকায় তা যেতে পারছে না। আবর্জনা জমে যাচ্ছে। কাউন্সিলারকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি।' ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অম্লান মুন্সির বক্তব্য, 'এক মাস আগে নর্দমা পরিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু ইঁদুর মাটি খুঁড়ে আবার বন্ধ করে দিচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি বর্ষার আগে সমাধান করতে।'

মালবাজার

বিকল পানীয় জলের মেশিন

মালবাজার, ২৮ মার্চ : মাল শহরে বাসস্ট্যান্ডের মধ্যে রয়েছে দুটি পরিস্রুত পানীয় জলের মেশিন। এর মধ্যে একটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। অপরটি সচল থাকলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে শ্যাওলা, আগাছা জমতে শুরু করেছে। ফলে সমস্যায় পড়েছেন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে যাত্রীরা। এবিষয়ে ছয় নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি রাজু সিনহা বললেন, 'বিষয়টি শুনেছি। পুরসভার তরফে দ্রুত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও মেরামত করা হবে।'

তথ্য : অনীক চৌধুরী ও সুশান্ত ঘোষ

যানজট অব্যাহত

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : যানজট থেকে রেহাই নেই জলপাইগুড়ির শহরবাসীর। শহরজুড়ে টোটোর দাপটে চলাফেরা করাই মুশকিল। বিশেষ করে দিনবাজার ও বৌবাজারের পরিস্থিতি এমন যে হেঁটে যাওয়ার উপায় নেই। ডিএসপি ট্রাফিক অরিন্দম পালচৌধুরী বলেন, 'বিষয়টি দেখা হচ্ছে। যানজট রুখতে বদ্ধপরিকর আমরা।'

দিনবাজার সেতুর ওপর গেলে চোখে পড়বে লাইন দিয়ে যাত্রীদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে টোটো। জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিকের তরফে সংশোধনাগার থেকে দিনবাজার যাওয়ার পথের একদিকে ব্যারিকেডে ব্যানার লাগিয়ে টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। পথ ঘুরিয়ে ফের ওই সেতুতেই টোটো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন চালকেরা। ফলে পথ চলতে সমস্যা হচ্ছে সাধারণ মানষের।

বাজার করতে আসা সুভাষ মণ্ডল বলেন, 'রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার উপায় নেই। এমন অবস্থা যে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলতে হয়।। প্রশাসনের এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করা উচিত।'

অপরদিকে, বৌবাজারের ছবি আরও ভয়াবহ। বাসস্ট্যান্ডটি ভেতরে হওয়ায় বাস সহ ছোট গাড়ি সব রাস্তার ওপরেই যাত্রী ওঠানো নামানো করে থাকে। এতে রাস্তার অর্ধেক বন্ধ হয়ে যায়। তার ওপর রাস্তার দু'পাশে বেশকিছু দোকান রয়েছে। পথচলতি মানুষের কাছে ওই রাস্তাটি আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুল বা অফিস টাইমে অবস্থা আরও খারাপ হয়।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় এখানে ট্রাফিকের দেখা পাওয়া গেলেও পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আর দেখা যায় না। বাসিন্দা পরিতোষ মজুমদার বলেন, 'বৌবাজারে ট্রাফিক বুথ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে বেশিরভাগ সময় তালা ঝুলতে দেখা যায়।' এছাড়া কদমতলা থেকে উকিলপাড়া যাওয়ার রাস্তা সহ আরও বিভিন্ন রাস্তায় সন্ধেবেলা ব্যাপক যানজট হয়।

এসডিও-কে স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : ভুলে ভরা ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবিতে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিল কংগ্রেস। দলের অন্য দাবির মধ্যে ছিল পুরসভার দুর্নীতি, নিষ্ক্রিয়তার প্রতিকার ইত্যাদি। কংগ্রেসের মিছিলকে পুলিশ আটকে দিলে দলের কয়েকজন প্রতিনিধি স্মারকলিপি দিতে যান।

দলের জলপাইগুড়ি ব্লক সভাপতি অম্লান মুন্সি বলেন, 'এ বছর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত ভোটার তালিকাটি নির্ভুল নয়। বেশ কিছু বুথ ঘুরে দেখা গিয়েছে মৃতদের নাম তালিকায় রয়েছে। এছাড়া একই এপিক নম্বরে রয়েছে একাধিক ভোটার কার্ড।' মহকুমা শাসক কংগ্রেসের দাবিগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১

■ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

■ পিআরবিসি

এ পজিটিভ	১০
বি পজিটিভ	৫
ও পজিটিভ	২১
এবি পজিটিভ	৬

জলপাইগুড়িতে নতুন ট্রেন্ড ইন্ডোর প্ল্যান্ট

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : মার্চের শেষে জলপাইগুড়ি শহরের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে। রোদের তাপ, সঙ্গে বায়ুর শুষ্কতা- দুটোতেই নাজেহাল শহরবাসী। বাইরে বেরোলে রেহাই নেই। এই পরিস্থিতিতে ঘরে একটু স্বস্তি খুঁজে পেতে শহরবাসী ঝুঁকছেন ইন্ডোর প্ল্যান্টের দিকে।

এই ধরনের গাছগুলো যেমন বায়ু দূষণ রুখতে সাহায্য করে, ঘর ঠান্ডা রাখে, তেমনই ঘরের সৌন্দর্যায়নে যথেষ্ট উপযোগী। টি-টেবিলে হোক কিংবা ব্যালকনিতে, ঘরের চেহারাই বদলে দিচ্ছে এইসব গাছ। সময়ের সঙ্গে শহরের দখল নিচ্ছে উঁচু বিল্ডিং। বাগান করার জায়গা নেই বললেই চলে। তাই ঘরে বা বারান্দায় শখের গাছ লাগিয়ে গার্ডেনিংয়ের চাহিদা মেটাচ্ছেন শর্মিষ্ঠা রায়ের মতো অনেকে। তাঁর কথায়, 'বাড়ির বাইরে অতটা জায়গা নেই। তাই ঘরেই পিস লিলি, লিটল ব্যাম্বু, স্নেক প্ল্যান্ট, জেড প্ল্যান্ট রাখি। ঘরে বিশেষ কয়েক ধরনের গাছ রাখলে অক্সিজেনের যেমন জোগান হয়, তেমনি ঘরটাও দেখতে ভালো লাগে।'

নিজের ঘরের পাশাপাশি পরিবেশ নিয়ে অন্যদের সচেতন করতে শহরে অনেক অনুষ্ঠানে, রক্তদান শিবিরে অনেকেই ইন্ডোর প্ল্যান্ট উপহার দিচ্ছেন। ফলে অপরিচিত কিছু গাছের বিক্রিও বাড়ছে। রফিউল আলিমের মতো নার্সারি মালিক ও দোকানিদের বক্তব্য, শুধু ঘর সাজাতে নয়, স্বাস্থ্য নিয়েও মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন। তাই ইন্ডোর প্ল্যান্টের প্রতি মানুষের আগ্রহ অনেক গুণ বেড়েছে। বাসিন্দা তনুশ্রী রায়ের কথায়, 'ছোটবেলা থেকে গাছ নিয়ে থাকতে খুব ভালোবাসি। বাগানের গাছের সঙ্গে ইন্ডোর প্ল্যান্ট খুবই ভালো লাগে।'

এখন দোকানের সঙ্গে অনলাইনেও বিক্রি বাড়ছে জেড প্ল্যান্ট, মনস্টেরিয়া, সাকুলেন, স্নেক প্ল্যান্টের মতো ইন্ডোর প্ল্যান্টের। লিটল ব্যাম্বু ট্রি'র মতো কিছু গাছকে শুভ বলেও মনে করেন অনেকে। পরিবারের মঙ্গলের জন্য এই ধরনের গাছ ঘরে রাখা হয় বলে জানালেন নার্সারি ব্যবসায়ী নিমাই পাল। তাঁর কথায়, 'আগেও জলপাইগুড়িতে অনেকে বাগান করতেন। কিন্তু এখন ইন্ডোর প্ল্যান্টের চাহিদা বেশি। লোকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন গাছ দেখে আমাদের কাছে এসে খোঁজ করেন। আমাদের এখানে তো সব গাছ হয় না। তাই আমরা কলকাতা, দার্জিলিং, পুনে সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আনিয়ে দিই।'

ঘরের বাতাস শুদ্ধ রাখতে এরিকা পাম, পিস লিলি, ড্রেসিনা, স্পাইডার প্ল্যান্ট, বস্টন ফার্নের কোনও বিকল্প নেই। বাতাসের দূষণ শুষে বিশুদ্ধ অক্সিজেন দিতে পারে এই ধরনের ইন্ডোর প্ল্যান্ট বলে জানালেন ব্যবসায়ী মহম্মদ রফি। ঘর সাজানোর জন্য বাসিন্দা শিপ্রা দত্তর পছন্দ লেডি পাম, লাকি ব্যাম্বু। এভাবেই ঘরের ভেতর 'বাগান' করায় ঝোঁক বাড়ছে শহরবাসীর।

হরেক ইন্ডোর প্ল্যান্ট। জলপাইগুড়িতে দেশবন্ধুপাড়ার একটি দোকানে।

স্লিমিং ম্যাসাজ
সত্যি ওজন কমায়?

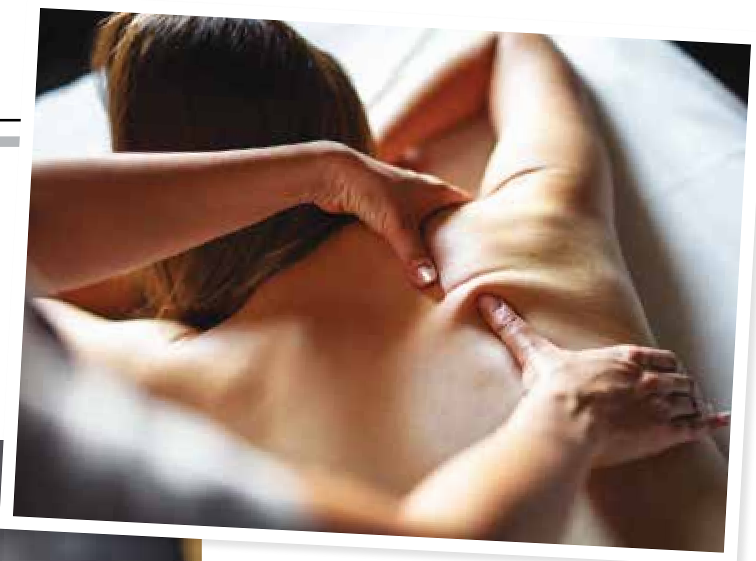

পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠছে বিউটি পার্লারের মতো ম্যাসাজ পার্লার। নিজেকে আরও ফিট, আরও সুন্দরী দেখতে বা দেখাতে কে না চায়! অতএব চলো যাই স্লিমিং সেন্টার। অনেকে আবার নানাবিধ অফারও দিচ্ছে। এইসব সেন্টারে কি সত্যিই ওজন কমে? কীভাবে ওজন কমায়? কমানোর পর কি পুনরায় ওজন বেড়ে যায়? ক্ষতিকর দিক? আলোচনা করা যাক।

একটু খেয়াল করলে দেখবেন, ওজন কমানোর সেন্টারগুলো কিন্তু সেই অর্থে আমাদের স্থূলতা কমায় না। যেটা করে, তা হল শরীরের বিভিন্ন অংশের ফ্যাট বা শরীরের নির্দিষ্ট অংশ যেমন কোমর, মুখ, চিবুক, পেট, নিতম্ব, উরু প্রভৃতি থেকে বাড়তি চর্বি কমিয়ে দেয়। একইসঙ্গে, অনেকে দ্রুত ওজন কমাতে বা বয়সের কারণে ঝুলে যাওয়া চামড়া অর্থাৎ স্যাগি স্কিন বা টান টান করার জন্যও স্লিমিং সেন্টারে যায়।

ওজন কমানোর সেন্টারগুলো মূলত শরীরের বিভিন্ন অংশের ফ্যাট বা শরীরের নির্দিষ্ট অংশ যেমন কোমর, মুখ, চিবুক, পেট, নিতম্ব, উরু প্রভৃতি থেকে বাড়তি চর্বি কমায়।

ওজন কমানোর বহু পদ্ধতির মধ্যে আছে লাইপোসাকশন, লাইপোলেজার, বডি ফার্মিং, আলট্রাসনিক ক্যাভিটেশন, ইলেকট্রিক্যাল মাসল স্টিমুলেশন প্রভৃতি।

আমাদের শরীরের কিছু চর্বি আছে, যেগুলো শরীরচর্চা ও ডায়েটেও কমতে চায় না। এগুলোকে বলে স্টাবন বা রেজিস্ট্যান্ট ফ্যাট। এই চর্বি কমাতে স্লিমিং সেন্টারের পদ্ধতিগুলো কাজে দেয়। এগুলো বেশির ভাগ একইভাবে কাজ করে। শরীরের যে অংশের চর্বি বা ফ্যাট কমানো প্রয়োজন, সেখানে আগে মার্ক করা হয়। তারপর লেজার বা ইনজেকশনের মাধ্যমে তরলজাতীয় পদার্থ দিয়ে চর্বি গলিয়ে ফেলা হয়। এরপর সাকশন দিয়ে তরল চর্বি বের করা হয়। ইনজেকশন না দিয়ে হাই ফ্রিকোয়েন্সি আলট্রাসাউন্ড দিয়েও চর্বি গলানো যায়। আবার হিট ব্ল্যাংকেট ব্যবহার করা হয়, যা নির্দিষ্ট জায়গায় অতিরিক্ত ঘাম তৈরি করে চর্বি কমায়।

ইলেকট্রিক্যাল মাসল স্টিমুলেশনের মাধ্যমে ইলেকট্রিক ইমপালস দিয়ে মাসলের নড়াচড়া বাড়ানো হয়। ফলে ত্বক টান টান হয় এবং উজ্জ্বলতা বাড়ে, সঙ্গে কিছু চর্বিও কমে।

যেসব ক্ষেত্রে অসুবিধা

● এই ধরনের স্লিমিং ম্যাসাজ কিছুটা হলেও খরচসাপেক্ষ। মনে রাখবেন, এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে শুধুমাত্র শরীরের স্থানীয় ফ্যাট বা নির্দিষ্ট অংশের চর্বি কমানো যায়। তাই যাঁদের ওজন বিএমআইয়ের মধ্যে বা স্বাভাবিক ওজন, কিন্তু হয়তো মুখ বা পেটের চর্বি কমাতে চান, তাদের জন্য উপযোগী। অতিরিক্ত ওজন কমানোর জন্য এই পদ্ধতি কার্যকর নয়। এটি কোনও স্থায়ী সমাধানও নয়।

● এই পদ্ধতিতে চর্বি কমালেও নিয়মিত শরীরচর্চা ও খাবার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নাহলে, কিছুদিনের মধ্যে পুনরায় আগের অবস্থায় আপনি ফিরে যেতে পারেন।

গ. সবচেয়ে বড় কমপ্লিকেশন বা জটিলতা হল, অনেক সময় এই পদ্ধতিতে চর্বির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ গিয়ে হার্ট বা মস্তিষ্কের রক্তনালীতে আটকে যেতে পারে, যা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

কী করবেন

ওজন কমানোর সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হল, নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন। এজন্য নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে। সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পরিমাণমতো জল পান করাটাও খুবই জরুরি।

নতুন বিয়ে?
ঘরের দেয়ালও হোক নতুন ঝকঝকে

বিয়ের পর অনেকটা সময় শোবার ঘরেই নিভৃতে কাটান নবদম্পতিরা। কত কথা, কত ভাবনা। কত হাসি, কত কান্নার স্মৃতির আলোড়ন। কখনো চলে পুরোনো বইয়ের পাতা ওলটানো। এই ঘরের বারান্দায়ই নতুন একেকটা ভোরের সূচনা, বিকেল বা সন্ধ্যার আয়েসি সময়যাপন। এমন ঘরের দেয়ালের জন্য কোমল রংই ভালো।

রং হোক কোমল

চলতি ধারাতেও শোবার ঘরের জন্য কোমল ধাঁচের রংই এখন জনপ্রিয়। ব্লাশ কিংবা আইভরি রং আধুনিক অন্দরে মানানসই। প্রশান্তি আর প্রেমের অনুভূতির জন্ম দেয় এই রং। নিজস্ব পরিসরে লাক্সারি ম্যাট বা লাক্সারি সিল্ক রঙের ব্যবহার করতে পারেন।

বসার ঘরে সমুদ্র নীল

বসার ঘরের জন্যও লাক্সারি সিল্ক দারুণ। পরিবারের সবার সঙ্গে একটা লম্বা সময় কাটানো হয় এই ঘরে। সমুদ্রের নীলের মতো উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত রং বেছে নিতে পারেন বসার ঘরের দেয়ালের জন্য। এ ঘরের ছাদে থাকতে পারে ধূসর রঙের ছোঁয়া।

অতিথিদের ঘরে হালকা

অতিথিদের থাকার ঘরের জন্য বেছে নিন কোমল ধাঁচের রং। খাবার ঘরে একটু হালকা, নিরপেক্ষ ধরনের রং ব্যবহার করতে পারেন।

মাথায় রাখুন

তবে আপনার সংসারের বয়স যাই হোক, বাড়িতে রং করাতে চাইলে কিছু বিষয় খেয়াল রাখুন—

ঘরের আকার, জানালার অবস্থান এবং আলোর উৎসের দিকে খেয়াল রেখে দেয়ালের রং বাছাই করুন, না হলে রং বাছাইয়ের ভুলে ঘরটা অন্ধকার দেখাবে।

যেমন জানালার উলটো দিকের দেয়ালে চকচকে ধরনের রং (গ্লসি ফিনিশ) ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে জানালা দিয়ে আসা আলো দেয়ালে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ থাকবে। ফলে ঘরটা আলো-ঝলমলে দেখাবে। ছোট মনে হবে না।

রান্নাঘরে, বাথরুমে

রান্নাঘর ও বাথরুমের জন্য অবশ্যই ড্যাম্প-প্রতিরোধী রং বেছে নিন। দেয়ালে এই ধরনের রং করানো হলে হুট করে লেগে যাওয়া দাগছোপ মুছে ফেলাও সহজ হবে। ড্যাম্পের ঝুঁকি থাকলে বাড়ির অন্যান্য ঘরের দেয়ালের জন্যও এ ধরনের রং ব্যবহার করা ভালো।

ছোট ঘর, বড় ঘর

ছোট আকারের ঘরের দেয়ালের জন্য গাঢ় শেডের রং নয়, হালকা শেডের রং বেছে নিন। এতে ঘর বড় দেখাবে। বড় আকারের ঘরের দেয়াল বা বড় করিডরে গাঢ় শেডের রং ব্যবহার করুন। চোখে আরাম পাবেন।

ছোটদের ঘরে

যে ঘরে শিশুরা থাকবে, সেই ঘরের জন্য এমন রং বেছে নিন, যাতে চোখ জ্বালা না করে এবং উৎকট গন্ধেরও সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ শিশুর সংবেদনশীল দেহে কোনও নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। প্যাস্টেল শেডের যে কোনও রং বেছে নিতে পারেন। তাতে শিশুর ঘর প্রাণবন্ত দেখাবে।

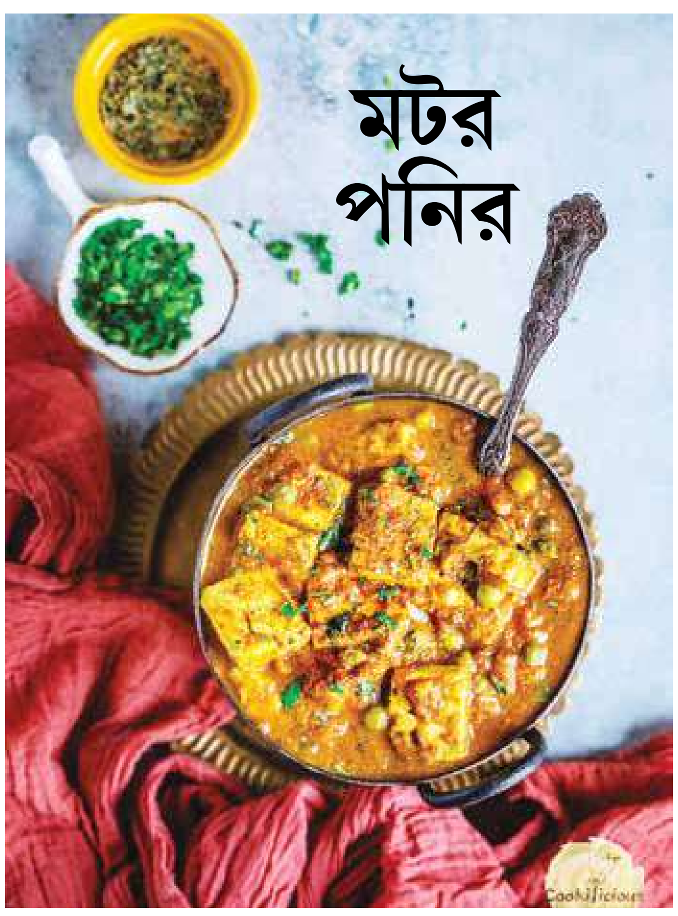

মটর পনির

যা যা লাগবে

মাখন ২ টেবিল চামচ, গোটা জিরে আধ চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ, টমেটোকুচি ১ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা আধ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো আধ চা-চামচ, কাশ্মীরি লাল লংকাগুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, আস্ত কাঁচালংকা ২টি, কাজুবাদাম ৫-৬টা, গরমমশলাগুঁড়ো সিকি চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, জল দেড় কাপ।

যেভাবে তৈরি করবেন

ওভেনে প্যান বসিয়ে সামান্য গরম করে নিন। এবার মাখন দিন। মাখন গলে একটু গরম হলে আস্ত জিরার ফোড়ন দিন। এরপর পেঁয়াজকুচি দিয়ে দিন। একটু নরম হলে টমেটো কুচিসহ বাকি উপকরণগুলো দিয়ে কষিয়ে নিন। এক থেকে দেড়কাপ জল দিন। ৫-৭ মিনিট জ্বাল দিন। নামিয়ে ঠান্ডা করুন। মশলাটা ব্লেন্ড করে ছেঁকে নিন।

কারি তৈরির জন্য

রান্নার পনির ২৫০ গ্রাম, মাখন ২ টেবিল চামচ, বেছে নেওয়া মটরশুঁটি ১ কাপ, ফ্রেশ ক্রিম ২ চা-চামচ, চিনি আধ চা-চামচ, কসৌরি মেথি ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন

পনির চারকোনা আকারে কেটে নিন। কড়াইয়ে মাখন দিয়ে পনিরগুলোকে শ্যালো ফ্রাই করে নিন। একই কড়াইতে মটরশুঁটিগুলো হালকা ভাজুন। ওভেনে অন্য আরেকটি প্যান দিয়ে আগের তৈরি করা মশলা দিয়ে ঢেকে দিন। আঁচ থাকবে অল্প। মশলা ফুটে উঠলেই ভেজে রাখা মটরশুঁটি, পনির, ১ চা-চামচ ক্রিম, চিনি ও কসৌরি মেথি দিয়ে ২ মিনিট ঢেকে রাখুন। এরপর নামিয়ে নিন। পরিবেশন পাত্রে নিয়ে ১ চা-চামচ ফ্রেশ ক্রিম ছড়িয়ে দিন।

এবার নান, পরোটা বা লুচির সঙ্গে গরম-গরম পরিবেশন করুন

শুধুই নারীদের বাস যে গ্রামে

বিচিত্র দেশ। বিচিত্র পৃথিবী। পৃথিবীর নানা প্রান্তে কত অদ্ভুত ঘটনা! আমরা অনেকেই জানি না, আফ্রিকার দেশ কেনিয়ার এক গ্রামের কথা। যে গ্রামে বাস করতে পারেন না কোনও পুরুষ। হ্যাঁ, সত্যিই তাই।

গ্রামের নাম উমোজা। সেখানে কোনও পুরুষ নেই। সকলেই নারী। তাদের সঙ্গে সেখানে থাকে একেবারে ছোট শিশুরা।

এমন পুরুষবর্জিত গ্রাম কেন? আসলে এর পিছনে রয়েছে দুঃখের কাহিনি। শোনা যায়, দেশটি যখন ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিল, সেই সময়ে ব্রিটিশ সৈন্যেদের হাতে অনেক নারী ধর্ষিত হন। সেই সময় ধর্ষণের শিকার ১৫ জন নারীকে নিয়ে এই গ্রামের যাত্রা শুরু হয়। সেটা ছিল ১৯৯০ সাল। তারপর থেকেই গ্রামের মানুষরা ঠিক করেন, এখানে পুরুষের ঢোকা নিষিদ্ধ করা হবে।

'উমোজা' সোয়াহিলি ভাষার শব্দ। এর অর্থ 'একতা'। এখন এই গ্রামে কোনও ভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, এমন নারীদের আশ্রয় দেওয়া হয়। কেউ হয়তো ধর্ষণের শিকার, কেউ বাল্যবিবাহের শিকার, কেউ পারিবারিক সহিংসতার শিকার।

এই গ্রামের নারীরা নিজস্ব অর্থনীতিও তৈরি করেছেন। এখানকার নারী ও শিশুরা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য নিয়মিত আয় করেন। ছেলেদের বয়স ১৮ বছর হলে, তাদের গ্রাম ছেড়ে যেতে হয়।

গ্রামের দলনেতারা নদী থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটি ক্যাম্প পরিচালনা করেন। সেখানে পর্যটকরা আসেন। এদের মধ্যে অনেকেই আশপাশের গ্রামসহ উমোজাতেও ঘুরতে আসেন। বাইরের যে কাউকে উমোজাতে প্রবেশ করতে হলে নির্দিষ্ট একটি ফি দিতে হয়। এছাড়া এই গ্রামের নারীরা রঙিন পুতির নেকলেস, চুড়ি এবং অন্যান্য গয়না তৈরি করেন পর্যটকদের কাছে বিক্রির জন্য। একটি স্কুলও তৈরি করেছেন তাঁরা। গ্রামটি আশেপাশের গ্রামের মেয়েদের জন্যও উন্মুক্ত।

এই গ্রামের নারীরা গ্রামের বাইরেও যান। তারা আশেপাশের গ্রাম, বাজার, স্কুলে যান। গ্রামে পুরুষ না থাকলেও নিজেদের মতোই জীবনধারণ করছেন তারা। কেউ কেউ সন্তানের জন্মও দিচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ধরে রেখেছেন সম্মানের জীবনযাপন করতে।

লাল রঙের ভালো তরমুজ চিনবেন কীভাবে?

একদিকে রমজানের মাস, অন্যদিকে গরমের রসালো ফল। তরমুজের চাহিদা তাই তুঙ্গে। ভালো মানের লাল রঙের তরমুজ কিনতে হলে লক্ষ রাখতে হবে এই ৫টি বিষয়ে।

সাধারণত বাজারে দু-ধরনের তরমুজ পাওয়া যায়। একটি সম্পূর্ণ সবুজ আরেকটি ডোরাকাটা। দু ধরনের তরমুজেই পাঁচটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার:

আকার ও ওজন

এমন তরমুজ পছন্দ করুন, যা আকারে বেশি বড়ও নয় আবার ছোটও নয়। মাঝারি সাইজের তরমুজ খুঁজে পেলে তা হাতে নিয়ে আনুমানিক ওজন বুঝতে চেষ্টা করুন। যদি আকৃতির তুলনায় ওজন বেশি মনে হয়-এমন তরমুজই হবে আপনার জন্য পারফেক্ট। কারণ, যেসব তরমুজ প্রাকৃতিকভাবে পেকে লাল রং ধারণ করে রসে ভর্তি হয়ে যায়, সেগুলো আকারের তুলনায় বেশি ভারী হয়ে থাকে।

বোঁটা বাদামি?

পাকা তরমুজের বোঁটা বাদামি হয়। বেশি পেকে গেলে এই বোঁটা খসে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু কাঁচা তরমুজের বোঁটা সবুজ থাকে। তাই সবুজ রঙের বোঁটার তরমুজ না কেনাই ভালো।

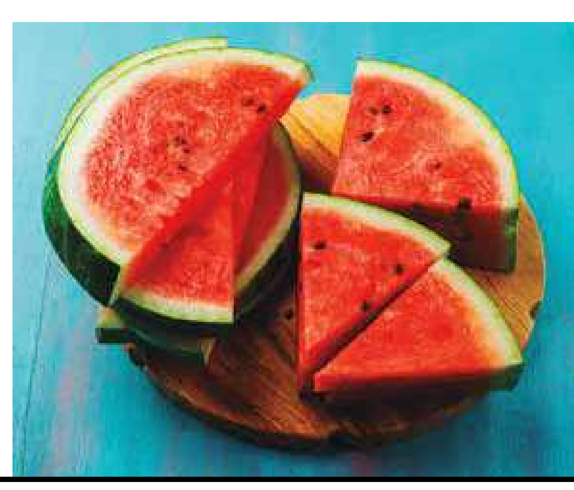

শব্দ কেমন

বিক্রেতারা ভালো তরমুজ কিনতে যে বিষয়টি মাথায় রাখেন, সেটি হল তরমুজের গায়ে আঘাতের শব্দ। তারা বলেন, কাঁচা তরমুজের গায়ে আঘাতের শব্দ যদি ট্যাপ ট্যাপ হয়, তবে তা লাল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর যদি আঘাতের শব্দ ড্যাপ ড্যাপ হয়, তবে তরমুজটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় দ্বিগুণ।

রং যেমন

উজ্জ্বল ও গাঢ় রঙের তরমুজ কাঁচা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অন্যদিকে যে তরমুজের রঙে একটু হলুদ হলুদ ভাব রয়েছে, তা লাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, মাটিতে বেশি সময় ধরে সূর্যের আলোয় থেকে পাকার সুযোগ পাওয়ায় এই ধরনের তরমুজের বেশির ভাগই লাল হয়। এই রং যদি সাদা হয়, তাহলে বুঝবেন তরমুজ পাকার আগেই তা তুলে ফেলা হয়েছে।

চাপ দিয়ে দেখুন

পাকা তরমুজে চাপ দিলে খানিকটা ডেবে যাবে। ভেতরে জলের পরিমাণ থাকাতেই এমনটা হয়ে থাকে বলে বিক্রেতারা মনে করেন। কিন্তু তরমুজ কাঁচা থাকলে চাপ দিলে তা না ডেবে গিয়ে শক্ত মনে হবে

টিম নবাবে 'লর্ড' শার্দূলই

ঋষভকে বুকে টেনে নিলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা

হায়দরাবাদ, ২৮ মার্চ : একটা ম্যাচ। একটা জয়।

পরিস্থিতিতে পুরোদস্তুর বদল। দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হারের পর মাঠের মধ্যে প্রকাশ্যে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা-ঋষভ পন্থের আলোচনায় অনেকে বিতর্কের গন্ধ পেয়েছিলেন। চারমিনার শহরে বৃহস্পতিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-বধের পর সেই গোয়েঙ্কাই বুকে টেনে নিলেন অধিনায়ক ঋষভকে। ম্যাচের নায়ক শার্দূল ঠাকুরকে মাথা নিচু করে স্বাগত জানালেন। কঠিন ম্যাচ উতরে যাওয়ার আবেগ প্রত্যাশিত।

রাজস্থান রয়্যালস কয়েকদিন আগে ট্রাভিস হেড, ঈশান কিষানদের সুনামিতে ভেসে গিয়েছিল। গতকাল সেই সুনামি আটকে আবেগের স্রোত লখনউ সুপার জায়েন্ট শিবিরে। বিস্ফোরক হায়দরাবাদ ব্যাটিংয়ে ১৯০-এ আটকে দিয়ে মঞ্চটা তৈরি করেন বোলাররা। সেই মঞ্চে মিচেল মার্শ-নিকোলাস পুরান জুটিতে অনায়াস জয়।

দিল্লির কাছে হারের ধাক্কা কাটিয়ে জয়ে ফেরার উচ্ছ্বাস নিয়ে

৪ উইকেট নেওয়ার পুরস্কার। ম্যাচ শেষে লখনউ সুপার জায়েন্টস কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সাবাশি শার্দূল ঠাকুরকে।

ঋষভের মুখে আবার মহেন্দ্র সিং ধোনির কথা। মাহিকে নিজের মেন্টর আখ্যা দিয়ে পন্থের দাবি, যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখা জরুরি। চাপ নয়, ঠান্ডা মাথায় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। মেন্টর মাহির থেকে পাওয়া মন্ত্রটাই সবসময় মেনে চলেন। দিল্লির কাছে হারের পরও সেটাই মাথায় ছিল।

ঋষভ অবশ্য মানছেন, জয়টা ভীষণভাবে দরকার ছিল। বলেও দিলেন, 'স্বস্তির জয়। দল একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আর জয়-পরাজয় খেলার অঙ্গ। জিতলেও সবকিছু ঠিকঠাক, আর হারলে সব ভুল, এমন নয়। মূল কথা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাওয়া। দিল্লির কাছে প্রথম ম্যাচে হারের পর তা জারি ছিল। হায়দরাবাদ-বধের পরও তা বজায় থাকবে।'

> দল একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আর জয়-পরাজয় খেলার অঙ্গ। জিতলেও সবকিছু ঠিকঠাক, আর হারলে সব ভুল, এমন নয়। মূল কথা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাওয়া। দিল্লির কাছে হারের পর তা জারি ছিল।
>
> **ঋষভ পন্থ**

১৯১ রানের জয়লক্ষ্যে ১৬.১ ওভারে ম্যাচ লখনউয়ের পকেটে। অথচ, উলটো দিকে প্যাট কামিন্স, মহম্মদ সামি, হর্ষল প্যাটেল, অ্যাডাম জাম্পার মতো বোলার। পুরান ২৬ বলে ৭০ রান করেন। মার্শের ৫২। নিটফল, ২৩ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে বাজিমাত। আইডেন মার্করাম দ্বিতীয় ওভারে আউট হলেও ১১৬ রানের যুগলবন্দিতে প্রতিপক্ষকে ফেরার সুযোগ দেননি পুরানরা।

মার্শও জানান, পুরানের সঙ্গে জুটি উপভোগ করেন। দীর্ঘদিন পুরানের বিরুদ্ধে খেলেছেন। এখন এক দলে। দুজনের বোঝাপড়াটা দারুণ। পুরানের সঙ্গে ব্যাটিং উপভোগ করেন। ক্রিজে নেমে খুব বেশি কথা না হলেও দুইজনের ফোকাস সবসময় পার্টনারশিপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আজ কাজটা সহজ করে দেন পুরানের অপ্রতিরোধ্য মেজাজ।

ম্যাচের নায়ক অবশ্য শার্দূল ঠাকুর। তৃতীয় ওভারের প্রথম দুই বলে অভিষেক শর্মা (৬) ও ঈশান কিষানকে (০) আউট করে সানরাইজার্স ঝড়ে ব্রেক লাগিয়ে দেন। সবমিলিয়ে ৩৪ রানে ৪ শিকার। মহসিন খানের পরিবর্ত হিসেবে দলে ঢুকে চলতি লিগে দুই ম্যাচ শেষে বর্তমানে সর্বাধিক উইকেটশিকারি শার্দূল (৬ উইকেট)।

হায়দরাবাদের পাটা পিচেও ৪ উইকেট নিয়ে শার্দূল।

রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামের পাটা উইকেটেও লখনউ বোলিংকে বেশ ধারালো লাগল লর্ড শার্দূলের স্পর্শেই। ম্যাচের পর ঋষভও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। লখনউ অধিনায়ক বলেছেন, 'শার্দূল দারুণ বল করেছেন। শুরুর চাপটা ওই তৈরি করে। প্রিন্স যাদবও দারুণ সঙ্গ দিল হেডের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়ে।' মার্শ বলেছেন, 'প্রিন্সের জন্য গর্বিত আমরা। অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত বোলিং। আইপিএলের মতো লম্বা টুর্নামেন্টে যা গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি যা বজায় থাকবে।'

কামিন্স-সামিদের খুন করছে সানরাইজার্স!

পিচ নিয়ে সোচ্চার ঠাকুরও

হায়দরাবাদ, ২৮ মার্চ : দলে প্যাট কামিন্স, মহম্মদ সামির মতো বিশ্বসেরা পেসার।

সহযোগী হিসেবে রয়েছেন ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট হর্ষল প্যাটেল। স্পিন বিভাগে অ্যাডাম জাম্পা। যদিও পাটা পিচ, ব্যাটিং-স্বর্গ বানিয়ে ধারালো বোলিংকে নিজেরাই অকেজো করছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ! ১৯০ রানের পুঁজি নিয়ে লখনউ সুপার জায়েন্টসের সামনে হায়দরাবাদ বোলিংয়ের অসহায় আত্মসমর্পণ দেখতে দেখতে সেই প্রশ্নটাই উঁকি মারছিল।

ব্যাট-বলের মধ্যে পিচে কিছুটা ভারসাম্য থাকা যে জরুরি নিকোলাস পুরানদের সামনে কামিন্স-সামিদের দশা দেখার পর যা বেশ পরিষ্কার। ম্যাচে সেরার পুরস্কার হাতে নিয়েও যে বিতর্ক উসকে দিলেন লখনউ সুপার জায়েন্টসের জয়ের নায়ক শার্দূল ঠাকুর। রাখঢাক না করেই শার্দূলের সাফ কথা, 'এই ধরনের পিচে বোলারদের খুব বেশি কিছু করার থাকে না। গত ম্যাচের আগেও বলেছিলাম, এমন উইকেট করা উচিত, যেখানে বোলিং এবং ব্যাটিংয়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকে।'

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার রুল যে একেবারেও না-পসন্দ, তাও পরিষ্কার করে দিলেন। লখনউয়ের পেস তারকার দাবি, বোলারদের জন্য এই নিয়ম মোটেই সঠিক নয়। শার্দূলের কথার রেশ ধরেই প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভনের কটাক্ষ, রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামের মাঝের বাইশ গজ পিচ কম, ঝাঁ চকচকে রাস্তা বেশি। যেখানে অনায়াসে হাইস্পিডে গাড়ি ছোটানো যায়। ব্যাটাররা সেটাই করছে। কার্যত 'খুন' হচ্ছেন কামিন্স-সামির মতো বোলার। ঠোঁটকাটা ভনের অভিযোগ, 'হায়দরাবাদের ব্যাটিং নিয়ে প্রচুর কথা হয়। ওদের পাওয়ার, বড় স্কোর করার ক্ষমতা সব মানছি। কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত বোলারদের কথাও ভাবা। যেভাবে চলছে, তাতে বোলাররা আত্মবিশ্বাস হারাবেন। কামিন্স ভালো করলেও গত ম্যাচে ৪ ওভারে ৬০ রান দিয়েছেন। জাম্পা অসহায়। সামিও। ঘরের মাঠ, সেই সুবিধাটা বোলারদেরও কিছুটা পাওয়া উচিত। ওদের বোঝা উচিত, ঝোড়ো একবগ্গা ব্যাটিং স্টাইলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব নয়। লখনউয়ের বিরুদ্ধে অতি-আগ্রাসী ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি ব্যর্থ হতেও পরিস্থিতি বদলে যায়।'

> কামিন্স ভালো করলেও গত ম্যাচে ৪ ওভারে ৬০ রান দিয়েছেন। জাম্পা অসহায়। সামিও। ঘরের মাঠ, সেই সুবিধাটা বোলারদেরও কিছুটা পাওয়া উচিত। ওদের বোঝা উচিত, ঝোড়ো একবগ্গা ব্যাটিং স্টাইলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব নয়।
>
> -মাইকেল ভন

হোমপিচ নিয়ে সমালোচনা যদিও মানতে নারাজ সানরাইজার্স অধিনায়ক কামিন্স। দাবি করলেন, লখনউ ম্যাচের উইকেট নাকি বিশ্বসেরা! ম্যাচের পর পিচ নিয়ে প্রশ্নের মুখে কামিন্স ছক্কা হাঁকানোর স্টাইলে বলেছেন, 'গত ম্যাচে যে পিচে খেলা হয়েছিল, সেখানে আজ অন্য উইকেট ছিল। ওরা আসলে খুব ভালো ব্যাটিং করেছে। তারপরও এই পিচকে বিশ্বসেরা বলব। একজন ব্যাটারের লম্বা ইনিংস দরকার ছিল। গত ম্যাচে ঈশান কিষান যা করেছিল। তারপরও ১৯০ ভালো স্কোর। পরিকল্পনা অনুযায়ী বোলিং প্রয়োজন ছিল। আপাতত হার ভুলে সামনের দিকে তাকাতে চাই।'

লখনউয়ের ব্যাটারদের তাণ্ডব দেখে হতাশ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

হার্দিকের প্রত্যাবর্তন রসদ মুম্বইয়ের

আহমেদাবাদ, ২৮ মার্চ : এল ক্লাসিকোয় চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হার দিয়ে শুরু।

আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। প্রতিপক্ষ শুভমান গিলের গুজরাট টাইটান্স। যারাও প্রথম ম্যাচে হেরে অভিযান শুরু করেছে। দুই দলের জন্য জয়ে ফেরার দ্বৈরথ। যে দ্বৈরথে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে বাড়তি অক্সিজেন জোগাচ্ছে অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার প্রত্যাবর্তন।

এক ম্যাচের নির্বাসনের কারণে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি। আগামীকাল ফিরছেন নিজের পুরোনো দল গুজরাটের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের দায়িত্ব নিয়ে। লক্ষ্যটা পরিষ্কার, গত লিগের ব্যর্থতা ঝেড়ে দলকে সাফল্যের ট্র্যাকে ফেরানো, সামনে থেকে নেতৃত্ব। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সমর্থকদের কাছে পাশে থাকার আবেদনও করেন।

২৩ মার্চ প্রথম ম্যাচের মাঝে বেশ কয়েকদিন পেয়েছে মুম্বই। যে সময়টাকে টিম বন্ডিং সেশন হিসেবে কাজে লাগিয়েছে মুম্বই শিবির। জামনগরে কাটিয়েছে পুরো দল। আগামীকাল যার কতটা প্রভাব পড়ে, সেটাই দেখার। স্বস্তির মধ্যে কাঁটা রোহিত শর্মা। গত মরশুমে ছন্দে ছিলেন না। প্রথম ম্যাচে যে আশঙ্কা উসকে দিয়েছে। গুজরাট টাইটান্সের মাথাব্যথা সেখানে মহম্মদ সিরাজের ফর্ম।

গুজরাটের মাথাব্যথা সিরাজের ফর্ম

পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার এবং ডেথ ওভারে শশাঙ্ক সিংয়ের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সামনে খাদ্যে পরিণত সিরাজ। জাতীয় দলের গৌতম গম্ভীর জমানায় ক্রমশ কোণঠাসা সিরাজের জন্য চলতি আইপিএল জবাবি মঞ্চ। যদিও ব্যর্থতার গলিতেই ঘুরপাক খাচ্ছেন। আগামীকাল মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ছন্দ

আইপিএলে আজ
গুজরাট টাইটান্স বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

পাওয়ার তাগিদ থাকবে।

মেগা লিগে দুই দল এখনও পর্যন্ত পাঁচবার মুখোমুখি হয়েছে। গুজরাট টাইটান্সের পক্ষে স্কোরলাইন ৩-২। বদলে যাওয়া দল নিয়ে আগামীকাল যে পরিসংখ্যানকে আরও উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে জস বাটলার, বি সাই সুদর্শন, শেরফানে রাদারফোর্ডদের ব্যাটিং অন্যতম ভরসা শুভমানের। বোলিংয়ে রশিদ খান, কাগিসো রাবাদার ওপর থাকবে নড়বড়ে মুম্বই টপ অর্ডারকে চাপে রাখার দায়িত্ব। কালও হয়তো রিজার্ভ বেঞ্চে ওয়াশিংটন সুন্দর। অগ্রাধিকারের তালিকায় আর সাই কিশোর। মিডল অর্ডার জোরদার করতে ভাবনা গ্লেন ফিলিপসও।

হার্দিক ফেরায় মুম্বইয়ের ভারসাম্য বাড়বে। বিশেষত, ট্রেন্ট বোল্ট, দীপক চাহারের সঙ্গে তৃতীয় সিমার হিসেবে হার্দিকের চার ওভার গুরুত্বপূর্ণ। মিচেল স্যান্টনারের সঙ্গে ভিগনেশ পুথুরের স্পিন কম্বিনেশন ঠিকঠাক তাল ঠুকলে উত্তেজক ম্যাচের হাতছানি থাকছে। নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উইকেট তুলনামূলক ব্যাটিং সহায়ক। শুরুর দিকে অবশ্য বল মুভও করে। বোল্ট ব্রিগেড নাকি রাবাদা বাহিনী, কারা তার সুযোগ নিতে পারে, সেটাই দেখার।

প্রস্তুতির মাঝে শুভমান গিলের সঙ্গে দেখা হতেই জড়িয়ে ধরলেন হার্দিক পান্ডিয়া।

সোমবার 'ঘরের মাঠে' নামার অপেক্ষায় রাহানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ মার্চ : তিনি দিন গুনতে শুরু করেছেন। অপেক্ষা করছেন, কবে সেই সময়টা আসবে।

অপেক্ষার অবশ্য বেশি দেরি নেই। দিন তিনেক পরই সোমবার বাণিজ্য নগরীর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। আর সেই ম্যাচ নিয়ে এখন থেকেই উত্তেজনা অনুভব করছেন কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে। গতরাতে গুয়াহাটি থেকে মুম্বই পৌঁছানোর পর আজ পুরো দিনটাই বিশ্রামে ছিলেন নাইটরা। ছিল না দলের কোনও অনুশীলনও। টানা ক্রিকেটের কারণে একদিনের বিশ্রাম নিশ্চিতভাবেই কুইন্টন ডি কক, মইন আলি, বরুণ চক্রবর্তীদের মানসিকভাবে আরও তাজা ও ফুরফুরে করে তুলেছে। এমন মানসিকতার রেশ শোনা গিয়েছে কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের গলায়ও। কেকেআরের সমাজমাধ্যমে রাহানে আজ বলেছেন, 'মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম আমার শহরের মাঠ। এই মাঠে আমার ক্রিকেটার হিসেবে বেড়ে ওঠা। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের সবটা জানি আমি। সোমবার এই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি।'

সোমবারের কলকাতা বনাম মুম্বই ম্যাচের ফল কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। আপাতত গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া

> মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম আমার শহরের মাঠ। এই মাঠে আমার ক্রিকেটার হিসেবে বেড়ে ওঠা। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের সবটা জানি আমি। সোমবার এই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।
>
> **আজিঙ্কা রাহানে**

ফিট হচ্ছেন নারায়ণ

ক্রিকেট মাঠে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ জয়ের পর নাইটদের অন্দরের দমবন্ধ করা ছবিটা বদলে গিয়েছে। খচখচানি শুধু সুনীল নারায়ণকে নিয়ে। তিনি কি পুরো ফিট? সোমবারের ম্যাচে নারায়ণ কি খেলতে পারবেন? জবাব এখনও অজানা দুনিয়ার। তবে কেকেআরের অন্দরের খবর, নারায়ণ এখন অনেকটাই সুস্থ। বড় অঘটন না হলে তিনি সোমবারের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ম্যাচে নাইটদের প্রথম একাদশে ফিরতে পারেন। আজ বিশ্রাম থাকলেও কাল কেকেআরের অনুশীলন রয়েছে। নাইটদের কালকের অনুশীলনে নারায়ণ হাজির হবেন কিনা, সেদিকে নজর রয়েছে দুনিয়ার।

রাজস্থান ম্যাচে অপরাজিত ৯৭ করে দলকে প্রথম জয়ের স্বাদ দেওয়া কুইন্টনকে নিয়েও হইচই চলছে কেকেআরের অন্দরে। ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ম্যাচে রান না পাওয়া কুইন্টন নিজেও দলকে জেতানোর পর স্বস্তিতে রয়েছেন। আজ কেকেআরের সমাজমাধ্যমে কুইন্টন তাঁর সতীর্থদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচটা ভালো যায়নি আমাদের। দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ে ফিরেছি আমরা। তবে পথ চলার এখনও অনেক বাকি। আগামীর লক্ষ্যে সাফল্যের ছন্দ ধরে রাখতে হবে আমাদের।' সোমবার মুম্বই ম্যাচে কেকেআর তাদের জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে পারবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে অধিনায়ক রাহানের পাশে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কেকেআর কর্ণধার শাহরুখ খানেরও শহরের মাঠ।

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ বাজিগরের কাছে বরাবরই বাড়তি মর্যাদার। সোমবার রাহানেরা বাজিগরের সেই মর্যাদার প্রতি আস্থা দেখাতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

নাইটদের লখনউ ম্যাচ ৮ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ মার্চ : অবশেষে চূড়ান্ত হয়ে গেল। আগামী ৬ এপ্রিল ইডেন গার্ডেন্সে নির্ধারিত থাকা কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচ দুইদিন পিছিয়ে গেল। রামনবমীর কারণে ৬ এপ্রিল ইডেনে কলকাতা বনাম লখনউ ম্যাচে নিরাপত্তা দিতে পারবে না বলে আগেই জানিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। ম্যাচ একসময় কলকাতা থেকে সরে গুয়াহাটি যাওয়ার মঞ্চও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে ছবিটা বদলায়। কেকেআর বনাম এলএসজি ম্যাচ কলকাতাতেই হওয়া নিশ্চিত হয়। এদিন জানা গেল ৬ এপ্রিলের বদলে ৮ এপ্রিল সেই ম্যাচ হবে। শুক্রবার রাতে যা আইপিএল কমিটির তরফে সরকারিভাবে জানানো হয়।

শুধুই সুনীলকে লক্ষ্য করে বল তোলা, বিরক্ত বাইচুং

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ মার্চ : সুনীল ছেত্রীকে অবসর ভাঙিয়ে ফিরিয়ে আনা যে তাঁর পছন্দ হয়নি, এই কথা গোপন করেননি তিনি। বাংলাদেশ ম্যাচের পর বাইচু ভুটিয়া এই অতি-সুনীল নির্ভরতা নিয়ে খোলাখুলি সমালোচনা করতে দ্বিধা করলেন না।

মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ নিয়ে বলেছেন, 'গোটা ম্যাচেই আমরা আক্রমণে বৈচিত্র্য দেখাতে ব্যর্থ। আক্রমণের চেনা ধরন! সেই উইং দিয়ে বল নিয়ে ড্রিবল করে পাস বা ক্রস। আশা করা হচ্ছে, বল সুনীলের মাথায় গিয়ে পড়বে এবং তা থেকে গোল হবে।' তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কার যে ভারতীয় ফুটবলের এই গেমপ্ল্যান ধরে ফেলতে এখন কোনও দলেরই সমস্যা নেই। তাছাড়া লম্বা সময় ধরে খেলা ৪০ বছরের সুনীলের পক্ষে এখন প্রতি ম্যাচই একইভাবে বার করে আনাও সমস্যা নয়। প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডাররা বুদ্ধি প্রয়োগ করে আটকে দিচ্ছেন দেশের সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতাকে। বাইচুং বলে ফেলেন, 'এখন তো আর ডিফেন্ডিং আগের মতো নেই, তাই না? আগেকার দিনে ডিফেন্ডাররা সেভাবে লাইন মেনে খেলা বা নিজেদের সঠিক আকার ধরে রেখে খেলত না। ফলে গোল এসে যেত একটু ভালো স্ট্রাইকারের কাছ থেকে।' সুনীলের এক যুগ আগের গোল পাওয়ার সুবিধার কথা বলতে গিয়ে বাইচুং আরও মন্তব্য করেন, 'কিন্তু আজকার খেলা হয় একটা পরিকল্পনা মেনে। ফলে এখন আপনাকে পাসিং, গতি, জায়গা নেওয়া সবকিছুতেই বাড়তি বুদ্ধিমত্তা দেখাতে হবে। কারণ আপনার ডিফেন্ডাররা কিন্তু জোনাল মার্কিংই হোক কী ম্যান মার্কিং বা নিজেদের ডিফেন্সের সংঘবদ্ধতা ধরে রেখে খেলতে তৈরি হয়ে গিয়েছে।' ভারতীয় ফুটবলের যে সেই একঘেয়ে সুনীলের মাথা লক্ষ্য করে শুধুই বল তুলে যাওয়া কার্যকারিতা হারিয়েছে, এই কথা বলতে কোনও দ্বিধা নেই পাহাড়ি বিছের।

মালদ্বীপের মতো দুর্বল দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে এভাবে গোল পেলেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মাত্র একবারই লিস্টন কোলাসো এভাবে সুনীলের জন্য সঠিক জায়গায় বল ফেলতে পেরেছিলেন। কিন্তু সুনীলের হেড বাইরে যায়। বাইচুং এই নিয়ে উইং হাফদেরও যথেষ্ট তুলোধোনা করলেন, 'একবারও বাংলাদেশের গোলরক্ষক ও ডিফেন্ডারদের মাঝখানে বল পড়ল না উইং থেকে। অথচ তুমি নির্ভর করে আছো, সুনীলের হেডের উপর।' এই প্রসঙ্গেই মজা করে বাইচুংয়ের মন্তব্য, 'যে রেটে ক্লাব থেকে জাতীয় দল, সকলেই সুনীলের মাথা লক্ষ্য করে বল ফেলছে তাতে তো ওর দ্বিতীয় অবসরের আগে সুনীলের রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যাবে।' অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করছেন, বাংলাদেশের বিপক্ষে ভুল মানোলো মার্কুয়েজ করেছেন। যেভাবে সুনীলকে এখন তাঁর ক্লাবে উইংয়ে খেলানো হয় সেভাবেই খেলানো উচিত ছিল সামনে ইরফান ইয়াদওয়াদকে খেলিয়ে। অথবা সুনীলের সঙ্গে আয়ুষ দেব ছেত্রী নয়, প্রয়োজনে ফারুখ চৌধুরী বা ইরফানকে খেলিয়ে নম্বর ১০ পজিশনে নাওরেম মহেশ সিংকে খেলানো।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন তামিম

ঢাকা, ২৮ মার্চ: ক্রিকেটপ্রেমীদের স্বস্তি দিয়ে আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটার তামিম ইকবাল। দিনকয়েক আগে ক্রিকেট মাঠেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ৩৬ বছরের তামিম আজ তাঁর বাড়ি ফিরেছেন। চিকিৎসকদের নির্দেশে আপাতত তাঁকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। আগামী কয়েকদিন বিশ্রামের পর তামিমের রিহ্যাব প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে খবর। তামিমের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক শাহাবুদ্দিন তালুকদার আজ বলেছেন, 'তামিম এখন আগের তুলনায় অনেক সুস্থ। ওর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের পরই হাসপাতাল থেকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাড়ি ফিরে আগামী কয়েকদিন তামিমকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে।'

যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু মারাদোনার

বুয়েনস আয়ার্স, ২৮ মার্চ : মৃত্যুর আগে প্রবল কষ্ট পেয়েছেন দিয়েগো মারাদোনা। এমনটাই দাবি করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। বৃহস্পতিবার মারাদোনা মৃত্যুরহস্য নিয়ে আদালতে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ মৌরিসিও ক্যাসিনেলি জানিয়েছেন, আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির মৃত্যুর কমপক্ষে দশদিন আগে তাঁর ফুসফুসে জল জমেছিল। তবে তিনি মারা গিয়েছেন হৃদরোগ এবং লিভার সিরোসিসের কারণে। মারাদোনার চিকিৎসকদের বিষয়টির দিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল বলে দাবি করেছেন মৌরিসিও।

বৃহস্পতিবার মৌরিসিও আদালতে আরও বলেছেন, 'মারাদোনার মৃত্যুর আগে তাঁর হৃৎপিণ্ডের ওজন দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে মারা যাওয়ার কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা আগে প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।' চিকিৎসার জন্য মারাদোনা যে বাড়িতে ছিলেন, সেটিকে 'ভয়াবহ থিয়েটার' বলে দাবি করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ। ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর মারা যান মারাদোনা। সেই সময় তাঁর চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক ও নার্সদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ উঠেছে। যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে ৮ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে অভিযুক্তদের। এই মামলায় কমপক্ষে ১২০ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভিনিদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু উয়েফার

জুরিখ, ২৮ মার্চ : দর্শকদের উদ্দেশে অশালীন অঙ্গভঙ্গির অভিযোগে চার রিয়াল মাদ্রিদ তারকার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করল উয়েফা। গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে তাদের ঘরের মাঠে হারায় লস ব্লাঙ্কোসরা। ম্যাচের পর চার রিয়াল তারকা আন্তোনিও রুডিগার, কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার ও ড্যানি সেবালোসের দর্শকদের উদ্দেশে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করেন। টিভিতে দেখা যায়, জার্মান ডিফেন্ডার রুডিগার দর্শকদের দিকে গলা টিপে ধরার মতো ভঙ্গি করেছেন। এছাড়াও এমবাপে, ভিনিদের অশালীন অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা গিয়েছে।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে উয়েফার কাছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ অভিযোগ জানিয়েছে। ইউরোপিয়ান ফুটবল নিয়ামক সংস্থা এক বিবৃতিতে বলেছে, 'অভিযুক্ত চার রিয়াল তারকার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে তদন্ত করার জন্য একজন শৃঙ্খলারক্ষা বিষয়ক পর্যবেক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে। বাকি তথ্য যথাসময়ে জানানো হবে।' অভিযোগ প্রমাণিত হলে সেমিফাইনালে চার তারকা সাসপেন্ড হতে পারেন। তবে সেমিফাইনালের আগে এই বিষয়ে শুনানি হবে কি না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

১৭ বছরের চিপক খরা কাটল বিরাটদের

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-১৯৬/৭
চেন্নাই সুপার কিংস-১৪৬/৮

চেন্নাই, ২৮ মার্চ : ২০০৮ সালের ২১ মে। আইপিএলের মঞ্চে চিপকে প্রথমবার দেখা হয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। সেদিন জয় পেয়েছিল আরসিবি। তারপর থেকে দুই দলের পরের ৮ সাক্ষাৎকারে চিপকে জয়ের হাসি বরাদ্দ ছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্যই। আরসিবি-র ১৭ বছরের অপেক্ষার অবসান অবশেষে শুক্রবার ঘটল। বিরাট কোহলির জন্য সাজানো মঞ্চে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে রজত পাতিদার ৫০ রানে জয় আনলেন। চিপকে চেন্নাইয়ের এটাই বৃহত্তম ব্যবধানে হার।

চেন্নাই-মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচ আইপিএলের এল ক্লাসিকো হলে সিএসকে-র বিরুদ্ধে আরসিবি-র দ্বৈরথ নিয়েও ভারতীয় ক্রিকেট সমাজের আলাদা উন্মাদনা রয়েছে। আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে যে মহেন্দ্রবাবু ও বিরাটই থাকেন, সেটা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিনও চিপকে ইয়েলো আর্মির ভিড়ে বেঙ্গালুরুর দর্শকরা বিরাটের জন্যই গ্যালারি ভরিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যায় বিরাট শো তেমন জমল না। চিপকের মন্থর পিচে সেট হয়ে যাওয়ার পরও শুধু বাউন্ডারি নয়, স্ট্রাইক রোটেট করতে সমস্যায় পড়লেন বিরাট (৩১)। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে ৪ উইকেট নিয়ে নুর আহমদ চেন্নাইয়ের জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন। এদিন বিরাট সহ তিন উইকেট ঝোলায় পুরলেন নুর (৩৬/৩)। বিরাটের আউটের আগেই নুরের ডেলিভারিতে মাহির বিদ্যুৎগতির স্টাম্পিংয়ে বোকা বনে যান ফিল সল্ট (১৬ বলে ৩২)। যদিও রিপ্লে দেখে মনে হয়েছিল, সল্টের পা কিছুটা হলেও ক্রিজের ভিতরে রয়েছে।

বিরাট, সল্টরা ইনিংস লম্বা করতে না পারলেও আরসিবি-র জন্য মঞ্চ সাজিয়ে দেন। যার উপর দাঁড়িয়ে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান পাতিদার (৩২ বলে ৫১)। শেষদিকে 'সিক্স হিটিং মেশিন' টিম ডেভিডের (৮ বলে অপরাজিত ২২) ক্যামিও বেঙ্গালুরুকে ১৯৬/৭ স্কোরে পৌঁছে দেয়।

রানতাড়ায় নেমে জোশ হ্যাজেলউড ও ভুবনেশ্বর কুমারের (২০/১) সামনে শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি চেন্নাইয়ের। দ্বিতীয় ওভারে হ্যাজেলউডের জোড়া ধাক্কায় ফিরে যান রাহুল ত্রিপাঠী (৫) ও রুতুরাজ গায়কোয়াড় (০)। রাচিন রবীন্দ্র (৪১) একটা দিক ধরে রাখার চেষ্টা করলেও উলটোদিকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানোয় চেন্নাইয়ের জবাব কখনোই জুতসই হয়নি। শুধু হ্যাজেলউড (২১/৩) নয়, যশ দয়াল (১৮/২), লিয়াম লিভিংস্টোন (২৮/২) - এমনকি সুযশ শর্মাও (৩২/০) সঠিক লাইন-লেংথে বল করে যাওয়ায় চেন্নাইয়ের কাজটা সহজ ছিল না। তার মধ্যেও নয় নম্বরে নেমে সমর্থকদের মনোরঞ্জনের কাজটা করে যান ধোনি (১৬ বলে অপরাজিত ৩০)। বিশেষ করে শেষ ওভারে ক্রুণাল পান্ডিয়ার বলে তাঁর জোড়া ছক্কা পুরোনো ধোনিকে মনে করিয়ে দিয়েছে। তবে ততক্ষণে অবশ্য ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। তাই মাহি শোয়ের পরও চেন্নাই ১৪৬/৮ স্কোরে আটকে যায়।

অর্ধশতরানের পর রজত পাতিদার।

চিপক জনতার মন ভরালেও জয় আনতে পারলেন না মহেন্দ্র সিং ধোনি। শুক্রবার।

পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়াই তিন গোল বার্সার

বার্সেলোনা, ২৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক বিরতি কাটিয়ে ফেরার পর বৃহস্পতিবার খেলতে নামতেই রাজি ছিল না বার্সেলোনা। কার্যত প্রস্তুতি ছাড়াই সেই ম্যাচ ৩-০ গোলে জিতল কাতালান জায়েন্টরা।

ওসাসুনার বিরুদ্ধে ৮ মার্চ ম্যাচ ছিল বার্সার। সেদিনই প্রয়াত হন কাতালান ক্লাবটির চিকিৎসক। যে কারণে ম্যাচটি পিছিয়ে দেওয়া হয়। পরিবর্ত দিন ধার্য হয় ২৭ মার্চ। তবে আন্তর্জাতিক বিরতির পর ফুটবলাররা পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাবেন না একথা ভেবে বৃহস্পতিবার ম্যাচটি খেলতে রাজি ছিল না বার্সেলোনা। তবে উপায় না থাকায় শেষ পর্যন্ত মাঠে নামে তারা। পুরো দল নিয়ে একদিনের বেশি প্রস্তুতির সময়ও পাননি হ্যান্সি ফ্লিক। রাফিনহার মতো ছন্দে থাকা ফুটবলারকে ছাড়াই স্কোয়াড সাজাতে হয়। তবুও আগাগোড়া দাপট রেখেই জয় তুলে নিল বার্সেলোনা।

ম্যাচের ১১ মিনিটে আলেহান্দ্রো বালদের বাড়ানো বল জালে পাঠান ফেরান টোরেস। ২১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান ড্যানি ওলমো। গোল করার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। এদিকে প্রথমার্ধের মতো বাকি পঁয়তাল্লিশ মিনিটও একইরকম দাপট নিয়ে খেলে গেল বার্সেলোনা। ৭৭ মিনিটে নিখুঁত হেডারে তৃতীয় গোলটি করেন পরিবর্ত হিসাবে নামা রবার্ট লেওয়ানডস্কি। এই জয়ের সুবাদে পয়েন্ট টেবিলে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান বাড়িয়ে শীর্ষস্থান খানিকটা মজবুত করল বার্সা।

বার্সেলোনার তৃতীয় গোলের পর রবার্ট লেওয়ানডস্কি।

প্লে-অফে আজ মুখোমুখি বেঙ্গালুরু-মুম্বই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক উইন্ডোর কারণে বন্ধ থাকার পর ফের শনিবার থেকে শুরু হতে চলেছে আইএসএলের নক আউট পর্ব। প্রথম ম্যাচেই যেখানে বেঙ্গালুরু এফসি মুখোমুখি হতে চলেছে মুম্বই সিটি এফসি-র। প্লে-অফে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ের কোনও সুবিধা থাকছে না। পয়েন্টের বিচারে এগিয়ে থাকায় নিজেদের ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা পাবেন সুনীল ছেত্রীরা। যদিও গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে শ্রীকান্তিরাভা স্টেডিয়ামে গিয়ে ২ গোলে বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে প্লে-অফে জায়গা করে নেয় মুম্বই। তবে এই ম্যাচে চোট সমস্যায় দুর্বল তারা।

লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে অনিশ্চিত। আর খেলতে পারবেন না ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজও। তাঁর মালদ্বীপ ম্যাচে চোট লাগে। বেঙ্গালুরুর অবশ্য তেমন কোনও সমস্যা নেই। যদিও বাংলাদেশের বিপক্ষে গোল না পাওয়ায় সমালোচিত সুনীল নিজে। তবে ওই ম্যাচে সুযোগ না পেয়ে তেতে আছেন গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু। এই ম্যাচের বিজয়ী দল সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার বিপক্ষে খেলবে।

ফেডারেশনকে পালটা প্রশ্ন ইন্টার কাশীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ মার্চ : ফেডারেশনের ওপর পালটা চাপ বাড়াল ইন্টার কাশী। জানতে চাওয়া হল, কীসের ভিত্তিতে আবার তিন পয়েন্ট ফিরিয়ে নেওয়া?

আই লিগে নামধারী-ইন্টার কাশী প্রথম লেগের ম্যাচ ঘিরে যত গণ্ডগোল। ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির নির্দেশে ওই ম্যাচের পুরো পয়েন্ট দেওয়া হয়েছিল কাশীকে। সেই নির্দেশের ওপর আবার স্থগিতাদেশ জারি করেছে ফেডারেশনের আপিল কমিটি। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ খেতাবি দৌড়ে থাকা ইন্টার কাশী। এআইএফএফ-কে চিঠি পাঠিয়ে তারা জানতে চেয়েছে, কেন ওই পয়েন্ট আবার ফিরিয়ে নেওয়া হল? লিগ শেষ হচ্ছে ৬ এপ্রিল। অথচ আপিল কমিটি এই বিষয় আলোচনায় বসবে ২৮ এপ্রিল। কেন এতদিন সময় নেওয়া হচ্ছে সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে।

উত্তরের খেলা

তরাইয়ের বার্ষিক ক্রীড়া কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ মার্চ : তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টারের বার্ষিক ক্রীড়া রবিবার তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। তরাই অ্যাথলেটিকের সচিব কার্তিক পাল বলেছেন, রবিবার সকাল ৯টায় প্রতিযোগিতা শুরু হবে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য অনূর্ধ্ব-৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮ ও ওপেন বিভার রাখা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে সেরা অ্যাথলিটকে পুরস্কৃত করা হবে। এবার ৬২টি ইভেন্ট রাখা হয়েছে। শিলিগুড়ির বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ক্রীড়া শিক্ষকদের দিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হবে। সঙ্গে থাকবেন অ্যাথলেটিক্স কোচ দেবকুমার দে।

জিতল উদয়

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মিঠু বিশ্বাস ও বিমলেন্দু চন্দ ট্রফি ক্রিকেটে শুক্রবার উদয় সংঘ ৫ উইকেটে হারিয়েছে চেতনা ক্লাবকে। প্রথমে চেতনা ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৫ রান তোলে। শিবেন্দু সরকার ৬১ রান করেন। সৌমজিৎ ঘোষ ৩১ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে উদয় ১৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অভিজিৎ রায় ৪৯ রান করেন।

অন্য ম্যাচে সংঘশ্রী সংঘ না আসায় জেওয়াইসিসি-কে ওয়াকওভার দেওয়া হয়েছে।

ফাইনালে কিংস

আলিপুরদুয়ার, ২৮ মার্চ : আলিপুরদুয়ার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ক্রিকেট শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনেই ফাইনালে উঠল সুপার কিংস জংশন। তারা প্রথম সেমিফাইনালে ৮ রানে এনএন একাদশকে হারিয়েছে। প্যারেড গ্রাউন্ডে টসে হেরে সুপার কিংস ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ১০২ রান তোলে। জবাবে এনএন ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ৯৪ রানে আটকে যায়।

e-Tender
Office of the **Matiali Hat Gram Panchayat**
P.O-Matieli, Dist-Jalpaiguri
Notice Inviting e-tender by the undersigned for different works vide NIT No.-WB/PANCH/64/MHGP/2025 dated 26.03.2025. Last Date of online bid submission 04.04.2025 upto 15.00 hours. For further details you may visit **www.wbetenders.gov.in** or **www.wbprd.nic.in**
Sd/- Pradhan
Matiali Hat Gram Panchayat

জয়ী দাদাভাই

জলপাইগুড়ি, ২৮ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে সুপার সিক্সে শুক্রবার দাদাভাই ক্লাব ৮৭ রানে টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। দাদাভাই প্রথমে ৩৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সোমেশ আগরওয়াল ৫৩ রান করেন। শুভম রায় ২৭ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে টাউন ২৭ ওভারে ৭৭ রানে গুটিয়ে যায়। সুনীলকান্ত শর্মা ৩১ রান করেন। আকাশ রায় ৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

মানসের দাপট

কামাখ্যাগুড়ি, ২৮ মার্চ : কামাখ্যাগুড়ি প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে শুক্রবার ২০১২ ব্যাচ ২২ রানে ২০২২ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০১২ প্রথমে ১৫ ওভারে ৫ উইকেটে ২১৫ রান তোলে। মানস সাহা ২৮ রানে অপরাজিত থাকেন। জবাবে ২০২২ ব্যাচ ১৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯৩ রানে আটকে যায়। অভিজিৎ পাল ৯৫ রানে অপরাজিত থাকেন। ম্যাচের সেরা মানস ৫০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।